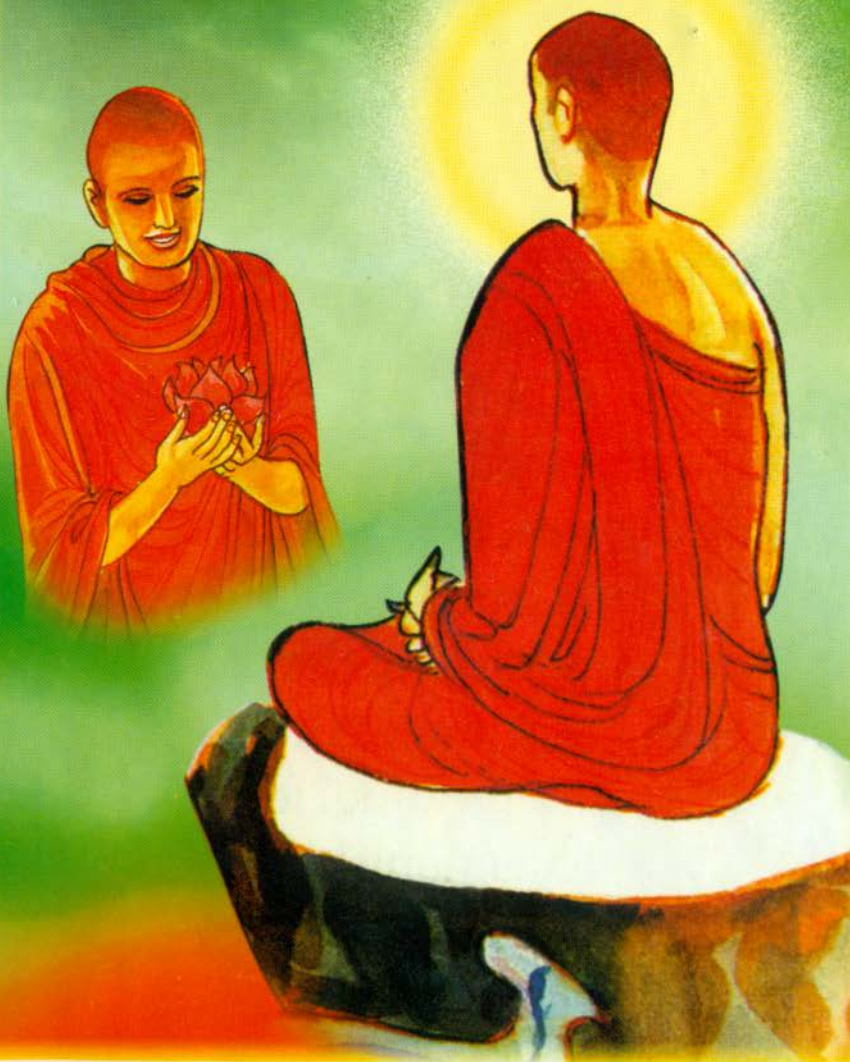
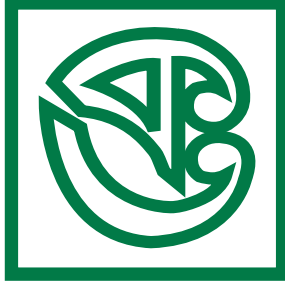


ভিক্ষুণী পাতিমোক্খ (পালি-বাংলা)



অনুবাদক : প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

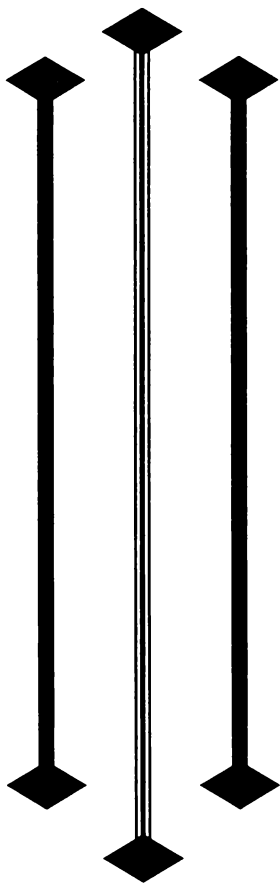
কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকোনো এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Rahul Bhikkhu

ভিক্ষুণী পাতিমোক্ষ



অনুবাদক :

ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির

অধ্যক্ষ, বিশ্বশান্তি প্যাগোডা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রাম ।

ভিক্ষুণী পাতিমোক্ষ

প্রকাশক : মীরা চাকমা
ট্রাইবেল অফিসার্স কলোনী
তবলছড়ি, রাঙ্গামাটি ।

প্রকাশনায় : বনভন্তে প্রকাশনী
সিরিজ নং- ৫
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি ।

প্রকাশকাল : ২৫৪৮ বুদ্ধাব্দ
৮ই জানুয়ারী ২০০৫ ইংরেজী

মুদ্রণে : রাজবন বিহার অফসেট প্রেস
ফোন :- ০৩৫১-৬২১৫৮ ।
E-MAIL- rajbana@bttb.net.bd

সদ্বর্ষ প্রচারের জন্য বিনামূল্যে বিতরণ করা হল

প্রকাশিকার কথা

শ্রাবকবুদ্ধ পূজ্যস্পদ বনভন্তে একজন বিশ্ব বরেণ্য বৌদ্ধ মনীষী। তিনি বৌদ্ধধর্মের মহান কিংবদন্তী গৌরবরত্ন, সত্যিকার বুদ্ধপুত্র। তাঁর সাধনালব্ধ অমৃতময় ধর্মোপদেশের মাধ্যমে তিনি আপামর জনসাধারণের মনোমন্দিরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এ পবিত্র মহাপুরুষের এতটুকু দর্শন, ধর্মোপদেশ ও আশীর্বাদ লাভে ধন্য হবার জন্য সবাই আমরা উদগ্রীব থাকি। তাঁর সান্নিধ্য লাভ আমাদের জীবনে এক অমূল্য সম্পদ ও অক্ষয় অর্জন। আমি পূজ্য বনভন্তের অতি সাধারণ একজন উপাসিকা। তাঁর আশীর্বাদই আমার জীবন চলার পথে একমাত্র সম্বল।

আমার বহুদিনের লালিত স্বপ্ন বা ইচ্ছা ছিল শ্রাবকবুদ্ধ পূজ্য বনভন্তের দেশনাগুলি প্রকাশনায় অংশগ্রহণ করে নিজকে কৃতার্থ করা। কিন্তু কিছুতেই সেটি করা সুযোগ হচ্ছিল না। এদিকে পূজ্য বনভন্তে কয়েকবার তাঁর দেশনায় ‘ভিক্সুনী-পাতিমোক্খ’ নামে একটি গ্রন্থ ছাপানোর কথা উল্লেখ করেন। ইতোবসরে আমার হাতেও কিছু টাকা এসে যায়। এবার আমি কালবিলম্ব না করে আমার বহু প্রতীক্ষিত স্বপ্ন পূরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এবং সে ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু মহোদয়ের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনিও আমাকে ‘ভিক্সুনী-পাতিমোক্খ’ গ্রন্থটি ছাপানোর জন্য উৎসাহিত করেন; প্রকাশনার সব দায়-দায়িত্ব প্রদান করেন। ভদন্ত মহোদয়ের নিকট হতে এ দায়িত্ব পেয়ে আমি নিজকে ধন্য মনে করছি। তজ্জন্য ভদন্ত ইন্দ্রগুপ্তকে অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সাথে সাথে এ গ্রন্থের অনুবাদক ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো মহোদয়কেও ভক্তিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে আমাদের পরম কল্যাণমিত্র, বৌদ্ধধর্মের ধ্বজাধারী শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয়কে শতকোটি সশ্রদ্ধ ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাচ্ছি। এবং তাঁর নিরোগ দীর্ঘ কল্যাণময় পরমায়ু কামনা করছি। আর তাঁর পদতলে প্রার্থনা করছি— এ পুণ্যের প্রভাবে আমার পরিবারের সকল সদস্যের ইহ-পারত্রিক সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি লাভ হোক। শেষান্তে যাবতীয় দুঃখ হতে চিরমুক্তি লাভ করতঃ নির্বাণ সুখ প্রত্যক্ষ করার হেতু উৎপন্ন হোক।

মিসেস মীরা চাকমা
ট্রাইবেল অফিসার্স কলোনী,
তবলছড়ি, রাঙ্গামাটি।

প্রকাশনীর দপ্তর হতে

বৌদ্ধধর্মের মূল গ্রন্থের নাম 'ত্রিপিটক'। ত্রি শব্দের অর্থ তিন এবং পিটক শব্দের অর্থ পেটিকা, ঝুড়ি বা ভাণ্ডার। সমগ্র বুদ্ধবচন সমূহ সংরক্ষণের জন্য শ্রেণী বিন্যস্ত রচনা সংগ্রহ অর্থে ত্রিপিটক শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বিনয় পিটক, সূত্র পিটক, অভিধর্ম পিটক- এই তিনটি পিটকের সমষ্টিকে ত্রিপিটক বলা হয়। বুদ্ধের জীবদ্দশায় তিনি স্বয়ং কিংবা তাঁর শ্রাবক সঙ্ঘ কেহই বুদ্ধের বচন বা বাণী সমূহ লিপিবদ্ধ করেন নাই পুস্তকাকারে। এমন কি বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর অনুষ্ঠিতব্য প্রথম সঙ্গীতিতে, দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে, তৃতীয় সঙ্গীতিতেও বুদ্ধের বাণী সমূহ পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। তখনকার সময়ে পুস্তক রচনা করার প্রচলন ছিল না; সেই সময়কে বলা হয় শ্রুতির যুগ। তখন শ্রুতির মাধ্যমে গুরু পরম্পরায় মুখে মুখে শাস্ত্রাদি শিক্ষা করত। সেই যুগে মুখে মুখেই ধর্মনীতিগুলো প্রচারিত হত এবং শ্রোতারা শুনে শুনে মুখস্থ করে রাখত। ভগবান বুদ্ধের শ্রাবকগণও তার ব্যতীক্রমী ছিলেন না। তাঁরাও 'এবং মে সূতং'- এরূপ শ্রুতির মাধ্যমে বুদ্ধের বাণী সমূহ বারে বারে আবৃত্তি, কণ্ঠস্থ করে দীর্ঘকাল পর্যন্ত অক্ষতভাবে সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করেছিলেন। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পাঁচশত বৎসর পর খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিতব্য চতুর্থ সঙ্গীতিতে বুদ্ধের বাণী সমূহের আধার ত্রিপিটককে পালি ভাষায় তালপত্রে পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়।

ত্রিপিটক একটি গ্রন্থ নয়, বায়ান্নটি ছোট-বড় মূল সংকলনের এক মহা সমারোহ। আবার সেগুলোর বহু টীকা, অনুটীকা ভাষ্য রয়েছে। এই ত্রিপিটক বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং বিশ্ববাসীর জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। বিশেষ করে শ্রীলংকা, বার্মা (মায়ানমার), থাইল্যান্ড, চীন, জাপান, তিব্বত, কম্বোডিয়া, হিন্দি, ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সেই সব ভাষায় শত শত পালি টীকাগ্রন্থ, অনুটীকা, সারগ্রন্থ, কাব্য, ব্যাকরণ ইত্যাদি রচিত হয়েছে। কিন্তু, বাংলা ভাষায় এখনো সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্র অনুবাদ করা সম্ভব হয় নি। অনেকগুলো গ্রন্থের মধ্যে গুটিকয়েক মাত্র বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সেই গুটিকয়েক খণ্ড ছাড়া বাংলা ভাষাভাষী পাঠকগণের পক্ষে সমগ্র ত্রিপিটক গ্রন্থের সাথে পরিচিত হওয়াও সম্ভব হয় নি। তারা

ত্রিপিটক গ্রন্থ সম্বন্ধে এখনো অজ্ঞাই রয়ে গেছেন। এমন কি মূল ত্রিপিটক গ্রন্থ সমূহ এখনো পর্যন্ত বঙ্গাঙ্করে মুদ্রিত হয় নাই। এসব কারণে বাংলা ভাষাভাষী বৌদ্ধগণের নিকট ত্রিপিটকের জ্ঞান ভাণ্ডার উন্মুক্ত হয় নি। আর বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ সাহিত্যের আলোচনা, গবেষণাও নিতান্ত সামান্য বললেই চলে।

বুদ্ধের অবর্তমানে ত্রিপিটক গ্রন্থই বৌদ্ধধর্মের একমাত্র পথ প্রদর্শক ও অনুশাসকরূপে বিদ্যমান। ত্রিপিটক ব্যতীত অন্য কোথাও বুদ্ধের প্রকৃত শিক্ষা, উপদেশ পাওয়া যায় না। বৌদ্ধধর্ম চর্চা ও এধর্মের মৌলিক জ্ঞান লাভ করতে হলে ত্রিপিটকই মূল অবলম্বন। এসব বিষয় সম্যকভাবে অবগত হয়ে বুদ্ধ শাসনের ধ্বজাধারী, সদ্ধর্ম হিতৈষী পূজ্য বনভন্তে সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্রকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার এক মহা পরিকল্পনার কথা ও ঐকান্তিক ইচ্ছা পোষণ করে আসছেন। সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কল্পে তিনি রাজবন বিহারে একটি উন্নতমানের অফসেট প্রেস প্রতিষ্ঠা ও শক্তিশালী, দক্ষ অনুবাদক, লেখক গোষ্ঠি গড়ে তোলার তাগিদ দিয়ে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত। মদীয় পরম কল্যাণমিত্র গুরু বনভন্তে মহোদয়ের সেই পরিকল্পিত আশাকে সার্থকরূপ দানের জন্য আমরা অত্র রাজবন বিহারের ভিক্ষুসঙ্ঘ সর্বসম্মতিক্রমে একটি স্থায়ী প্রকাশনা ফাও ও স্থায়ী প্রকাশনী গঠন করি। যার নামকরণ করা হয়েছে ‘বনভন্তে প্রকাশনী’। এবং মাত্র কিছুদিন পূর্বে রাজবন বিহারে একটি অত্যাধুনিক অফসেট প্রেস প্রতিষ্ঠা করেছি। সাথে সাথে এই নব প্রতিষ্ঠিতব্য প্রেস হতে বনভন্তে প্রকাশনীর মাধ্যমে বাংলা হরফে পালি ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্রকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করার এক মহৎ পবিত্র কার্যক্রম আরম্ভ করেছি। বিনয় পিটকের ‘পারাজিক পালি’ খণ্ডটি পুস্তকাকারে বের করার মাধ্যমে আমাদের এই শুভ পদযাত্রার অধ্যায় সূচিত হল। একই সাথে রাজবন বিহারে প্রতিষ্ঠিত প্রেসটিও শুভ উদ্বোধন করা হল।

আমরা আনন্দের সহিত জানাতে চাই, বার্মায় (মায়ানমার) ষষ্ঠ সঙ্গায়নে সংকলিত ও Vipassana Research Institute কর্তৃক CD (compact Disk) হতে হিন্দি হরফে পালি ভাষায় লিখিত ত্রিপিটক Document-টি অক্ষরান্তরকারী Software-এর মাধ্যমে বঙ্গাঙ্করে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে। প্রকাশিত এই খণ্ডটি

তারই অংশ বিশেষ। এতদঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম সঠিকভাবে ধরে রাখার জন্য এটি নিঃসন্দেহে এক শুভ সংবাদ। কারণ সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্রকে বঙ্গাঙ্করে রূপান্তরিত করা এটিই সর্বপ্রথম। ইতিপূর্বে সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্রকে বঙ্গাঙ্করে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয় নাই। বাংলা অক্ষরান্তরকারী Software তৈরীর কাজটি করেছেন রাঙ্গামাটিস্থ কল্যাণপুর নিবাসী তরুন ধর্মানুরাগী উপাসক বাবু তপনালো খীসা। এই দুরূহ কাজটি করে দিয়ে তিনি অশেষ পুণ্যাংশের ভাগী হয়েছেন। তার এই মহাপুণ্য কাজের জন্য প্রকাশনীর পক্ষ হতে তাকে জানাই শুভাশীর্বাদ। আমরা তপনালো খীসার অক্ষরান্তরকারী Software-এর মাধ্যমে সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্রকে বঙ্গাঙ্করে রূপান্তরিত করে রাজবন বিহারের পাঠাগারে সংরক্ষিত অবস্থায় রেখেছি। যা অতি শীঘ্রই ক্রমান্বয়ে পুস্তকাকারে বের করা হবে।

যারা পালি সাহিত্যে অভিজ্ঞ, মূল পিটক খণ্ড অনুবাদ করতে সামর্থ্যবান বনভন্তে প্রকাশনী তাদেরকে অনুবাদের কাজে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানাই। এবং সেসব মূল্যবান গ্রন্থ (আলোচনা সাপেক্ষে) উক্ত প্রকাশনীর পক্ষ হতে ছাপানোর ইচ্ছা প্রকাশ করে। আলোচ্য ‘ভিক্ষুণী-পাতিমোক্ষ’ গ্রন্থটি পূজ্য বনভন্তের নির্দেশক্রমে অনুবাদ করেন বিশ্বশান্তি প্যাগোডার অধ্যক্ষ ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো মহোদয়। তার এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাজের জন্য আমরা প্রকাশনীর পক্ষ হতে তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। আর উল্লেখিত গ্রন্থটি মিসেস মীরা চাক্মার শ্রদ্ধাদানের মাধ্যমে প্রকাশিত হল। মিসেস চাক্মা এককভাবে এ প্রকাশনার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে নিজকে ধর্মদানে সম্পৃক্ত করতঃ অশেষ পুণ্যের ভাগী হলেন সন্দেহ নেই। আমরা মিসেস মীরা চাক্মাকে প্রকাশনীর পক্ষ হতে আন্তরিক সাধুবাদ জানাচ্ছি। এবং এ পুণ্যের প্রভাবে মিসেস চাক্মা ও তার পরিবারের সকল সদস্যের নির্বাণ লাভের হেতু উৎপন্ন হোক এই প্রত্যাশা রইল।

বনভন্তে প্রকাশনী
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

অনুবাদের কথা

পরম আৰ্যপুরুষ শ্রদ্ধেয় বনভন্তের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও নির্দেশে অত্র ভিক্ষুণী পাতিমোক্ষের অনুবাদের কাজ শুরু হয়েছিল ২১ শে মে ২০০৪ থেকে; আমার সুইজারল্যান্ড ভ্রমণের ব্যস্ততার মধ্যে। এবং সমাপ্ত হয়েছিল আমার আবাসস্থল বিশ্বশান্তি প্যাগেডায় এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির মধ্যে। এই প্রাসঙ্গিক কথাটি পরে বলা প্রয়োজন এ জন্যেই যে, সদ্ধর্মের প্রচার প্রসারে প্রতিকূল পরিস্থিতি পরিপূর্ণ এই দেশে আমরা বৌদ্ধ নামধারী অতি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী, আমাদের অজ্ঞতা, পরশ্রী কাতরতা এবং প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে কিভাবে আত্মহনন করে চলেছি তা পাঠকদের বোধগম্যতায় আনতে। হয়তো এমন ও হতে পারে, সেই পাঠক কুলের কোন সহৃদয় তেজোদীপ্ত, প্রতিভাদীপ্ত জ্ঞাতী, কোন না কোন সময় হাজারো হীনতায় নিমজ্জিত এদেশের হতভাগ্য এই বৌদ্ধদের উদ্ধারে এগিয়ে আসবেন।

খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে এই ভারত উপ-মহাদেশে ত্যাগময় আধ্যাত্মিক চর্চার এক উদার উন্মুক্ত পরিবেশ বিদ্যমান ছিল। সেই সময়ে হিমালয় পাদদেশে শাক্যরাজ্যের রাজকুমার বুদ্ধত্ব লাভ করে মহাজ্ঞানী বুদ্ধ বলে জগতে প্রকাশিত হলেন। সেই মহাজ্ঞানী বুদ্ধই এই বিশ্বের নারী জাতিকে সর্বপ্রথম উপহার দিয়েছিলেন এক সুসংগঠিত এবং সুসমৃদ্ধ আদর্শ নারী সঙ্ঘ। মুক্ত স্বাধীন জীবনে আধ্যাত্মিক পরম জ্ঞানের চর্চায় নিবেদিত এই নারী সঙ্ঘকে বৌদ্ধ পরিভাষায় বলা হয় ভিক্ষুণী সঙ্ঘ। সেই ভিক্ষুণী সঙ্ঘ গঠন ও সুনিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ভগবান বুদ্ধ তথাগত কর্তৃক যেই গঠনতন্ত্র তৈরী করা হয়েছিল, তার নাম 'ভিক্ষুণী পাতিমোক্ষ'। তাই ভিক্ষুণী পাতিমোক্ষ হলো ভিক্ষুণীদের নিয়ম শৃঙ্খলার মৌলিক বিধি বিধান সমূহ। ইহারা সর্বমোট ৩১১টি। এদের মধ্যে ১৮১টি ভিক্ষু পাতিমোক্ষের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তন্মধ্যে পারাজিকা অধ্যায়ে চারটি, সঙ্ঘাদিসেস অধ্যায়ে ৭টি, নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় অধ্যায়ে ১৮ টি (), পাচিত্তিয় অধ্যায়ে ৭০টি, সেথিয় অধ্যায়ে ৭৫টি এবং অধিকরণ শমথ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ ৭টি বিধি-বিধান ভিক্ষু পাতিমোক্ষের অন্তর্গত। অধিকন্তু ভিক্ষুণী পাতিমোক্ষের পাচিত্তিয় অধ্যায়ে ১৩টি এমন বিধান রয়েছে। যাহা খন্ধকের (অর্থাৎ চুল-বর্গ ও মহাবর্গের) অন্তর্গত। এগুলো ভিক্ষুদের ক্ষেত্রে শুধু পরিচিতি মূলক। ভিক্ষুণী পারাজিকা পর্বেও ভিক্ষুণীদের একটি পারাজিকা বিধান

আছে যে গুলো ভিক্ষুদের সজ্জাদিসেস সদৃশ; একটি পারাজিকা ভিক্ষুদের পাচিভিয় সদৃশ; দুইটি সজ্জাদিসেস, ভিক্ষুদের খন্ধক সদৃশ; একটি নিস্সগ্গিয় পাচিভিয় বিধান, ভিক্ষুদের নিস্সগ্গিয় পাচিভিয় বিধান সদৃশ; দুটি পাচিভিয়, ভিক্ষুদের সজ্জাদিসেস সদৃশ; পাঁচটি পাচিভিয়, ভিক্ষুদের পাচিভিয় সদৃশ; এবং আটটি পাচিভিয়, ভিক্ষুদের খন্ধকের বিধান সদৃশ। একইভাবে ভিক্ষুগীদের আটটি প্রতিদেশনীয় হলো, ভিক্ষুদের একটি মাত্র পাচিভিয় বিধানের বিস্তার মাত্র।

অপরদিকে ভিক্ষুগী পাতিমোক্ষের উনানবুইটি এমন বিধান রয়েছে, যেগুলো ভিক্ষু পাতিমোক্ষের বিধানের সাথে প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক নেই। কোন কোন লেখকের অভিমত যে, ভিক্ষুগী পাতিমোক্ষে অতিরিক্ত সংযুক্ত বিধানগুলো ভিক্ষুগীদেরকে নিপীড়নের লক্ষ্যেই প্রণীত হয়েছে। এমন মন্তব্য অত্যন্ত অশোভন। এমন মন্তব্য করার আগে দেখা উচিত যে,-

১. অতিরিক্ত সংযোজিত বিধান সমূহের এক তৃতীয়াংশের অধিক সংখ্যকের উৎপত্তি হয়েছে ভিক্ষুগীদেরকে অন্যান্য ভিক্ষুগীর আক্রোশ অথবা অবজ্ঞামূলক আচরণ রক্ষার কারণে।

২. পাচিভিয় ৬নং এবং ৪৪নং, এ দুই অতিরিক্ত বিধান ভিক্ষুগীদের কে অন্য ভিক্ষু অথবা গৃহীদের নিকটে হোয় (Sermetude) প্রতিপন্ন অবস্থায় পতিত হওয়া থেকে রক্ষার জন্যে।

৩. পাচিভিয়ের ৫৯, ৯৪ এবং ৯৫ নং, এই তিনটি বিধানের মূল উৎপত্তি কাহিনী লক্ষ্য করলে দেখা যায় এ তিনটি প্রজ্ঞাপিত হয়েছে শুধুমাত্র তখনই, যখন ভিক্ষুগীরাই অন্য ভিক্ষুগীদের অশোভন (errant) আচরণ নিয়ে ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করেছিলেন।

বলতে গেলে সর্বশেষ ব্যতীক্রম ত্রয় ভিক্ষুগীদের বিরুদ্ধে গৃহীত হয়েছে অভিযোগ সমূহ ভিক্ষুগণ কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে। আর সেগুলো এভাবে গ্রহীত হওয়ায় ভিক্ষু-সজ্জ ও ভিক্ষুগী সজ্জের মধ্যে প্রত্যক্ষ এবং নীতিগত (Jornal Suborolation) সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। ভিক্ষু পাতিমোক্ষের (N P Y) এবং ১৭ এ দুই বিশেষ বিধান ভিক্ষুগী পাতিমোক্ষের কেন্দ্রিয় সাথে ভারসাম্য রক্ষাকারী (Center balanced)। এগুলোর উদ্ভব হয়েছে কোন ভিক্ষুগী কর্তৃক ভিক্ষুগণের অপদস্থ মূলক অবস্থা নিবারণের জন্যে, সৎ ভিক্ষুগীদেরই অনুরোধে। এই আচরণ (hierarchy) এমন পর্যায়ে হয়েছে যা ভিক্ষুগীদের ধর্ম

অনুশীলনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতো। এ প্রসঙ্গে আরো বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন, যাহা দুই সংঘের মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান ও পারস্পরিক ভারসাম্য মূলক সম্পর্ক রক্ষার করার সহায়ক হবে। তার জন্যে “The Buddhist Monastie Code, volume-11, Chapter 23” দেখা প্রয়োজন।

কোন কোন লেখক বিতর্ক উত্থাপন করেন ভিক্ষুণী পাতিমোক্ষের সকল পাচিভিয় বিধিগুলো নিয়ে; বিশেষ করে অষ্টগুরু ধর্ম নিয়ে। কারণ তাঁরা মনে করেন এগুলো বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে চাপিয়ে দেয়া (imposed) এমন কি সামান্য কারণে (simple confession) অত্যধিক দণ্ডহত করার চরিত্র সম্পন্ন তাঁরা বলেন, আমরা নিশ্চয় বুঝব যে ভিক্ষুণীদের অপদস্থ করতে এগুলো পিটকে পরবর্তী কালের সংযোজন ছাড়া অন্য কিছু নহে। যা হোক, এই অভিযোগ যত উচ্চ কণ্ঠেই হোক না কেন, সমগ্র বিনয় পিটকের একটি প্রামাণ্য আদর্শ আছে, যা উভয় পাতিমোক্ষের অধিকরণ শমথ নামক অধ্যায়ের ৪টিতে এভাবে ধারণ করা হয়েছে:-

একজন অভিযুক্ত ততক্ষণ পর্যন্ত দণ্ডযোগ্য হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই পুরুষ বা স্ত্রী সেই অপরাধ (Confessed) স্বীকার করে নেবেন না। এই আদর্শের আলোকে সেই অভিযোগটির উপর বিচার সাব্যস্তের আগে সর্ব প্রথমে অবশ্যই পাচিভিয় অধ্যায় অভিযুক্ত বিধান সমূহের আওতায় পড়তে হবে, যা অষ্টগুরু ধর্মের পঞ্চমটির অনুসরণে অর্ধমাস কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ (Stepulated) থাকতে হবে।

বর্তমান অনুবাদটির পুরো ভিত্তিটি হলো ভিক্ষুণী পাতিমোক্ষ পালি হতে মোহন বিজয়রত্ন কৃত Buddhist Nuns The Brith and Denelopment of Womens Monastie Order (B N)। তথাপি এখানে এমন অনেক স্থান আছে যেখানে কিছু ভুল সংশোধনের স্বার্থে B N এর থাই পালি ত্রিপিটক সংস্করণ এবং IB Honer কৃত ভিক্ষুণী পাতিমোক্ষের ইংরেজী অনুবাদ The Book of Disipline এর সহায়তা নিতে হয়েছে। আমরা অনুবাদ যেখানে B D এর অনুবাদের সাথে ভিন্নতা প্রতীয়মান হয়েছে, তথায় আমি (B D) এই চিহ্ন দিয়েছি। যেখানে B N এর সাথে পার্থক্য দেখা গেছে সেখানে এই চিহ্ন এবং যেখানে উভয় ক্ষেত্রে পার্থক্য প্রতীয়মান হয়েছে তথায় এই চিহ্ন ব্যবহার

করা হয়েছে। বিধান সমূহের মধ্যে ব্যাকরণগত সম্পর্কহীন শব্দ (Parenthetical insertion) এর যদি কোন চিহ্ন বিহীনতা থাকে, বুঝতে হবে তা নির্ভর করা হয়েছে ভিক্ষুণী বিভঙ্গের (Ward Comentary) র উপর। এই বিভঙ্গ বিনয় পিটকের একটি অংশ, যাতে ভিক্ষুণী পাতিমোক্ষের ব্যাখ্যা বিশেষণ সহ উপস্থাপিত। যেখানে (Comm) এই সংকেত ব্যবহার হয়েছে এবং যেখানে বিধি সমূহের Parenthetical insertion করা হয়েছে। সেখানে মহাচার্য ভদন্ত বুদ্ধঘোষের সামন্ত পাসাদিকা নামক বিনয় অর্থকথার সংশ্লিষ্টতা বুঝতে হবে। এখানে সমাপ্তিটিকা হিসেবে কিছু যুক্তি গ্রাহ্য খুটি নাটি বিষয় সমূহের ব্যাখ্যা বিশেষণ পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হয়েছে।

২০০৪ খৃষ্টাব্দের ১৯ শে মে Dr. A. P. Buddha Datta প্রণীত The New Pali Course Part One এর পাঠ দান সমাপ্ত করলাম অন্তর্বাসী বুদ্ধবংশ ও করুণা বংশকে। ২১ শে মে সকাল ১১টায় মোগলটুলী শাক্যমুণি বুদ্ধ বিহারে একাদশ সজ্জরাজ ভদন্ত ধর্মসেন মহাথেরো এবং উপ-সজ্জরাজ ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাথেরো প্রমুখ ৭জন বরণ্যের সম্বর্ধনা সভার সমাপ্তিতে ১টা ৫৫মি: এর থাই বিমানে চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে সুইজারল্যান্ডের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম, জেনেভা International Buddhist Center- এ অনুষ্ঠিতব্য ২০০৪ খৃষ্টাব্দের বুদ্ধজয়ন্তী অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্যে। এই উপলক্ষে ২০দিন সুইজারল্যান্ড ভ্রমণ কালেই ‘ভিক্ষুণী পাতিমোক্ষের’ অনুবাদ কর্ম শুরু করি। ১১ই জুন দুপুর ১টায় দেশে ফিরে এসে দেখি আমার অবস্থান স্থল বিশ্বশান্তি প্যাগোডাকে নিয়ে জোবরা গ্রামের মাষ্টার প্রশান্ত ও আমার দ্বারা বহুভাবে উপকৃত ভদন্ত শীলরক্ষিত প্রমুখদের সৃষ্ট এক চরম নৈরাজ্যকর অবস্থা। এই পরিস্থিতির মাঝেও পরম পূজ্য বনভন্তের পরম আশীর্বাদে ১০ই সেপ্টেম্বর ২০০৪ খৃষ্টাব্দে ভিক্ষুণী পাতিমোক্ষের অনুবাদ সমাপ্ত করি। এত প্রতিকূলতার মাঝেও সমগ্র উপমহাদেশে দ্বিতীয়বারের মতো এই অনুবাদ শেষ করতে পেরে আমি নিজেও আশ্চর্য বিস্মিত হলাম। এই অনুবাদকর্ম চলাকালে আমার বার বার মনে হচ্ছিল শ্রদ্ধেয় বনভন্তে যেন আমাকে বার বার বলছেন, ‘ভিক্ষুণী পাতিমোক্ষ খুবই দরকার তুমি এ দায়িত্ব দ্রুত সমাধা করো।’ ফলতঃ এক অলৌকিক অনুভূতি বরাবরই কাজ করেছিলেন আমার হৃদয়ে। মনে হলো, অলৌকিক ভাবেই যেন

ভিক্ষুণী পাতিমোক্ষের অনুবাদ কর্ম সমাধা হলো ।

প্রকৃত বৌদ্ধ ধর্মচর্চার ভীষণ প্রতিকূল পরিবেশে, দুর্লভ আর্থপুরুষ পরম শ্রদ্ধেয় বনভন্তের আবির্ভাব বাংলা-ভারতের বৌদ্ধধর্মের জন্যে এক মহা আশীর্বাদ বললে কিছুতেই অত্যুক্তি হবে না । শ্রদ্ধেয় বনভন্তের একান্ত ইচ্ছা, যে সকল পালি ত্রিপিটক গ্রন্থ ইতিপূর্বে বাংলায় অনূদিত হয়নি, তা অনুবাদ করা হোক । বাংলার বৌদ্ধ সামাজ্যে সম্ভব না হলেও বাঙালী বড়ুয়ার মহাসন্তান মহাচার্য অগ্রমহাপণ্ডিত ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাথেরো রেঙ্গুনে বৌদ্ধমিশন প্রেস প্রতিষ্ঠা করে, আপন শিষ্য সজ্জকে নিয়ে এক সমৃদ্ধ অনুবাদক সংঘের জন্মদান করেছিলেন । এই অনুবাদক গোষ্ঠির মাধ্যমে বাংলায় ত্রিপিটক অনুবাদের আয়োজন ও তিনি করেছিলেন । কিন্তু, আত্মঘাতী প্রবৃত্তির উত্তরাধিকারী পরশ্রীকাতরতা জনিত বড়ুয়াদের অন্ত কোন্দলের অভিশাপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বোমা এই দুর্লভ ধর্মযজ্ঞকে চিরতরে ধ্বংস করে দেয় । বহুযুগ পরে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজবন বিহারে দুর্লভ ভিক্ষুরত্ন আর্থপুরুষ বনভন্তে আবার সেই স্বপ্নে আমাদেরকে উজ্জীবিত করতে শুরু করলেন তাঁর প্রতিদিনের ধর্মদেশনায় । ফলে ২০০১ খৃঃ থেকে মুদ্রণ করা শুরু হয় রামু সীমা বিহারের অধ্যক্ষ ভদন্ত সত্যপ্রিয় মহাথেরো অনূদিত ‘চুলবর্গ’, ভিক্ষু প্রজ্ঞাবংশ অনূদিত ‘মহাসতিপট্ঠান অট্ঠকথা’, বুদ্ধগুণগাথাবলী, ভিক্ষুণী বিভঙ্গ, ভিক্ষুণী পাতিমোক্ষ এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য ভাষা বিভাগের অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়ার অনূদিত অঙ্গুত্তর নিকায় এক নিপাত থেকে তিন নিপাত পর্যন্ত । এ সকল ত্রিপিটক ও পিটক সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের প্রকাশনার দায়িত্ব রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারের ভিক্ষুসজ্জ ও উপাসক উপাসিকা সজ্জ গ্রহণ করেছেন । রাজবন বিহারের মাননীয় ভিক্ষুসজ্জ ২০০০ খৃষ্টাব্দে ‘উৎসর্গ সূত্র’ নামে একটি ক্ষুদ্র ধর্মগ্রন্থ ছাপানোর উদ্যোগের পটভূমিতে যেই বিশাল সম্ভাবনার স্বপ্ন আমি সেদিন দেখেছিলাম, তা আমি সেই গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছি । আজ ২০০৪ খৃষ্টাব্দের এসে আমার সেই স্বপ্ন বাস্তবে মুখ দেখলো রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারের মাননীয় সজ্জ কর্তৃক ‘বনভন্তে প্রকাশনী’ এবং ‘ত্রিপিটক প্রিন্টিং প্রেস’ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে । একই সাথে, অনাগতে একটি সমৃদ্ধ শক্তিশালী অনুবাদক সজ্জ জন্মদানের লক্ষ্যে পরম শ্রদ্ধেয় বনভন্তের অনুমোদনে আমার অন্তেবাসী স্নেহভাজন আয়ুত্মান বুদ্ধবংশ ও করুণাবংশ ভিক্ষুদ্বয়কে রাউজানের গহিরা মহাশশ্মান ভাবনা

কেন্দ্র পালি ভাষা ও অনুবাদ শিক্ষায় এখন পাঠদানে রত আছি। মহাপুরুষ বনভন্তের আন্তরিক আশীর্বাদ পুষ্ট আমাদের এই মহৎ প্রয়াস, এই মহাস্বপ্ন ফলে-ফুলে সুশোভিত হোক; এই কামনা প্রার্থনা রইলো দেব মানব দুর্লভ রত্ন বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘের সমীপে।

পরম পুণ্যপুরুষ বনভন্তে, ভিক্ষুণী বিভঙ্গ ও ভিক্ষুণী পাতিমোক্ষের অনুবাদে কেন আমাকে উৎসাহিত করলেন, সে প্রসঙ্গে বলা আবশ্যিক। বড়ুয়া ও চাকমা সমাজে ‘ভিক্ষুণী দীক্ষা’ নিয়ে ইদানিং বেশ তর্ক-বিতর্ক চলছে। এই মুসলিম প্রধানদেশে কতিপয় নবাগত ভিক্ষুরা যুবতী-তরুণীদেরকে দীক্ষাদান প্রয়াসের কারণে এই বিতর্ক। তাদের এই দীক্ষা প্রতিবেশী বৌদ্ধদেশ মায়ানমার অনুকরণে হলেও তা মহান বিনয় পিটকে বিধৃত ছয়শীলের শিক্ষামনা দীক্ষা, না দশশীলের শ্রামণেরী দীক্ষা, না-কি তিনশত এগারো শীলের ভিক্ষুণী-দীক্ষা, সে বিষয়ে আজ পর্যন্ত কিছুই জানি না। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন, এদেশে পালিতে বা বাংলায় এখনো কোন ভিক্ষুণী পাতিমোক্ষ প্রকাশিত হয় নি। ভিক্ষুণী পাতিমোক্ষ অধ্যয়ন না করে, ভিক্ষুণী পাতিমোক্ষ বিষয়ে না জেনে, কি করে ভিক্ষুণী হওয়া যাবে? তিনি বলেন, ইদানিং আমার কাছে অনেক চাকমা ও বড়ুয়ার শিক্ষিতা মেয়েরা আসছে। তারা বলছে, আমরা বনভন্তের কাছেই ভিক্ষুণী হবো। বনভন্তে আমাদেরকে ভিক্ষুণী করাতে পারবেন এবং রক্ষা করতে পারবেন; এই বিশ্বাস আমাদের আছে। মাতৃজাতীর এই কাতর প্রার্থনার প্রেক্ষিতে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন, এদেশ বৌদ্ধ প্রধান দেশ নহে। মেয়ে মানুষ প্রব্রজ্যিত হয়ে নির্বাণ সাধনা করতে চাইলে তাদের নিরাপত্তার জন্যে বিশেষ ধরনের সুব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। বৌদ্ধ সরকার হলে, এ কাজে রাষ্ট্রীয় সহায়তা পাওয়া যেত। ভবিষ্যতে যদি আশি কোটি, নব্বুই কোটি সম্পদের অধিকারী বৌদ্ধ গৃহীদের সহায়তা পাওয়া যায়, তাহলে আমি ভিক্ষুণী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করবো।

মনে হয় উজ্জ্বল অনাগতের পানে করুণাঘন দৃষ্টি রেখেই পরম পূজ্য বনভন্তে আমাকে ভিক্ষুণী পাতিমোক্ষ অনুবাদের জন্য সুমহান দায়িত্ব দিলেন। মহাপুরুষের এই স্নেহ সাসনিক নির্দেশ অবনত মস্তকে পালন করতে পেরে, আমি আজ নিজেকে ধন্য কৃতার্থ জ্ঞান করছি। এই পুণ্যে আমার জীবন-দুঃখের চির অবসান হোক! এই প্রার্থনা করছি। একই সাথে কৃতজ্ঞ আশীর্বাদ জানাচ্ছি আমার স্নেহভাজন শিষ্য ভিক্ষু সত্যপাল,

বোধিমিত্র এবং প্রিয় অন্তর্বাসী শ্রদ্ধাপালকে; এই পাণ্ডুলিপি পুনঃ লেখনের কাজে সহায়তা প্রদানের জন্যে। স্নেহস্পদ শিষ্য বুদ্ধবংশ, করুণাবংশকে আশীর্বাদ জানাচ্ছি প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের জন্যে। রাজবন বিহারের ভিক্ষুসঙ্ঘ এবং আয়ুস্মান সৌরজগতকে সকৃতজ্ঞ আশীর্বাদ জানাই ভিক্ষুণী পাতিমোক্ষের কম্পিউটার কম্পোজ থেকে মুদ্রণ পর্যন্ত কঠিন শ্রম সাধ্য যাবতীয় কর্ম সুচারু রূপে সম্পাদনের জন্যে। সর্বোপরী কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি প্রখ্যাত ধর্মাভিজ্ঞ থাই ভিক্ষু ভদন্ত থানীশ্বর থেরো মহোদয়কে। আমার অনুদিত ভিক্ষুণী পাতিমোক্ষে ‘অনুবাদকের কথা’ লিখতে গিয়ে ভিক্ষুও ভিক্ষুণী পাতিমোক্ষের তুলনামূলক আলোচনা এবং শিক্ষাপদসমূহের মধ্যে তাদের সংকেত ব্যবহারে, আমি ভদন্ত মহোদয়ের ইংরেজী অনুবাদের সহায়তা গ্রহণ করেছি। উলেখ্য যে, আমার অনুবাদ কিন্তু ভদন্ত মহোদয়ের ইংরেজী অনুবাদকে অনুসরণ না করে পরম শ্রদ্ধেয় বনভন্তের দ্বারা সংগৃহীত খুব সম্ভব শ্রীলংকান বৌদ্ধ পণ্ডিত মোহন বিজয় রত্ন মহোদয়ের একটি ইংরেজী অনুবাদ এবং পালি মূলের অনুসরণে। সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই সেই অনুবাদক এবং গ্রন্থটি সংগ্রহিতার প্রতি।

সাধু! সাধু! সাধু!

ইতি

২৫৪৮ বুদ্ধবর্ষের ১২-০৯-০৪ খৃঃ

গহিরা মহাশশ্মান ভাবনা কেন্দ্র

গহিরা, রাউজান, চট্টগ্রাম।

প্রণত

অধ্যক্ষ, বিশ্বশান্তি প্যাগোডা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রাম।

পালি

১. নিদানুদ্দেশো	১৭
২. পারাজিকুদ্দেশো	১৮
৩. সজ্জাদিসেসুদ্দেশো	২০
৪. নিস্সগ্নিয় পাচিত্তিয়া	২৭
৫. সুদ্ধ পাচিত্তিয়া	৩৪
৬. পটিদেসনীয়া	৫৫
৭. সেথিয়া	৫৭
৮. অধিকরণসমথা	৬৪

বাংলা

১. নিদানোদ্দেশ	৬৬
২. পারাজিকা উদ্দেশ	৬৭
৩. সজ্জাদিসেস উদ্দেশ	৭১
৪. নিস্সগ্নিয় পাচিত্তিয়	৮০
৫. সুদ্ধ পাচিত্তিয়	৮৮
৬. পটিদেসনীয় ধর্ম	১১৬
৭. সেথিয়া (শিক্ষনীয়) পর্ব	১১৮
৮. অধিকরণ সমথ	১২৭
৯. পরিশিষ্ট	১২৯

নমো তস্ম ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স

ভিক্ষুণী পাতিমোক্ষ পালি

পুৰ্ব্বকরণ-৪

সম্মজ্জনী পদীপো চ, উদকং আসনেন চ ।

উপোসথস্স এতানি, “পুৰ্ব্বকরণ”ন্তি বুচ্চতি ॥

পুৰ্ব্বকিচ্চং-৫

ছন্দ, পারিসুদ্ধি, উতুস্থানং, ভিক্ষুনিগণনা চ ওবাদো ।

উপোসথস্স এতানি, “পুৰ্ব্বকিচ্চ”ন্তি বুচ্চতি ॥

পত্তকল্ল-অঙ্গা-৪

উপোসথো, যাবতিকা চ ভিক্ষুণী কস্মপ্পত্তা ।

সভাগাপত্তিযো চ ন বিজ্জন্তি ।

বজ্জনীয়া চ পুগ্গলা তস্মিং ন হোন্তি, “পত্তকল্ল”ন্তি বুচ্চতি ॥

পুৰ্ব্বকরণপুৰ্ব্বকিচ্চানি সমাপেত্বা দেসিতাপত্তিকস্স সমপ্পস্স
ভিক্ষুণিসঙ্ঘস্স অনুমতিয়া পাতিমোক্ষং উদ্দিসিতু আরাধনং
করোম ।

নিদানুদেসো

সুণাতু মে অয্যে সঙ্ঘো, অজ্জুপোসথো পন্নরসো, যদি সঙ্ঘস্স
পত্তকল্লং, সঙ্ঘো উপোসথং করেয়্য, পাতিমোক্ষং উদ্দিসেয়্য ।

কিং সঙ্ঘস্স পুৰ্ব্বকিচ্চং? পারিসুদ্ধিং অয্যাযো আরোচেথ
পাতিমোক্ষং উদ্দিসিস্সামি, তং সৰ্ৰাব সন্তা সাধুকং সুণোম মনসি
করোম । যস্সা সিয়া আপত্তি, সা আবিকরেয়্য, অসত্তিয়া আপত্তিয়া
তুহী ভবিতৰ্ৰং, তুহীভাবেন থো পনায্যাযো “পরিসুদ্ধা”তি
বেদিস্সামি । যথা থো পন পচ্ছেকপুট্টস্সা বেয্যাকরণং হোতি,
এবমেবং এবরুপায় পরিসায় যাবততিয়ং অনুসাবিতং হোতি । যা
পন ভিক্ষুণী যাবততিয়ং অনুসাবিয়মানে সরমানা সত্তিং আপত্তিং
নাবিকরেয়্য, সম্পজানমুসাবাদস্সা হোতি । সম্পজানমুসাবাদো থো
পনায্যাযো, অন্তরাযিকো ধম্মো বুত্তো ভগবতা, তস্মা সরমানায
ভিক্ষুণিয়া আপন্নায় বিসুদ্ধাপেক্ষায় সত্তী আপত্তি আবিকাতৰ্ৰা,

আবিকতা হিম্মা ফাসু হোতি ।

উদ্দিষ্টং খো, অয্যাযো, নিদানং । তথায্যাযো পুচ্ছামি, কচ্চিথ পরিসুদ্ধা, দুতিয়ম্পি পুচ্ছামি, কচ্চিথ পরিসুদ্ধা, ততিয়ম্পি পুচ্ছামি, কচ্চিথ পরিসুদ্ধা, পরিসুদ্ধেথায্যাযো, তস্মা তুহী, এবমেতং ধারয়ামীতি ।

নিদানং নিষ্টিতং ।

পারাজিকুদ্ধেসো

তত্রিমে অট্ট পারাজিকা ধম্মা উদ্দেশং আগচ্ছন্তি ।

মেথুনধম্মসিদ্ধাপদং

১. যা পন ভিক্ষুণী ছন্দসো মেথুনং ধম্মং পটিসেবেয্য, অন্তমসো তিরচ্ছানগতেনপি পারাজিকা হোতি অসংবাসা ।

অদিন্নাদান সিদ্ধাপদং

২. যা পন ভিক্ষুণী গামা বা অরঞ্ণা বা অদিন্নং থেয্যসজ্জাতং আদিযেয্য, যথারূপে অদিন্নাদানে রাজানো চোরং গহেত্বা হনেয্যুং বা বন্ধেয্যুং বা পব্বাজেয্যুং বা চোরাসি বালাসি মূল্লাসি থেনাসীতি, তথারূপং ভিক্ষুণী অদিন্নং আদিযমানা অযম্পি পারাজিকা হোতি অসংবাসা ।

মনুস্সবিগ্গহ সিদ্ধাপদং

৩. যা পন ভিক্ষুণী সঞ্চিচ্চ মনুস্সবিগ্গহং জীবিতা বোরোপেয্য, সথহারকং বাস্স পরিযেসেয্য, মরণবল্লং বা সংবল্লেয্য, মরণায় বা সমাদপেয্য “অম্ভো পুরিস, কিং তুহ্মিহিমা পাপকেন দুজ্জীবিতেন, মতং তে জীবিতা সেয্যো”তি, ইতি চিত্তমনা চিত্তসঙ্কপ্পা অনেকপরিযায়েন মরণবল্লং বা সংবল্লেয্য, মরণায় বা সমাদপেয্য, অযম্পি পারাজিকা হোতি অসংবাসা ।

উত্তরিমনুস্সধম্ম সিদ্ধাপদং

৪. যা পন ভিক্ষুণী অনভিজানং উত্তরিমনুস্সধম্মং অত্তুপনাযিকং অলমরিযঞ্ণাণদস্সনং সমুদাচরেয্য “ইতি জানামি, ইতি পস্সামী”তি, ততো অপরেন সময়েন সমনুগ্গাহীযমানা বা

অসমনুগাহীযমানা বা আপন্না বিসুদ্ধাপেক্ষা এবং বদেয্য “অজানমেবং, অয্যে, অবচং জানামি, অপস্সং পস্সামি, তুচ্ছং মুসা বিলপি’ত্তি, অঞঞত্র অধিমানা অযম্পি পারাজিকা হোতি অসংবাসা ।

উত্তজাগুমগুলিকা সিদ্ধাপদং

৫. যা পন ভিক্ষুণী অবস্সুতা অবস্সুতস্স পুরিসপুগ্গলস্স, অধক্কং উত্তজাগুমগুলং আমসনং বা পরামসনং বা গহণং বা ছুপনং বা পটিপীলনং বা সাদিয়েয্য, অযম্পি পারাজিকা হোতি অসংবাসা উত্তজাগুমগুলিকা ।

বজ্জপ্পটিচ্ছাদিকা সিদ্ধাপদং

৬. যা পন ভিক্ষুণী জানং পারাজিকং ধম্মং অজ্জাপন্নং ভিক্ষুণিং নেবত্তনা পটিচোদেয্য, ন গণস্স আরোচেয্য, যদা চ সা ঠিতা বা অস্স চুতা বা নাসিতা বা অবস্সটা বা, সা পচ্ছা এবং বদেয্য “পুস্বেবাহং, অয্যে, অঞঞাসিং এতং ভিক্ষুণিং ‘এবরুপা চ এবরুপা চ সা ভগিনী’তি, নো চ থো অত্তনা পটিচোদেস্সং, ন গণস্স আরোচেস্স’ত্তি, অযম্পি পারাজিকা হোতি অসংবাসা বজ্জপ্পটিচ্ছাদিকা ।

উক্কিত্তানুবত্তিকা সিদ্ধাপদং

৭. যা পন ভিক্ষুণী সমগ্গেন সজ্জেন উক্কিত্তং ভিক্ষুং ধম্মেন বিনয়েন সথুসাসনেন অনাদরং অপ্পটিকারং অকতসহাযং তমনুবত্তেয্য সা ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীহি এবমস্স বচনীযা “এসো থো, অয্যে, ভিক্ষু সমগ্গেন সজ্জেন উক্কিত্তো, ধম্মেন বিনয়েন সথুসাসনেন অনাদরো অপ্পটিকারো অকতসহাযো, মায্যে, এতং ভিক্ষুং অনুবত্তী’তি, এবঞ্চ সা ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীহি বুচ্চমানা তথেব পগ্গাণ্হেয্য, সা ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীহি যাবততিযং সমনুভাসিতব্বা তস্স পটিনিস্সগ্গায়, যাবততিযং চে সমনুভাসিয়মানা তং পটিনিস্সজ্জেয্য, ইচ্চেতং কুসলং, নো চে পটিনিস্সজ্জেয্য, অযম্পি পারাজিকা হোতি অসংবাসা উক্কিত্তানুবত্তিকা ।

অট্টবথুকা সিদ্ধাপদং

৮. যা পন ভিক্ষুণী অবম্সুতা অবম্সুতম্স পুরিসপুগ্গলম্স হথগ্গহণং বা সাদিয়েয্য, সজ্জাটিকগ্গহণং বা সাদিয়েয্য, সত্তিট্টেয্য বা, সল্লপেয্য বা সন্ধেতং বা গচ্ছেয্য, পুরিসম্স বা অৰ্ভাগমনং সাদিয়েয্য, ছন্নং বা অনুপবিসেয্য, কাযং বা তদথায় উপসংহরেয্য এতম্স অসদ্ধম্মম্স পটিসেবনথায়, অযম্পি পারাজিকা হোতি অসংবাসা অট্টবথুকা ।

উদ্দিট্টা খো, অয্যাযো, অট্ট পারাজিকা ধম্মা । যেসং ভিক্ষুণী অঞত্তরং বা অঞত্তরং বা আপজ্জিত্বা ন লভতি ভিক্ষুণীহি সদ্ধিং সংবাসং যথা পুরে, তথা পছা, পারাজিকা হোতি অসংবাসা । তথায্যাযো, পুচ্ছামি, কচ্চিথ পরিসুদ্ধা, দুতিয়ম্পি পুচ্ছামি, কচ্চিথ পরিসুদ্ধা, ততিয়ম্পি পুচ্ছামি, কচ্চিথ পরিসুদ্ধা, পরিসুদ্ধেথায্যাযো তম্মা তুণ্হী, এবমেতং ধারয়ামীতি ।

পারাজিকং নিট্ঠিতং ।

সজ্জাদিসেসুদেসো

ইমে খো পনায্যাযো সত্তরস সজ্জাদিসেসা ধম্মা উদ্দেশু আগচ্ছন্তি ।

উম্মসযবাদিকা সিদ্ধাপদং

১. যা পন ভিক্ষুণী উম্মসযবাদিকা বিহরেয্য গহপতিনা বা গহপতিপুত্তেন বা দাসেন বা কম্মকারেন বা অন্তমসো সমণপরিব্বাজকেনাপি, অযম্পি ভিক্ষুণী পঠমাপত্তিকং ধম্মং আপন্না নিম্সারণীযং সজ্জাদিসেসং ।

চোরীবুট্টাপিকা সিদ্ধাপদং

২. যা পন ভিক্ষুণী জানং চোরিং বজ্জং বিদিত্ত অনপলোকেত্বা রাজানং বা সজ্জং বা গণং বা পূগং বা সেগিং বা, অঞত্তর কপ্পা বুট্টাপেয্য, অযম্পি ভিক্ষুণী পঠমাপত্তিকং ধম্মং আপন্না নিম্সারণীযং সজ্জাদিসেসং ।

একগামন্তরগমন সিদ্ধাপদং

৩. যা পন ভিক্ষুণী একা বা গামন্তরং গচ্ছেয্য একা বা নদীপারং গচ্ছেয্য একা বা রত্তিং বিপ্লবসেয্য, একা বা গণস্থা ওহিয়েয্য, অযম্পি ভিক্ষুণী পঠমাপত্তিকং ধম্মং আপন্না নিম্সারণীযং সজ্জাদিসেসং ।

উচ্ছিত্তক-ওসারণ সিদ্ধাপদং

৪. যা পন ভিক্ষুণী সমগ্গেন সজ্জেন উচ্ছিত্তং ভিক্ষুণিং ধম্মেন বিনয়েন সখুসাসনেন অনপলোকেত্বা কারকসজ্জং, অনঞঞায় গণস্স ছন্দং ওসারেয্য, অযম্পি ভিক্ষুণী পঠমাপত্তিকং ধম্মং আপন্না নিম্সারণীযং সজ্জাদিসেসং ।

ভোজনপটিগ্গহণপঠম সিদ্ধাপদং

৫. যা পন ভিক্ষুণী অবম্সুতা অবম্সুতম্স পুরিসপুগ্গলম্স হত্থতো খাদনীযং বা, ভোজনীযং বা সহত্থা পটিগ্গহেত্বা খাদেয্য বা ভুঞ্জেয্য বা, অযম্পি ভিক্ষুণী পঠমাপত্তিকং ধম্মং আপন্না নিম্সারণীযং সজ্জাদিসেসং ।

ভোজনপটিগ্গহণদুতিয় সিদ্ধাপদং

৬. যা পন ভিক্ষুণী এবং বদেয্য “কিং তে, অযো, এসো পুরিসপুগ্গলো করিম্সতি অবম্সুতো বা অনবম্সুতো বা, যতো ত্বং অনবম্সুতা, ইজ্জ, অযো, যং তে এসো পুরিসপুগ্গলো দেতি খাদনীযং বা ভোজনীযং বা, তং ত্বং সহত্থা পটিগ্গহেত্বা খাদ বা ভুঞ্জ বা”তি, অযম্পি ভিক্ষুণী পঠমাপত্তিকং ধম্মং আপন্না নিম্সারণীযং সজ্জাদিসেসং ।

সঞ্চরিত্ত সিদ্ধাপদং

৭. যা পন ভিক্ষুণী সঞ্চরিত্তং সমাপজেয্য ইথিয়া বা পুরিসমতিং, পুরিসম্স বা ইথিমতিং, জায়ত্তনে বা জারত্তনে বা অন্তমসো তজ্জণিকায়পি, অযম্পি ভিক্ষুণী পঠমাপত্তিকং ধম্মং আপন্না নিম্সারণীযং সজ্জাদিসেসং ।

দুট্টাদোস সিদ্ধাপদং

৮. যা পন ভিক্ষুণী ভিক্ষুণিং দুট্টা দোসা অপ্পতীতা অমূলকেন

পারাজিকেন ধম্মেন অনুদ্ধংসেয্য “অপ্পেব নাম নং ইমম্হা ব্রহ্মচরিয়া চাবেয্য’ত্তি, ততো অপরেন সময়েন সমনুগ্গাহীযমানা বা অসমনুগ্গাহীযমানা বা অমূলকঞ্চেব তং অধিকরণং হোতি, ভিক্ষুণী চ দোসং পতিট্ঠাতি, অযম্পি ভিক্ষুণী পঠমাপত্তিকং ধম্মং আপন্না নিম্মসারণীযং সজ্জাদিসেসং ।

অঞঞভাগিয় সিদ্ধাপদং

৯. যা পন ভিক্ষুণী ভিক্ষুণি়ং দুট্ঠা দোসা অল্পতীতা অঞঞভাগিয়স্স অধিকরণস্স কিঞ্চিদেসং লেসমত্তং উপাদায় পারাজিকেন ধম্মেন অনুদ্ধংসেয্য “অপ্পেব নাম নং ইমম্হা ব্রহ্মচরিয়া চাবেয্য’ত্তি, ততো অপরেন সময়েন সমনুগ্গাহীযমানা বা অসমনুগ্গাহীযমানা বা অঞঞভাগিয়ঞ্চেব তং অধিকরণং হোতি । কোচিদেসো লেসমত্তো উপাদিন্নো, ভিক্ষুণী চ দোসং পতিট্ঠাতি, অযম্পি ভিক্ষুণী পঠমাপত্তিকং ধম্মং আপন্না নিম্মসারণীযং সজ্জাদিসেসং ।

সিদ্ধংপচ্চাচিক্ষণ সিদ্ধাপদং

১০. যা পন ভিক্ষুণী কুপিতা অনত্তমনা এবং বদেয্য “বুদ্ধং পচ্চাচিক্ষামি, ধম্মং পচ্চাচিক্ষামি, সজ্জং পচ্চাচিক্ষামি, সিদ্ধং পচ্চাচিক্ষামি, কিন্নুমাব সমণিয়ো যা সমণিয়ো সাক্যধীতরো, সন্তুঞঞাপি সমণিয়ো লজ্জিনিযো কুক্কচ্চিকা সিদ্ধাকামা, তাসাহং সত্তিকে ব্রহ্মচরিয়ং চরিস্সামী’তি । সা ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীহি এবমস্স বচনীযা “মায্যে কুপিতা অনত্তমনা এবং অবচ ‘বুদ্ধং পচ্চাচিক্ষামি, ধম্মং পচ্চাচিক্ষামি, সজ্জং পচ্চাচিক্ষামি, সিদ্ধং পচ্চাচিক্ষামি, কিন্নুমাব সমণিয়ো যা সমণিয়ো সাক্যধীতরো, সন্তুঞঞাপি সমণিয়ো লজ্জিনিযো কুক্কচ্চিকা সিদ্ধাকামা, তাসাহং সত্তিকে ব্রহ্মচরিয়ং চরিস্সামী’তি, অভিরমায্যে, স্বাক্ষাতো ধম্মো, চর ব্রহ্মচরিয়ং সম্মা দুস্স অত্তকিরিয়াযা’তি, এবঞ্চ সা ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীহি বুচ্চমানা তথেব পল্লঞ্চেয্য, সা ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীহি যাবততিযং সমনুভাসিতব্বা তস্স পটিনিম্মসগ্গায়, যাবততিযঞ্চে সমনুভাসিযমানা তং পটিনিম্মসজ্জেয্য, ইচ্ছেতং কুসলং, নো চে পটিনিম্মসজ্জেয্য, অযম্পি

ভিক্ষুণী যাবততিয়কং ধম্মং আপন্না নিম্ভসারণীযং সম্ভাদিসেসং ।

অধিকরণকুপিত সিদ্ধাপদং

১১. যা পন ভিক্ষুণী কিস্মিঞ্চিদেব অধিকরণে পচ্চাকতা কুপিতা অনন্তমনা এবং বদেয়্য “হন্দগামিনিযো চ ভিক্ষুণিনিযো, দোসগামিনিযো চ ভিক্ষুণিনিযো, মোহগামিনিযো চ ভিক্ষুণিনিযো, ভয়গামিনিযো চ ভিক্ষুণিনিযো”তি, সা ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীহি এবমস্স বচনীয়া “মায়ে, কিস্মিঞ্চিদেব অধিকরণে পচ্চাকতা কুপিতা অনন্তমনা এবং অবচ ‘হন্দগামিনিযো চ ভিক্ষুণিনিযো, দোসগামিনিযো চ ভিক্ষুণিনিযো, মোহগামিনিযো চ ভিক্ষুণিনিযো, ভয়গামিনিযো চ ভিক্ষুণিনিযো’তি, অয্যা খো হন্দাপি গচ্ছেয়্য, দোসাপি গচ্ছেয়্য, মোহাপি গচ্ছেয়্য, ভয়পি গচ্ছেয়্যা”তি । এবঞ্চ সা ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীহি বুচ্চমানা তথৈব পল্লঙ্কেয়্য, সা ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীহি যাবততিয়ং সমনুভাসিতব্বা তস্স পটিনিম্ভসল্লায়, যাবততিয়ঞ্চৈ সমনুভাসিয়মানা তং পটিনিম্ভসল্লজ্জয়্য, ইচ্ছেতং কুসলং, নো চে পটিনিম্ভসল্লজ্জয়্য, অযম্পি ভিক্ষুণী যাবততিয়কং ধম্মং আপন্না নিম্ভসারণীযং সম্ভাদিসেসং ।

পাপসমাচারপঠম সিদ্ধাপদং

১২. ভিক্ষুণিনিযো পনৈব সংসট্ঠা বিহরন্তি পাপাচারা পাপসদা পাপসিলোকা ভিক্ষুণিসম্বস্স বিহেসিকা অঞঞমঞঞস্সা বজ্জল্লটিচ্ছাদিকা, তা ভিক্ষুণিনিযো ভিক্ষুণীহি এবমস্সু বচনীয়া “ভগিনিযো খো সংসট্ঠা বিহরন্তি পাপাচারা পাপসদা পাপসিলোকা ভিক্ষুণিসম্বস্স বিহেসিকা অঞঞমঞঞস্সা বজ্জল্লটিচ্ছাদিকা, বিবিচ্ছথায়ে, বিবেকঞঞব ভগিনীনং সম্ভো বল্লেতী”তি, এবঞ্চ তা ভিক্ষুণিনিযো ভিক্ষুণীহি বুচ্চমানা তথৈব পল্লঙ্কেয়্যাং, তা ভিক্ষুণিনিযো ভিক্ষুণীহি যাবততিয়ং সমনুভাসিতব্বা তস্স পটিনিম্ভসল্লায়, যাবততিয়ঞ্চৈ সমনুভাসিয়মানা তং পটিনিম্ভসল্লজ্জয়্যাং, ইচ্ছেতং কুসলং, নো চে পটিনিম্ভসল্লজ্জয়্যাং, ইমাপি ভিক্ষুণিনিযো যাবততিয়কং ধম্মং আপন্না নিম্ভসারণীযং সম্ভাদিসেসং ।

পাপসমাচারদ্বিতীয় সিদ্ধাপদং

১৩. যা পন ভিক্ষুণী এবং বদেয়্য “সংসট্ঠাব, অযো, তুস্হে

বিহরথ, মা তুস্ছে নানা বিহরিথ, সন্তি সস্ছে অএএগাপি ভিক্ষুনিযো
 এবাচারা এবংসদা এবংসিলোকা ভিক্ষুনিসস্ছস্স বিহেসিকা
 অএএগমএএগস্সা বজ্জপ্পটিচ্ছাদিকা, তা সস্ছো ন কিঞ্চি আহ
 তুস্ছেএএব সস্ছো উএএগায় পরিভবেন অস্খত্তিয়া বেভস্সিয়া
 দুস্সল্যা এবমাহ- ‘ভগিনিযো খো সংসঠা বিহরন্তি পাপাচারা
 পাপসদা পাপসিলোকা ভিক্ষুনিসস্ছস্স বিহেসিকা অএএগমএএগস্সা
 বজ্জপ্পটিচ্ছাদিকা, বিবিচ্ছথায়ে, বিবেকএএব ভগিনীনং সস্ছো
 বগ্গেতী’তি, সা ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীহি এবমস্স বচনীয়া “মায়ে, এবং
 অবচ, সংসঠাব অয়ে তুস্ছে বিহরথ, মা তুস্ছে নানা বিহরিথ,
 সন্তি সস্ছে অএএগাপি ভিক্ষুনিযো এবাচারা এবংসদা এবংসিলোকা
 ভিক্ষুনিসস্ছস্স বিহেসিকা অএএগমএএগস্সা বজ্জপ্পটিচ্ছাদিকা, তা
 সস্ছো ন কিঞ্চি আহ, তুস্ছেএএব সস্ছো উএএগায় পরিভবেন
 অস্খত্তিয়া বেভস্সিয়া দুস্সল্যা এবমাহ- ‘ভগিনিযো খো সংসঠা
 বিহরন্তি পাপাচারা পাপসদা পাপসিলোকা ভিক্ষুনিসস্ছস্স
 বিহেসিকা অএএগমএএগস্সা বজ্জপ্পটিচ্ছাদিকা, বিবিচ্ছথায়ে,
 বিবেকএএব ভগিনীনং সস্ছো বগ্গেতী’তি এবঞ্চ সা ভিক্ষুণী
 ভিক্ষুণীহি বুচ্ছমানা তথেব পগ্গস্ছেয়া, সা ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীহি
 যাবততিয়ং সমনুভাসিতস্সা তস্স পটিনিস্সগ্গায়, যাবততিয়ঞ্চ
 সমনুভাসিয়মানা তং পটিনিস্সজ্জেয়া, ইচ্চেতং কুসলং, নো চে
 পটিনিস্সজ্জেয়া, অযস্পি ভিক্ষুণী যাবততিয়কং ধম্মং আপন্না
 নিস্সারণীয়ং সস্সাদিসেসং ।

সস্সাভেদক সিদ্ধাপদং

১৪. যা পন ভিক্ষুণী সমগ্গস্স সস্সস্স ভেদায় পরক্কমেয়া,
 ভেদনসংবত্তনিকং বা অধিকরণং সমাদায় পগ্গস্ছ তিঠেয়া, সা
 ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীহি এবমস্স বচনীয়া “মায়া, সমগ্গস্স সস্সস্স
 ভেদায় পরক্কমি, ভেদনসংবত্তনিকং বা অধিকরণং সমাদায় পগ্গস্ছ
 অট্ঠাসি, সমেতায়া, সস্সেন, সমগ্গো হি সস্ছো সম্মোদমানো
 অবিবদমানো একুদ্দেসো ফাসু বিহরতী’তি । এবঞ্চ সা ভিক্ষুণী
 ভিক্ষুণীহি বুচ্ছমানা তথেব পগ্গস্ছেয়া, সা ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীহি

যাবততিয়ং সমনুভাসিতব্বা তস্স পটিনিম্সগ্গায়, যাবততিয়ঞ্চো সমনুভাসিয়মানা তং পটিনিম্সজ্জৈয়্য, ইচ্ছেতং কুসলং। নো চে পটিনিম্সজ্জৈয়্য, অয়ম্পি ভিক্ষুণী যাবততিয়কং ধম্মং আপন্না নিম্সারণীয়ং সজ্জাদিসেসং।

ভেদানুবত্তক সিদ্ধাপদং

১৫. তস্সায়েব খো পন ভিক্ষুণিয়া ভিক্ষুণিয়ো হোত্তি অনুবত্তিকা বগ্গবাদিকা একা বা দ্বে বা তিস্সো বা, তা এবং বদেয়ুং “মায্যাযো, এতং ভিক্ষুণিং কিঞ্চি অবচুথ ধম্মবাদিনী চেসা ভিক্ষুণী, বিনয়বাদিনী চেসা ভিক্ষুণী, অম্মহাকঞ্চেসা ভিক্ষুণী ছন্দঞ্চ রুচিঞ্চ আদায বোহরতি, জানাতি, নো ভাসতি, অম্মহাকম্পেতং খমতী’তি, তা ভিক্ষুণিয়ো ভিক্ষুণীহি এবমস্সু বচনীয়া “মায্যাযো, এবং অবচুথ, ন চেসা ভিক্ষুণী ধম্মবাদিনী, ন চেসা ভিক্ষুণী বিনয়বাদিনী, মায্যানম্পি সজ্জভেদো রুচ্চিথ, সমেতায়ানং সজ্জেন, সমগ্গো হি সজ্জো সম্মাদমানো অবিবদমানো একুদ্দেশো ফাসু বিহরতী’তি, এবঞ্চ তা ভিক্ষুণিয়ো ভিক্ষুণীহি বুচ্চমানা তথেব পগ্গায়েয়ুং, তা ভিক্ষুণিয়ো ভিক্ষুণীহি যাবততিয়ং সমনুভাসিতব্বা তস্স পটিনিম্সগ্গায়, যাবততিয়ঞ্চো সমনুভাসিয়মানা তং পটিনিম্সজ্জৈয়্যুং। ইচ্ছেতং কুসলং। নো চে পটিনিম্সজ্জৈয়্যুং; ইমাপি ভিক্ষুণিয়ো যাবততিয়কং ধম্মং আপন্না নিম্সারণীয়ং সজ্জাদিসেসং।

দুৰ্দ্ধচ সিদ্ধাপদং

১৬. ভিক্ষুণী পনেন দুৰ্দ্ধচজাতিকা হোতি উদ্দেশপরিয়াপনেন্সু সিদ্ধাপদেসু ভিক্ষুণীহি সহধম্মিকং বুচ্চমানা অন্তানং অবচনীয়ং কৰোতি “মা মং অয্যাযো কিঞ্চি অবচুথ কল্যাণং বা পাপকং বা, অহম্পায্যাযো, ন কিঞ্চি বম্মামি কল্যাণং বা পাপকং বা, বিরমথায্যাযো, মম বচনাযা’তি, সা ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীহি এবমস্স বচনীয়া “মায্যা, অন্তানং অবচনীয়ং অকাসি, বচনীয়েব, অয্যা, অন্তানং কৰোতু, অয্যাপি ভিক্ষুণিয়ো বদতু সহধম্মেন, ভিক্ষুণিয়োপি অয্যং বম্মন্তি সহধম্মেন, এবং সংবদ্ধা হি তস্স ভগবতো পরিসা

যদিদং অঞঞমঞঞবচনেন অঞঞমঞঞবুট্ঠাপনেনা’তি । এবঞ্চ সা ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীহি বুচ্চমানা তথেব পল্লঙ্ঘেয়া, সা ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীহি যাবততিয়ং সমনুভাসিতব্বা তস্স পটিনিম্সগ্গায়, যাবততিয়ঞ্চে সমনুভাসিয়মানা তং পটিনিম্সজ্জেয়া, ইচ্ছেতং কুসলং । নো চে পটিনিম্সজ্জেয়া, অযম্পি ভিক্ষুণী যাবততিয়কং ধম্মং আপন্না নিম্সারণীয়াং সম্মাদিসেসং ।

কুলদূসক সিদ্ধাপদং

১৭. ভিক্ষুণী পনেন অঞঞতরং গামং বা নিগমং বা উপনিম্সায় বিহরতি কুলদূসিকা পাপসমাচারা, তস্সা খো পাপকা সমাচারা দিম্সন্তি চেব সুয্যন্তি চ, কুলানি চ তায দুট্ঠানি দিম্সন্তি চেব সুয্যন্তি চ, সা ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীহি এবমস্স বচনীয়া “অয়া, খো কুলদূসিকা পাপসমাচারা, অয়ায খো পাপকা সমাচারা দিম্সন্তি চেব সুয্যন্তি চ, কুলানি চায়ায, দুট্ঠানি দিম্সন্তি চেব সুয্যন্তি চ, পক্কমতায়্যা ইমস্সা আবাসা, অলং তে ইধ বাসেনা’তি । এবঞ্চ সা ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীহি বুচ্চমানা তা ভিক্ষুণিয়ো এবং বদেয়া “হন্দগামিনিয়ো চ ভিক্ষুণিয়ো, দোসগামিনিয়ো চ ভিক্ষুণিয়ো, মোহগামিনিয়ো চ ভিক্ষুণিয়ো, ভয়গামিনিয়ো চ ভিক্ষুণিয়ো, তাদিসিকায় আপত্তিয়া একচ্চং পব্বাজেত্তি একচ্চং ন পব্বাজেত্তী’তি, সা ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীহি এবমস্স বচনীয়া “মায়া, এবং অবচ ন চ ভিক্ষুণিয়ো হন্দগামিনিয়ো, ন চ ভিক্ষুণিয়ো দোসগামিনিয়ো ন চ ভিক্ষুণিয়ো মোহগামিনিয়ো, ন চ ভিক্ষুণিয়ো ভয়গামিনিয়ো, অয়া খো কুলদূসিকা পাপসমাচারা, অয়ায খো পাপকা সমাচারা দিম্সন্তি চেব সুয্যন্তি চ, কুলানি চায়ায দুট্ঠানি দিম্সন্তি চেব সুয্যন্তি চ, পক্কমতায়্যা, ইমস্সা আবাসা অলং তে ইধ বাসেনা’তি । এবঞ্চ সা ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীহি বুচ্চমানা তথেব পল্লঙ্ঘেয়া, সা ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীহি যাবততিয়ং সমনুভাসিতব্বা তস্স পটিনিম্সগ্গায়, যাবততিয়ঞ্চে সমনুভাসিয়মানা তং পটিনিম্সজ্জেয়া, ইচ্ছেতং কুসলং । নো চে পটিনিম্সজ্জেয়া, অযম্পি ভিক্ষুণী যাবততিয়কং ধম্মং আপন্না নিম্সারণীয়াং সম্মাদিসেসং ।

উদ্দিষ্ঠা খো অয্যাযো সত্তরস সজ্জাদিসেসা ধম্মা নব
পঠমাপত্তিকা, অট্ট যাবততিয়কা, যেসং ভিক্ষুণী অঞত্তরং বা
অঞত্তরং বা আপজ্জতি, তায ভিক্ষুণিয়া উত্তোত্তরং পক্ষমানত্তং
চরিতত্তং । চিহ্নমানত্তা ভিক্ষুণী যথ সিয়া বীসতিগণো ভিক্ষুণিসজ্জো,
তথ সা ভিক্ষুণী অবেত্তত্তা । একাযপি চে উনো বীসতিগণো
ভিক্ষুণিসজ্জো তং ভিক্ষুণিং অবেত্তয়া, সা চ ভিক্ষুণী অনত্তিতা, তা
চ ভিক্ষুণিয়ো গারহা, অয়ং তথ সামীচি । তথায্যাযো পুচ্ছামি,
কচ্চিথ পরিসুদ্ধা, দুতিয়ম্পি পুচ্ছামি, কচ্চিথ পরিসুদ্ধা, ততিয়ম্পি
পুচ্ছামি, কচ্চিথ পরিসুদ্ধা, পরিসুদ্ধেথায্যাযো, তম্মা তুহী,
এবমেতং ধারয়ামীতি ।

সজ্জাদিসেসো নিষ্ঠিতো ।

নিম্সগ্নিয় পাচিত্তিয়া

ইমে খো পনায্যাযো তিংস নিম্সগ্নিয়া পাচিত্তিয়া ধম্মা উদ্দেশং
আগচ্ছন্তি ।

পত্তসন্নিচয় সিদ্ধাপদং

১. যা পন ভিক্ষুণী পত্তসন্নিচয়ং করেয়া, নিম্সগ্নিয়ং
পাচিত্তিয়ং ।

অকালচীবরভাজন সিদ্ধাপদং

২. যা পন ভিক্ষুণী অকালচীবরং “কালচীবর”ন্তি অধিষ্ঠহিত্বা
ভাজাপেয়া, নিম্সগ্নিয়ং পাচিত্তিয়ং ।

চীবরপরিবত্তন সিদ্ধাপদং

৩. যা পন ভিক্ষুণী ভিক্ষুণিয়া সন্ধিং চীবরং পরিবত্তেত্বা সা
পচ্ছা এবং বদেয়া “হন্দাযো, তুহং চীবরং, আহর মেতং চীবরং,
যং তুহং তুহমেবেতং, যং মহং মহমেবেতং, আহর মেতং চীবরং,
সকং পচ্ছাহরা”তি অচ্ছিন্দেয়া বা অচ্ছিন্দাপেয়া বা, নিম্সগ্নিয়ং
পাচিত্তিয়ং ।

অঞঞবিঞগাপন সিদ্ধাপদং

৪. যা পন ভিক্ষুণী অঞঞং বিঞগাপেত্বা অঞঞং
বিঞগাপেয়া, নিম্মগ্নিয়ং পাচিতিয়ং ।

অঞঞচেতাপন সিদ্ধাপদং

৫. যা পন ভিক্ষুণী অঞঞং চেতাপেত্বা অঞঞং চেতাপেয়া,
নিম্মগ্নিয়ং পাচিতিয়ং ।

পঠম সঙ্ঘিকচেতাপন সিদ্ধাপদং

৬. যা পন ভিক্ষুণী অঞঞদথিকেন পরিক্খারেন
অঞঞুদিসিকেন সঙ্ঘিকেন অঞঞং চেতাপেয়া, নিম্মগ্নিয়ং
পাচিতিয়ং ।

দুতিয় সঙ্ঘিকচেতাপন সিদ্ধাপদং

৭. যা পন ভিক্ষুণী অঞঞদথিকেন পরিক্খারেন
অঞঞুদিসিকেন সঙ্ঘিকেন সঞঞাচিকেন অঞঞং চেতাপেয়া,
নিম্মগ্নিয়ং পাচিতিয়ং ।

পঠম গণিকচেতাপন সিদ্ধাপদং

৮. যা পন ভিক্ষুণী অঞঞদথিকেন পরিক্খারেন
অঞঞুদিসিকেন মহাজনিকেন অঞঞং চেতাপেয়া, নিম্মগ্নিয়ং
পাচিতিয়ং ।

দুতিয় গণিকচেতাপন সিদ্ধাপদং

৯. যা পন ভিক্ষুণী অঞঞদথিকেন পরিক্খারেন
অঞঞুদিসিকেন মহাজনিকেন সঞঞাচিকেন অঞঞং চেতাপেয়া,
নিম্মগ্নিয়ং পাচিতিয়ং ।

পুণ্ণলিকচেতাপন সিদ্ধাপদং

১০. যা পন ভিক্ষুণী অঞঞদথিকেন পরিক্খারেন
অঞঞুদিসিকেন পুণ্ণলিকেন সঞঞাচিকেন অঞঞং চেতাপেয়া,
নিম্মগ্নিয়ং পাচিতিয়ং ।

পত্তবগ্গো পঠমো ।

গরুপাবুরণ সিদ্ধাপদং

১১. গরুপাবুরণং পন ভিক্ষুনিয়া চেতাপেত্তিয়া চতুষ্কংসপরমং চেতাপেতব্বং । ততো চে উত্তরি চেতাপেয়া, নিম্মগ্নিয়ং পাচিত্তিয়ং ।

লহুপাবুরণ সিদ্ধাপদং

১২. লহুপাবুরণং পন ভিক্ষুনিয়া চেতাপেত্তিয়া অদ্ভতেয়্যকংসপরমং চেতাপেতব্বং । ততো চে উত্তরি চেতাপেয়া, নিম্মগ্নিয়ং পাচিত্তিয়ং ।

কথিন সিদ্ধাপদং

১৩. নির্জিতচীবরস্মিং ভিক্ষুনিয়া উব্ভতস্মিং কথিনে দসাহপরমং অতিরেকচীবরং ধারেতব্বং । তং অতিক্কেমেত্তিয়া, নিম্মগ্নিয়ং পাচিত্তিয়ং ।

উদোসিত সিদ্ধাপদং

১৪. নির্জিতচীবরস্মিং ভিক্ষুনিয়া উব্ভতস্মিং কথিনে একরত্তস্পি চে ভিক্ষুণী তিচীবরেন বিপ্লবসেয়া, অঞঞত্র ভিক্ষুণিসম্মুতিয়া নিম্মগ্নিয়ং পাচিত্তিয়ং ।

অকালচীবর সিদ্ধাপদং

১৫. নির্জিতচীবরস্মিং ভিক্ষুনিয়া উব্ভতস্মিং কথিনে ভিক্ষুনিয়া পনেব অকালচীবরং উপ্পজ্জেয়া, আকঙ্খমানায়া ভিক্ষুনিয়া পটিগ্গহেতব্বং, পটিগ্গহেত্বা থিপ্পমেব কারেতব্বং, নো চস্স পারিপূরি, মাসপরমং তায় ভিক্ষুনিয়া তং চীবরং নিব্বিপিতব্বং উনস্স পারিপূরিয়া সতিয়া পচ্চাসায়া । ততো চে উত্তরি নিব্বিপেয়া সতিয়াপি পচ্চাসায়া, নিম্মগ্নিয়ং পাচিত্তিয়ং ।

অঞঞাতকবিঞঞত্তি সিদ্ধাপদং

১৬. যা পন ভিক্ষুণী অঞঞাতকং গহপতিং বা গহপতানিং বা চীবরং বিঞঞাপেয়া অঞঞত্র সময়া, নিম্মগ্নিয়ং পাচিত্তিয়ং । তথাযং সময়ো অচ্ছিন্নচীবরা বা হোতি ভিক্ষুণী, নট্টচীবরা বা, অযং তথ সময়ো ।

ততুত্তরি সিদ্ধাপদং

১৭. তঞ্চো অঞঞাতকো গহপতি বা গহপতানী বা বহুহি

চীবরেহি অভিহট্টং পবারেয্য, সন্তরুত্তরপরমং তায ভিক্ষুনিয়া ততো চীবরং সাদিতব্বং। ততো চে উত্তরি সাদিয়েয্য, নিম্সগ্নিযং পাচিত্তিযং।

পঠম-উপক্খট সিদ্ধাপদং

১৮. ভিক্ষুনিং পনেব উদ্দিম্স অঞঞাতকম্স গহপতিম্স বা গহপতানিয়া বা চীবরচেতাপন্নং উপক্খটং হোতি “ইমিনা চীবরচেতাপনেন চীবরং চেতাপেত্বা ইথন্নাং ভিক্ষুনিং চীবরেন অচ্ছাদেম্সামী’তি। তত্র চেসা ভিক্ষুণী পুস্বে অল্পবারিতা উপসঙ্কমিত্বা চীবরে বিকল্পং আপজেয্য “সাধু বত, মং আ ইমিনা চীবরচেতাপনেন এবরুপং বা এবরুপং বা চীবরং চেতাপেত্বা অচ্ছাদেহী’তি কল্যাণকম্যতং উপাদায়, নিম্সগ্নিযং পাচিত্তিযং।

দুতিয়-উপক্খট সিদ্ধাপদং

১৯. ভিক্ষুনিং পনেব উদ্দিম্স উভিন্নং অঞঞাতকানং গহপতীনং বা গহপতানীনং বা পচ্ছেকচীবরচেতাপন্নানি উপক্খটানি হোন্তি “ইমেহি মযং পচ্ছেকচীবরচেতাপনেনেহি পচ্ছেকচীবরানি চেতাপেত্বা ইথন্নাং ভিক্ষুনিং চীবরেহি অচ্ছাদেম্সামী’তি। তত্র চেসা ভিক্ষুণী পুস্বে অল্পবারিতা উপসঙ্কমিত্বা চীবরে বিকল্পং আপজেয্য “সাধু বত মং আযম্মত্তো ইমেহি পচ্ছেকচীবরচেতাপনেনেহি এবরুপং বা এবরুপং বা চীবরং চেতাপেত্বা অচ্ছাদেথ উভোব সত্তা একেনা’তি কল্যাণকম্যতং উপাদায়, নিম্সগ্নিযং পাচিত্তিযং।

রাজ সিদ্ধাপদং

২০. ভিক্ষুনিং পনেব উদ্দিম্স রাজা বা রাজভোগো বা ব্রাহ্মণো বা গহপতিকো বা দূতেন চীবরচেতাপন্নং পহিণেয্য “ইমিনা চীবরচেতাপনেন চীবরং চেতাপেত্বা ইথন্নাং ভিক্ষুনিং চীবরেন অচ্ছাদেহী’তি। সো চে দূতো তং ভিক্ষুনিং উপসঙ্কমিত্বা এবং বদেয্য “ইদং খো, অযো, অয্যং উদ্দিম্স চীবরচেতাপন্নং আভতং, পটিগ্গহাতায্যা চীবরচেতাপন্না’ন্তি। তায ভিক্ষুনিয়া সো দূতো এবমম্স বচনীযো “ন খো মযং, আবুসো, চীবরচেতাপন্নং

পটিগ্গ্ৰহাম চীবরঞ্চ খো ময়ং পটিগ্গ্ৰহাম, কালেন কপ্পিয়'ত্তি । সো চে দূতো তং ভিক্ষুনিং এবং বদেয্য “অথি পনায্যায়, কোচি বেয্যাবচ্চকরো'তি, চীবরথিকায়, ভিক্ষবে, ভিক্ষুনিয়া বেয্যাবচ্চকরো নিদ্দিসিতম্বো আরামিকো বা উপাসকো বা “এসো খো, আবুসো, ভিক্ষুণীং বেয্যাবচ্চকরো'তি । সো চে দূতো তং বেয্যাবচ্চকরং সঞ্জাপেত্ত্বা তং ভিক্ষুনিং উপসঙ্কমিত্বা এবং বদেয্য “যং খো, অযো, অয্যা বেয্যাবচ্চকরং নিদ্দিসি, সঞ্জত্তো সো ময়া, উপসঙ্কমতায্যা কালেন, চীবরেন তং অচ্ছাদেস্সতী'তি । চীবরথিকায়, ভিক্ষবে, ভিক্ষুনিয়া বেয্যাবচ্চকরো উপসঙ্কমিত্বা দ্বত্তিস্থত্ত্বং চোদেতম্বো সারেতম্বো “অথো মে, আবুসো, চীবরেনা'তি দ্বত্তিস্থত্ত্বং চোদয়মানা সারয়মানা তং চীবরং অভিনিপ্পাদেয্য, ইচ্ছেতং কুসলং, নো চে অভিনিপ্পাদেয্য, চতুস্সত্ত্বং পঞ্চস্সত্ত্বং ছস্সত্ত্বপরমং তুস্সীভূতায় উদ্দিস্স ঠাতস্সং চতুস্সত্ত্বং পঞ্চস্সত্ত্বং ছস্সত্ত্বপরমং তুস্সীভূতা উদ্দিস্স তিট্ঠমানা তং চীবরং অভিনিপ্পাদেয্য, ইচ্ছেতং কুসলং । ততো চে উত্তরি বায়মমানা তং চীবরং অভিনিপ্পাদেয্য, নিস্সগ্গিয়ং পাচিত্তিয়ং । নো চে অভিনিপ্পাদেয্য, যতস্সা চীবরচেতাপন্নং আভতং, তথ সামং বা গত্তস্সং, দূতো বা পাহেতম্বো “যং খো তুস্সে আযস্সমত্তো ভিক্ষুনিং উদ্দিস্স চীবরচেতাপন্নং পহিণিথ, ন তং তস্সা ভিক্ষুনিয়া কিপ্পি অথং অনুভোতি, যুজ্জন্তায়স্সমত্তো সকং, মা বো সকং বিনস্সা'তি, অযং তথ সামীচি ।

চীবরবল্লো দুতিযো ।

রূপিয় সিদ্ধাপদং

২১. যা পন ভিক্ষুণী জাতরূপরজতং উল্লঙ্ঘেয্য বা উল্লঙ্ঘাপেয্য বা উপনিব্বিত্ত্বং বা সাদিয়েয্য, নিস্সগ্গিয়ং পাচিত্তিয়ং ।

রূপিয়সংবোহার সিদ্ধাপদং

২২. যা পন ভিক্ষুণী নানপ্পকারকং রূপিয়সংবোহারং সমাপজেয্য, নিস্সগ্গিয়ং পাচিত্তিয়ং ।

কয়বিক্কয় সিদ্ধাপদং

২৩. যা পন ভিক্ষুণী নানপ্পকারকং কয়বিক্কয়ং সমাপজেজ্যা, নিম্সগ্নিয়ং পাচিত্তিয়ং ।

উনপঞ্চবন্ধন সিদ্ধাপদং

২৪. যা পন ভিক্ষুণী উনপঞ্চবন্ধনেন পত্তেন অঞঞং নবং পত্তং চেতাপেয়া, নিম্সগ্নিয়ং পাচিত্তিয়ং । তায় ভিক্ষুণিয়া সো পত্তো ভিক্ষুণিপরিসায় নিম্সজ্জিতব্বো, যো চ তম্সা ভিক্ষুণিপরিসায় পত্তপরিযত্তো, সো তম্সা ভিক্ষুণিয়া পদাতব্বো “অয়ং তে ভিক্ষুণি পত্তো যাবভেদনায় ধারেতব্বো”তি, অয়ং তথ সামীচি ।

ভেসজ্জ সিদ্ধাপদং

২৫. যানি খো পন তানি গিলানানং ভিক্ষুণীনং পটিসায়নীযানি ভেসজ্জানি, সেয্যথিদং- সপ্পি, নবনীতং, তেলং, মধু, ফাগিতং, তানি পটিগ্গহেত্ত্বা সত্তাহপরমং সন্নিধিকারকং পরিভুঞ্জিতব্বানি । তং অতিক্কামেত্তিয়া, নিম্সগ্নিয়ং পাচিত্তিয়ং ।

চীবর-অচ্ছিন্দন সিদ্ধাপদং

২৬. যা পন ভিক্ষুণী ভিক্ষুণিয়া সামং চীবরং দত্ত্বা কুপিতা অনত্তমনা অচ্ছিন্দেয়া বা অচ্ছিন্দাপেয়া বা, নিম্সগ্নিয়ং পাচিত্তিয়ং ।

সুত্তবিঞঞত্তি সিদ্ধাপদং

২৭. যা পন ভিক্ষুণী সামং সুত্তং বিঞঞাপেত্ত্বা তত্ত্বাযেহি চীবরং বাযাপেয়া, নিম্সগ্নিয়ং পাচিত্তিয়ং ।

মহাপেসকার সিদ্ধাপদং

২৮. ভিক্ষুণিং পনেব উদ্দিম্স অঞঞাতকো গহপতি বা গহপতানী বা তত্ত্বাযেহি চীবরং বাযাপেয়া, তত্র চেসা ভিক্ষুণী পুস্কে অল্পবারিতা তত্ত্বাযে উপসঙ্কমিত্বা চীবরে বিকল্পং আপজেজ্যা “ইদং খো আবুসো চীবরং মং উদ্দিম্স বিয্যাতি, আযতঞ্চ করোথ, বিথতঞ্চ অপ্পিতঞ্চ সুবীতঞ্চ সুপ্পবায়িতঞ্চ সুবিলেখিতঞ্চ সুবিতচ্ছিতঞ্চ করোথ, অপ্পেব নাম মযম্পি আযম্মত্তানং কিঞ্চিমত্তং অনুপদজেজ্যামা”তি, এবঞ্চ সা ভিক্ষুণী বত্ত্বা কিঞ্চিমত্তং অনুপদজেজ্যা অন্তমসো পিণ্ডপাতমত্তম্পি, নিম্সগ্নিয়ং পাচিত্তিয়ং ।

অচ্ছেকচীবর সিদ্ধাপদং

২৯. দসাহানাগতং কন্তিকতেমাসিকপুণ্ণমং ভিক্ষুনিয়া পনেব অচ্ছেকচীবরং উপ্পজ্জেষ্য, অচ্ছেকং মঞ্জমাণায় ভিক্ষুনিয়া পটিগ্গহেতব্বং, পটিগ্গহেত্বা যাব চীবরকালসময়ং নিব্বিপিতব্বং । ততো চে উত্তরি নিব্বিপেয়্য, নিব্বসগ্গিয়ং পাচিত্তিয়ং ।

পরিণত সিদ্ধাপদং

৩০. যা পন ভিক্ষুণী জানং সজ্জিকং লাভং পরিণতং অন্তনো পরিণামেয়্য, নিব্বসগ্গিয়ং পাচিত্তিয়ং ।

পত্তবল্লো ততিয়ো ।

উদ্দিট্টা খো, অয্যাযো, তিংস নিব্বসগ্গিয়া পাচিত্তিয়া ধম্মা । তথায্যাযো, পুচ্ছামি, কচ্চিথ পরিসুদ্ধা, দুতিয়ম্পি পুচ্ছামি, কচ্চিথ পরিসুদ্ধা, ততিয়ম্পি পুচ্ছামি, কচ্চিথ পরিসুদ্ধা, পরিসুদ্ধেথায্যাযো, তম্মা তুণ্ঠী, এবমেতং ধারয়ামীতি ।

নিব্বসগ্গিয়পাচিত্তিয়া নিট্ঠিতা ।

সুদ্ধপাচিত্তিয়া

ইমে খো পনায্যাযো, হুসট্ঠিসতা পাচিত্তিয়া ধম্মা উদ্দেশং আগচ্ছন্তি ।

লসুণ সিদ্ধাপদং

১. যা পন ভিক্ষুণী লসুণং খাদেয়্য পাচিত্তিয়ং ।

সম্বাধলোম সিদ্ধাপদং

২. যা পন ভিক্ষুণী সম্বাধে লোমং সংহরাপেয়্য, পাচিত্তিয়ং ।

তলঘাতক সিদ্ধাপদং

৩. তলঘাতকে পাচিত্তিয়ং ।

জতুমট্ঠক সিদ্ধাপদং

৪. জতুমট্ঠকে পাচিত্তিয়ং ।

উদকসুদ্ধিক সিদ্ধাপদং

৫. উদকসুদ্ধিকং পন ভিক্ষুনিয়া আদিয়মানায় দ্বঙ্গূলপব্বপরমং

আদাতব্বং । তং অতিক্কেমেত্তিয়া পাচিত্তিয়ং ।

উপতিট্টন সিদ্ধাপদং

৬. যা পন ভিক্ষুণী ভিক্ষুস্স ভুজ্জন্তস্স পানীয়েন বা বিধূপনেন বা উপতিট্টেয়া, পাচিত্তিয়ং ।

আমকধএএও সিদ্ধাপদং

৭. যা পন ভিক্ষুণী আমকধএএওং বিএএওত্বা বা বিএএওাপেত্বা বা ভজ্জিত্বা বা ভজ্জাপেত্বা বা কোট্টেত্বা বা কোট্টাপেত্বা বা পচিত্বা বা পচাপেত্বা বা ভুজ্জেয়া, পাচিত্তিয়ং ।

পঠম-উচ্চারছড্ডন সিদ্ধাপদং

৮. যা পন ভিক্ষুণী উচ্চারং বা পস্সাবং বা সঙ্কারং বা বিঘাসং বা তিরোকুট্টে বা তিরোপাকারে বা ছড্ডেয়া বা ছড্ডাপেয়া বা, পাচিত্তিয়ং ।

দুতীয়-উচ্চারছড্ডন সিদ্ধাপদং

৯. যা পন ভিক্ষুণী উচ্চারং বা পস্সাবং বা সঙ্কারং বা বিঘাসং বা হরিতে ছড্ডেয়া বা ছড্ডাপেয়া বা, পাচিত্তিয়ং ।

নচ্চগীত সিদ্ধাপদং

১০. যা পন ভিক্ষুণী নচ্চং বা গীতং বা বাদিতং বা দস্সনায গচ্ছেয়া, পাচিত্তিয়ং ।

লসুণবল্লো পঠমো ।

রত্তককার সিদ্ধাপদং

১১. যা পন ভিক্ষুণী রত্তককারে অঙ্গদীপে পুরিসেন সন্ধিং একেনেকা সন্তিট্টেয়া বা সল্লপেয়া বা, পাচিত্তিয়ং ।

পটিচ্ছনোকাস সিদ্ধাপদং

১২. যা পন ভিক্ষুণী পটিচ্ছনে ওকাসে পুরিসেন সন্ধিং একেনেকা সন্তিট্টেয়া বা সল্লপেয়া বা, পাচিত্তিয়ং ।

অজ্জোকাসসল্লপন সিদ্ধাপদং

১৩. যা পন ভিক্ষুণী অজ্জোকাসে পুরিসেন সন্ধিং একেনেকা সন্তিট্টেয়া বা সল্লপেয়া বা, পাচিত্তিয়ং ।

দুতিয়িক-উয্যোজন সিদ্ধাপদং

১৪. যা পন ভিক্ষুণী রথিকায় বা ব্যুহে বা সিদ্ধাটকে বা পুরিসেন সদ্ধিং একেনেকা সত্তিঠেয়্য বা সল্লপেয়্য বা নিকল্লিকং বা জপ্পেয়্য দুতিয়িকং বা ভিক্ষুণিং উয্যোজেয়্য, পাচিত্তিয়ং ।

অনাপুচ্ছাপক্কমন সিদ্ধাপদং

১৫. যা পন ভিক্ষুণী পুরেভত্তং কুলানি উপসক্কমিত্তা আসনে নিসীদিত্তা সামিকে অনাপুচ্ছা পক্কমেয়্য, পাচিত্তিয়ং ।

অনাপুচ্ছা-অভিনিসীদন সিদ্ধাপদং

১৬. যা পন ভিক্ষুণী পচ্ছাভত্তং কুলানি উপসক্কমিত্তা সামিকে অনাপুচ্ছা আসনে অভিনিসীদেয়্য বা অভিনিপজ্জেয়্য বা, পাচিত্তিয়ং ।

অনাপুচ্ছাসহরণ সিদ্ধাপদং

১৭. যা পন ভিক্ষুণী বিকালে কুলানি উপসক্কমিত্তা সামিকে অনাপুচ্ছা সেয়্যং সহরিত্তা বা সহরাপেত্বা বা অভিনিসীদেয়্য বা অভিনিপজ্জেয়্য বা, পাচিত্তিয়ং ।

পর-উজ্জাপনক সিদ্ধাপদং

১৮. যা পন ভিক্ষুণী দুগ্গহিতেন দূপধারিতেন পরং উজ্জাপেয়্য, পাচিত্তিয়ং ।

পর-অভিসপন সিদ্ধাপদং

১৯. যা পন ভিক্ষুণী অন্তানং বা পরং বা নিরয়েন বা ব্রহ্মচরিয়েন বা অভিসপেয়্য, পাচিত্তিয়ং ।

রোদন সিদ্ধাপদং

২০. যা পন ভিক্ষুণী অন্তানং বধিত্তা বধিত্তা রোদেয়্য, পাচিত্তিয়ং ।

রত্তককারবল্লো দুতিযো ।

নল্ল সিদ্ধাপদং

২১. যা পন ভিক্ষুণী নল্লা নহায়েয়্য, পাচিত্তিয়ং ।

উদকসাটিক সিদ্ধাপদং

২২. উদকসাটিকং পন ভিক্ষুণিয়া কারযমানায পমাণিকা

কারেতস্কা, তত্রিদং পমাণং দীঘসো চতস্সো বিদথিয়ো
সুগতবিদথিয়া, তিরিয়ং দে বিদথিয়ো। তং অতিক্কামেত্তিয়া
ছেদনকং পাচিত্তিয়ং।

চীবরসিঙ্কন সিদ্ধাপদং

২৩. যা পন ভিক্ষুণী ভিক্ষুনিয়া চীবরং বিসিঙ্কেত্ত্বা বা
বিসিঙ্কাপেত্ত্বা বা সা পচ্ছা অনন্তরাযিকিনী নেব সিঙ্কেয়্য, ন
সিঙ্কাপনায় উম্মসুঙ্কং করেয়্য অঞএত্ত চতুহপঞ্চগাহা, পাচিত্তিয়ং।

সজ্জাটিচার সিদ্ধাপদং

২৪. যা পন ভিক্ষুণী পঞ্চগাহিকং সজ্জাটিচারং অতিক্কামেয়্য
পাচিত্তিয়ং।

চীবরসঙ্কমণীয় সিদ্ধাপদং

২৫. যা পন ভিক্ষুণী চীবরসঙ্কমণীয়ং ধারেয়্য, পাচিত্তিয়ং।

গণচীবর সিদ্ধাপদং

২৬. যা পন ভিক্ষুণী গণস্স চীবরলাভং অন্তরাযং করেয়্য,
পাচিত্তিয়ং।

পটিবাহন সিদ্ধাপদং

২৭. যা পন ভিক্ষুণী ধম্মিকং চীবরবিভঙ্গং পটিবাহেয়্য,
পাচিত্তিয়ং।

চীবরদান সিদ্ধাপদং

২৮. যা পন ভিক্ষুণী অগারিকস্স বা পরিব্বাজকস্স বা
পরিব্বাজিকায় বা সমণচীবরং দদেয়্য, পাচিত্তিয়ং।

কাল-অতিক্কমন সিদ্ধাপদং

২৯. যা পন ভিক্ষুণী দুব্বলচীবরপচ্চাসায় চীবরকালসময়ং
অতিক্কামেয়্য, পাচিত্তিয়ং।

কথিনুদ্ধার সিদ্ধাপদং

৩০. যা পন ভিক্ষুণী ধম্মিকং কথিনুদ্ধারং পটিবাহেয়্য,
পাচিত্তিয়ং।

নগ্নবগ্নো ততিয়ো।

একমঞ্চতুবটন সিদ্ধাপদং

৩১. যা পন ভিক্ষুনিয়ো দে একমঞ্চো তুবট্টেয়্যুং, পাচিত্তিয়ং ।

একথরণতুবটন সিদ্ধাপদং

৩২. যা পন ভিক্ষুনিয়ো দে একথরণপাবুরণা তুবট্টেয়্যুং, পাচিত্তিয়ং ।

অফাসুকরণ সিদ্ধাপদং

৩৩. যা পন ভিক্ষুণী ভিক্ষুনিয়া সঞ্চিচ্চ অফাসুং করেয়া, পাচিত্তিয়ং ।

ন-উপট্টাপন সিদ্ধাপদং

৩৪. যা পন ভিক্ষুণী দুচ্ছিতং সহজীবিনিং নেব উপট্টাহেয়া, ন উপট্টাপনায় উম্মসুঙ্কং করেয়া, পাচিত্তিয়ং ।

নিব্বাটন সিদ্ধাপদং

৩৫. যা পন ভিক্ষুণী ভিক্ষুনিয়া উপম্সয়ং দত্ত্বা কুপিতা অনন্তমনা নিব্বাট্টেয়া বা নিব্বাট্টাপেয়া বা, পাচিত্তিয়ং ।

সংসট্ট সিদ্ধাপদং

৩৬. যা পন ভিক্ষুণী সংসট্টা বিহরেয়া গহপতিনা বা গহপতিপুত্তেন বা, সা ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীহি এবমম্স বচনীয়া “মায়ে, সংসট্টা বিহরি গহপতিনাপি গহপতিপুত্তেনাপি, বিবিচ্চায়ে, বিবেকঞেব ভগিনিয়া সচ্ছো বগ্গেতী”তি । এবঞ্চ সা ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীহি বুচ্চমানা তথেব পল্লঙ্ঘেয়া, সা ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীহি যাবততিয়ং সমনুভাসিতব্বা তম্স পটিনিম্সপ্লায়, যাবততিয়ঞ্চে সমনুভাসিয়মানা তং পটিনিম্সজ্জেয়া, ইচ্ছেতং কুসলং । নো চে পটিনিম্সজ্জেয়া, পাচিত্তিয়ং ।

অন্তোরট্ট সিদ্ধাপদং

৩৭. যা পন ভিক্ষুণী অন্তোরট্টে সাসঙ্কসম্মতে সপ্পটিভয়ে অসথিকা চারিকং চরেয়া, পাচিত্তিয়ং ।

তিরোরট্ট সিদ্ধাপদং

৩৮. যা পন ভিক্ষুণী তিরোরট্টে সাসঙ্কসম্মতে সপ্পটিভয়ে অসথিকা চারিকং চরেয়া, পাচিত্তিয়ং ।

অন্তোবস্স সিদ্ধাপদং

৩৯. যা পন ভিক্ষুণী অন্তোবস্সং চারিকং চরেয়া, পাচিত্তিয়ং ।

চারিকনপক্কমন সিদ্ধাপদং

৪০. যা পন ভিক্ষুণী বস্সংবুট্টা চারিকং ন পক্কমেয়া অন্তমসো
ছপ্পঞ্চয়োজনানিপি, পাচিত্তিয়ং ।

তুবট্টবগ্নো চতুথো ।

রাজাগার সিদ্ধাপদং

৪১. যা পন ভিক্ষুণী রাজাগারং বা চিত্তাগারং বা আরামং বা
উয়ানং বা পোক্ষরণিং বা দস্সনায গচ্ছেয়া, পাচিত্তিয়ং ।

আসন্দিপরিভুঞ্জন সিদ্ধাপদং

৪২. যা পন ভিক্ষুণী আসন্দিং বা পল্লঙ্কং বা পরিভুঞ্জেয়া,
পাচিত্তিয়ং ।

সুত্তকত্তন সিদ্ধাপদং

৪৩. যা পন ভিক্ষুণী সুত্তং কত্তেয়া, পাচিত্তিয়ং ।

গিহিবেয়্যাবচ্চ সিদ্ধাপদং

৪৪. যা পন ভিক্ষুণী গিহিবেয়্যাবচ্চং করেয়া, পাচিত্তিয়ং ।

অধিকরণ সিদ্ধাপদং

৪৫. যা পন ভিক্ষুণী ভিক্ষুণিয়া “এহাযো, ইমং অধিকরণং
বৃপসমেহী”তি বুচ্চমানা “সাধু”তি পটিম্সুণিত্বা সা পচ্ছা
অনন্তরাযিকিনী নেব বৃপসমেয়া, ন বৃপসমায উম্সুঙ্কং করেয়া,
পাচিত্তিয়ং ।

ভোজনদান সিদ্ধাপদং

৪৬. যা পন ভিক্ষুণী অগারিকস্স বা পরিব্বাজকস্স বা
পরিব্বাজিকায় বা সহথা খাদনীয়াং বা ভোজনীয়াং বা দদেয়া,
পাচিত্তিয়ং ।

আবসথচীবর সিদ্ধাপদং

৪৭. যা পন ভিক্ষুণী আবসথচীবরং অনিস্সজ্জেত্বা পরিভুঞ্জেয়া,
পাচিত্তিয়ং ।

আবসথবিহার সিদ্ধাপদং

৪৮. যা পন ভিক্ষুণী আবসথং অনিস্সজ্জিত্বা চারিকং পক্কমেয্য, পাচিত্তিয়ং ।

তিরচ্ছানবিজ্জাপরিয়াপুণন সিদ্ধাপদং

৪৯. যা পন ভিক্ষুণী তিরচ্ছানবিজ্জং পরিয়াপুণেয্য, পাচিত্তিয়ং ।

তিরচ্ছানবিজ্জাবাচন সিদ্ধাপদং

৫০. যা পন ভিক্ষুণী তিরচ্ছানবিজ্জং বাচেয্য, পাচিত্তিয়ং ।

চিত্তাগারবল্লো পঞ্চমো ।

আরামপবিসন সিদ্ধাপদং

৫১. যা পন ভিক্ষুণী জানং সভিক্ষুকং আরামং অনাপুচ্ছা পবিসেয্য, পাচিত্তিয়ং ।

ভিক্ষু-অক্কোসন সিদ্ধাপদং

৫২. যা পন ভিক্ষুণী ভিক্ষুং অক্কোসেয্য বা পরিভাসেয্য বা, পাচিত্তিয়ং ।

গণপরিভাসন সিদ্ধাপদং

৫৩. যা পন ভিক্ষুণী চণ্ডীকতা গণং পরিভাসেয্য, পাচিত্তিয়ং ।

পবারিত সিদ্ধাপদং

৫৪. যা পন ভিক্ষুণী নিমত্তিতা বা পবারিতা বা খাদনীযং বা ভোজনীযং বা খাদেয্য বা ভুঞ্জেয্য বা, পাচিত্তিয়ং ।

কুলমচ্ছরিনী সিদ্ধাপদং

৫৫. যা পন ভিক্ষুণী কুলমচ্ছরিনী অস্স, পাচিত্তিয়ং ।

অভিক্ষুকাবাস সিদ্ধাপদং

৫৬. যা পন ভিক্ষুণী অভিক্ষুকে আবাসে বস্সং বসেয্য, পাচিত্তিয়ং ।

অপবারণা সিদ্ধাপদং

৫৭. যা পন ভিক্ষুণী বস্সংরুট্টা উভতোসস্কে তীহি ঠানেহি ন পবারেয্য দিট্টেন বা সুতেন বা পরিসঙ্কায় বা, পাচিত্তিয়ং ।

ওবাদ সিদ্ধাপদং

৫৮. যা পন ভিক্ষুণী ওবাদায় বা সংবাসায় বা ন গচ্ছেয়া,
পাচিত্তিয়ং ।

ওবাদূপসঙ্কমন সিদ্ধাপদং

৫৯. অম্বদ্ধমাসং ভিক্ষুণিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘতো দে ধম্মা
পচ্চাসীসিতব্বা উপোসথপুচ্ছকঞ্চ ওবাদূপসঙ্কমনঞ্চ । তং
অতিক্কামেত্তিয়া পাচিত্তিয়ং ।

পসাথেজাত সিদ্ধাপদং

৬০. যা পন ভিক্ষুণী পসাথে জাতং গণ্ডং বা বুদ্ধিতং বা
অনপলোকেত্বা সঙ্ঘং বা গণং বা পুরিসেন সন্ধিং একেনেকা
ভেদাপেয়্য বা ফালাপেয়্য বা ধোবাপেয়্য বা আলিম্পাপেয়্য বা
বন্ধাপেয়্য বা মোচাপেয়্য বা, পাচিত্তিয়ং ।

আরামবগ্নো ছট্টো ।

গৰ্ভিনী সিদ্ধাপদং

৬১. যা পন ভিক্ষুণী গৰ্ভিনিং বুট্টাপেয়্য, পাচিত্তিয়ং ।

পায়ত্তী সিদ্ধাপদং

৬২. যা পন ভিক্ষুণী পায়ত্তিং বুট্টাপেয়্য, পাচিত্তিয়ং ।

পঠমসিদ্ধমান সিদ্ধাপদং

৬৩. যা পন ভিক্ষুণী দে বম্মানি ছসু ধম্মেসু অসিদ্ধিতসিদ্ধং
সিদ্ধমানং বুট্টাপেয়্য, পাচিত্তিয়ং ।

দুতিয়সিদ্ধমান সিদ্ধাপদং

৬৪. যা পন ভিক্ষুণী দে বম্মানি ছসু ধম্মেসু সিদ্ধিতসিদ্ধং
সিদ্ধমানং সঙ্ঘেন অসম্মতং বুট্টাপেয়্য, পাচিত্তিয়ং ।

পঠমগিহিগত সিদ্ধাপদং

৬৫. যা পন ভিক্ষুণী উনদ্বাদসবম্মং গিহিগতং বুট্টাপেয়্য,
পাচিত্তিয়ং ।

দুতিয়গিহিগত সিদ্ধাপদং

৬৬. যা পন ভিক্ষুণী পরিপুণ্ণদ্বাদসবম্মং গিহিগতং দে বম্মানি

হুসু ধম্মেসু অসিদ্ধিতসিদ্ধং বুট্টাপেয়া, পাচিত্তিয়ং ।

ততিয়গিহিত সিদ্ধাপদং

৬৭. যা পন ভিক্ষুণী পরিপুণ্ণদ্বাদসবস্সং গিহিতং দে বস্সানি
হুসু ধম্মেসু সিদ্ধিতসিদ্ধং সচ্চেন অসম্মতং বুট্টাপেয়া, পাচিত্তিয়ং ।

পঠমসহজীবিনী সিদ্ধাপদং

৬৮. যা পন ভিক্ষুণী সহজীবিনিং বুট্টাপেত্বা দে বস্সানি নেব
অনুগ্গছেয়া ন অনুগ্গহাপেয়া, পাচিত্তিয়ং ।

পবত্তিনীনানুবন্ধন সিদ্ধাপদং

৬৯. যা পন ভিক্ষুণী বুট্টাপিতং পবত্তিনিং দে বস্সানি
নানুবন্ধেয়া, পাচিত্তিয়ং ।

দুতিয়সহজীবিনী সিদ্ধাপদং

৭০. যা পন ভিক্ষুণী সহজীবিনিং বুট্টাপেত্বা নেব বৃপকাসেয়া
ন বৃপকাসাপেয়া অন্তমসো ছপ্পঞ্চয়োজনানিপি, পাচিত্তিয়ং ।

গৰ্ভিনিবগ্নো সত্তমো ।

পঠমকুমারিভূত সিদ্ধাপদং

৭১. যা পন ভিক্ষুণী উনবীসতিবস্সং কুমারিভূতং বুট্টাপেয়া,
পাচিত্তিয়ং ।

দুতিকুমারিভূত সিদ্ধাপদং

৭২. যা পন ভিক্ষুণী পরিপুণ্ণবীসতিবস্সং কুমারিভূতং দে
বস্সানি হুসু ধম্মেসু অসিদ্ধিতসিদ্ধং বুট্টাপেয়া, পাচিত্তিয়ং ।

ততিয়কুমারিভূত সিদ্ধাপদং

৭৩. যা পন ভিক্ষুণী পরিপুণ্ণবীসতিবস্সং কুমারিভূতং দে
বস্সানি হুসু ধম্মেসু সিদ্ধিতসিদ্ধং সচ্চেন অসম্মতং বুট্টাপেয়া,
পাচিত্তিয়ং ।

উনদ্বাদসবস্স সিদ্ধাপদং

৭৪. যা পন ভিক্ষুণী উনদ্বাদসবস্সা বুট্টাপেয়া, পাচিত্তিয়ং ।

পরিপুণ্ণদ্বাদসবস্স সিদ্ধাপদং

৭৫. যা পন ভিক্ষুণী পরিপুণ্ণদ্বাদসবস্সা সচ্চেন অসম্মতা
বুট্টাপেয়া, পাচিত্তিয়ং ।

খিয়ানধম্ম সিদ্ধাপদং

৭৬. যা পন ভিক্ষুণী “অলং তাব তে, অযো, বুট্ঠাপিতেনা”তি বুচ্চমানা “সাধু”তি পটিম্সুগিত্বা সা পচ্ছা খিয়ানধম্মং আপজেজ্যা, পাচিত্তিয়ং ।

পঠমসিদ্ধমাননবুট্ঠাপন সিদ্ধাপদং

৭৭. যা পন ভিক্ষুণী সিদ্ধমানং “সচে মে ত্বং, অযো, চীবরং দম্সসি, এবাহং তং বুট্ঠাপেম্সামী”তি বত্বা সা পচ্ছা অনন্তরাযিকিনী নেব বুট্ঠাপেয্য, ন বুট্ঠাপনায উম্সুন্ধং করেয্য, পাচিত্তিয়ং ।

দুতিয়সিদ্ধমাননবুট্ঠাপন সিদ্ধাপদং

৭৮. যা পন ভিক্ষুণী সিদ্ধমানং “সচে মং ত্বং, অযো, দ্বে বম্সানি অনুবন্ধিম্সসি, এবাহং তং বুট্ঠাপেম্সামী”তি বত্বা সা পচ্ছা অনন্তরাযিকিনী নেব বুট্ঠাপেয্য, ন বুট্ঠাপনায উম্সুন্ধং করেয্য, পাচিত্তিয়ং ।

সোকাবাস সিদ্ধাপদং

৭৯. যা পন ভিক্ষুণী পুরিসসংসট্ঠং কুমারকসংসট্ঠং চণ্ডিং সোকাবাসং সিদ্ধমানং বুট্ঠাপেয্য, পাচিত্তিয়ং ।

অননুৎপত্তাত সিদ্ধাপদং

৮০. যা পন ভিক্ষুণী মাতাপিতৃহি বা সামিকেন বা অননুৎপত্তাতং সিদ্ধমানং বুট্ঠাপেয্য, পাচিত্তিয়ং ।

পারিবাসিক সিদ্ধাপদং

৮১. যা পন ভিক্ষুণী পারিবাসিকছন্দদানেন সিদ্ধমানং বুট্ঠাপেয্য, পাচিত্তিয়ং ।

অনুবম্স সিদ্ধাপদং

৮২. যা পন ভিক্ষুণী অনুবম্সং বুট্ঠাপেয্য, পাচিত্তিয়ং ।

একবম্স সিদ্ধাপদং

৮৩. যা পন ভিক্ষুণী একং বম্সং দ্বে বুট্ঠাপেয্য, পাচিত্তিয়ং ।

কুমারিভূতবগ্নো অট্ঠমো ।

ছত্ৰুপাহন সিদ্ধাপদং

৮৪. যা পন ভিক্ষুণী অগিলানা ছত্ৰুপাহনং ধারেয্য, পাচিত্তিয়ং ।

যান সিদ্ধাপদং

৮৫. যা পন ভিক্ষুণী অগিলানা যানেন যাযেয্য, পাচিত্তিয়ং ।

সম্মাণি সিদ্ধাপদং

৮৬. যা পন ভিক্ষুণী সম্মাণিং ধারেয্য, পাচিত্তিয়ং ।

ইথালঙ্কার সিদ্ধাপদং

৮৭. যা পন ভিক্ষুণী ইথালঙ্কারং ধারেয্য, পাচিত্তিয়ং ।

গন্ধবল্লক সিদ্ধাপদং

৮৮. যা পন ভিক্ষুণী গন্ধবল্লকেন নহাযেয্য, পাচিত্তিয়ং ।

বাসিতক সিদ্ধাপদং

৮৯. যা পন ভিক্ষুণী বাসিতকেন পিণ্ডগ্রাকেন নহাযেয্য, পাচিত্তিয়ং ।

ভিক্ষুণি-উম্মদাপন সিদ্ধাপদং

৯০. যা পন ভিক্ষুণী ভিক্ষুণিয়া উম্মদাপেয্য বা পরিমদাপেয্য বা, পাচিত্তিয়ং ।

সিদ্ধমান-উম্মদাপন সিদ্ধাপদং

৯১. যা পন ভিক্ষুণী সিদ্ধমানায উম্মদাপেয্য বা পরিমদাপেয্য বা, পাচিত্তিয়ং ।

সামণেরী-উম্মদাপন সিদ্ধাপদং

৯২. যা পন ভিক্ষুণী সামণেরিয়া উম্মদাপেয্য বা পরিমদাপেয্য বা, পাচিত্তিয়ং ।

গিহিনি-উম্মদাপন সিদ্ধাপদং

৯৩. যা পন ভিক্ষুণী গিহিনিয়া উম্মদাপেয্য বা পরিমদাপেয্য বা, পাচিত্তিয়ং ।

অনাপুচ্ছা সিদ্ধাপদং

৯৪. যা পন ভিক্ষুণী ভিক্ষুস্স পুরতো অনাপুচ্ছা আসনে নিসীদেয্য, পাচিত্তিয়ং ।

পঞ্হাপুচ্ছন সিদ্ধাপদং

৯৫. যা পন ভিক্ষুণী অনোকাসকতং ভিক্ষুং পঞ্হং পুচ্ছেয্য, পাচিত্তিয়ং ।

অসংকচ্চিক সিদ্ধাপদং

৯৬. যা পন ভিক্ষুণী অসংকচ্চিকা গামং পবিসেয্য, পাচিত্তিয়ং ।

ছত্তুপাহনবগ্গো নবমো ।

মুসাবাদ সিদ্ধাপদং

৯৭. সম্পজানমুসাবাদে পাচিত্তিয়ং ।

ওমসবাদ সিদ্ধাপদং

৯৮. ওমসবাদে পাচিত্তিয়ং ।

পেসুঞ্হেত্তু সিদ্ধাপদং

৯৯. ভিক্ষুণিপেসুঞ্হেত্তু পাচিত্তিয়ং ।

পদসোধম্ম সিদ্ধাপদং

১০০. যা পন ভিক্ষুণী অনুপসম্পন্নং পদসো ধম্মং বাচেয্য, পাচিত্তিয়ং ।

পঠমসহসেয্য সিদ্ধাপদং

১০১. যা পন ভিক্ষুণী অনুপসম্পন্নায় উত্তরিদিরত্ততিরত্তং সহসেয্যং কপ্পেয্য, পাচিত্তিয়ং ।

দুতীয়সহসেয্য সিদ্ধাপদং

১০২. যা পন ভিক্ষুণী পুরিসেন সহসেয্যং কপ্পেয্য, পাচিত্তিয়ং ।

ধম্মদেসনা সিদ্ধাপদং

১০৩. যা পন ভিক্ষুণী পুরিসম্ম উত্তরিছপ্পঞ্চবাচাহি ধম্মং দেসেয্য অঞ্হেত্তু বিঞ্হেত্তুনা ইথিবিগ্গহেন, পাচিত্তিয়ং ।

ভূতারোচন সিদ্ধাপদং

১০৪. যা পন ভিক্ষুণী অনুপসম্পন্নায় উত্তরিমনুস্সধম্মং আরোচেয্য, ভূতস্মিং পাচিত্তিয়ং ।

দুট্টল্লারোচন সিদ্ধাপদং

১০৫. যা পন ভিক্ষুণী ভিক্ষুণিয়া দুট্টল্লং আপত্তিং অনুপসম্পন্নায় আরোচেয্য অঞ্হেত্তু ভিক্ষুণিসম্মুতিয়া, পাচিত্তিয়ং ।

পথবীথন সিদ্ধাপদং

১০৬. যা পন ভিক্ষুণী পথবিং খণেয়া বা খণাপেয়া বা, পাচিতিয়ং ।

মুসাবাদবগ্গো দসমো ।

ভূতগাম সিদ্ধাপদং

১০৭. ভূতগামপাতব্যতায় পাচিতিয়ং ।

অঞএবাদক সিদ্ধাপদং

১০৮. অঞএবাদকে, বিহেসকে পাচিতিয়ং ।

উজ্জাপনক সিদ্ধাপদং

১০৯. উজ্জাপনকে, থিয়ানকে পাচিতিয়ং ।

পঠমসেনাসন সিদ্ধাপদং

১১০. যা পন ভিক্ষুণী সজ্জিকং মঞ্চং বা পীঠং বা ভিসিং বা কোচ্ছং বা অজ্জোকাসে সহরিত্তা বা সহরাপেত্তা বা তং পক্কমত্তী নেব উদ্ধরেয়া, ন উদ্ধরাপেয়া, অনাপুচ্ছং বা গচ্ছেয়া, পাচিতিয়ং ।

দুতিয়সেনাসন সিদ্ধাপদং

১১১. যা পন ভিক্ষুণী সজ্জিকে বিহারে সেয়াং সহরিত্তা বা সহরাপেত্তা বা তং পক্কমত্তী নেব উদ্ধরেয়া, ন উদ্ধরাপেয়া, অনাপুচ্ছং বা গচ্ছেয়া, পাচিতিয়ং ।

অনুপখজ্জ সিদ্ধাপদং

১১২. যা পন ভিক্ষুণী সজ্জিকে বিহারে জানং পুৰুপগতং ভিক্ষুণিং অনুপখজ্জ সেয়াং কপ্পেয়া “যস্সা সম্বোধো ভবিস্সতি, সা পক্কমিস্সতী”তি এতদেব পচয়ং করিত্তা অনঞএং, পাচিতিয়ং ।

নিক্কডন সিদ্ধাপদং

১১৩. যা পন ভিক্ষুণী ভিক্ষুণিং কুপিতা অনত্তমনা সজ্জিক বিহারা নিক্কডেয়া বা নিক্কডাপেয়া বা, পাচিতিয়ং ।

বেহাসকুটি সিদ্ধাপদং

১১৪. যা পন ভিক্ষুণী সজ্জিকে বিহারে উপরিবেহাসকুটিয়া আহচপাদকং মঞ্চং বা পীঠং বা অভিনিসীদেয়া বা অভিনিপজ্জেয়া বা, পাচিতিয়ং ।

মহল্লকবিহার সিদ্ধাপদং

১১৫. মহল্লকং পন ভিক্ষুনিয়া বিহারং কারয়মানায় যাব দ্বারকোসা অগ্নলট্টপনায়, আলোকসন্ধিপারিকম্মায় দ্বত্তিচ্ছদনস্স পরিয়ায়ং অগ্নহরিতে ঠিতায় অধিট্টাতব্বং। ততো চে উত্তরি অগ্নহরিতেপি ঠিতা অধিট্টাহেয়া, পাচিত্তিয়ং।

সপ্পাণক সিদ্ধাপদং

১১৬. যা পন ভিক্ষুণী জানং সপ্পাণকং উদকং তিণং বা মত্তিকং বা সিঞ্চেয়্য বা সিঞ্চাপেয়্য বা, পাচিত্তিয়ং।

ভূতগামবগ্গো একাদসমো।

আবসথপিণ্ড সিদ্ধাপদং

১১৭. অগিলানায় ভিক্ষুনিয়া একো আবসথপিণ্ডো ভুজ্জিতব্বো। ততো চে উত্তরি ভুজ্জেয়্য, পাচিত্তিয়ং।

গণভোজন সিদ্ধাপদং

১১৮. গণভোজনে অঞঞত্র সময়া পাচিত্তিয়ং। তথাযং সমযো, গিলানসমযো, চীবরদানসমযো, চীবরকারসমযো, অদ্ধানগমনসমযো, নাবাভিরুহনসমযো, মহাসমযো, সমণভত্তসমযো, অযং তথ সমযো।

কাণমাতু সিদ্ধাপদং

১১৯. ভিক্ষুনিং পনেব কুলং উপগতং পূবেহি বা মহেহি বা অভিহট্টং পবারেয়া, আকঙ্খমানায় ভিক্ষুনিয়া দ্বত্তিপত্তপূরা পটিগ্নহেতব্বা। ততো চে উত্তরি পটিগ্নহেয়া, পাচিত্তিয়ং। দ্বত্তিপত্তপূরে পটিগ্নহেত্বা ততো নীহরিত্বা ভিক্ষুণীহি সদ্ধিং সংবিভজিতব্বং, অযং তথ সামীচি।

বিকালভোজন সিদ্ধাপদং

১২০. যা পন ভিক্ষুণী বিকালে খাদনীযং বা ভোজনীযং বা খাদেয়া বা ভুজ্জেয়া বা, পাচিত্তিয়ং।

সন্নিধিকারক সিদ্ধাপদং

১২১. যা পন ভিক্ষুণী সন্নিধিকারকং খাদনীযং বা ভোজনীযং বা খাদেয়া বা ভুজ্জেয়া বা, পাচিত্তিয়ং।

দত্তপোন সিদ্ধাপদং

১২২. যা পন ভিক্ষুণী অদিন্নং মুখদ্বারং আহারং আহরেয়্য
অএএত্ত উদকদত্তপোনা, পাচিত্তিয়ং ।

উয়োজন সিদ্ধাপদং

১২৩. যা পন ভিক্ষুণী ভিক্ষুণিং “এহায়ে গামং বা নিগমং বা
পিণ্ডায় পবিসিস্সামা’তি তম্মা দাপেত্ত্বা বা অদাপেত্ত্বা বা
উয়োজেয়্য “গচ্ছায়ে, ন মে তথা সদ্ধিং কথা বা নিসজ্জা বা ফাসু
হোতি, একিকায মে কথা বা নিসজ্জা বা ফাসু হোতী’তি এতদেব
পচ্চয়ং করিত্বা অনএএত্তং, পাচিত্তিয়ং ।

সভোজন সিদ্ধাপদং

১২৪. যা পন ভিক্ষুণী সভোজনে কুলে অনুপখজ্জ নিসজ্জং
কপ্পেয়্য, পাচিত্তিয়ং ।

রহোপটিচ্ছন্ন সিদ্ধাপদং

১২৫. যা পন ভিক্ষুণী পুরিসেন সদ্ধিং রহো পটিচ্ছন্নে আসনে
নিসজ্জং কপ্পেয়্য, পাচিত্তিয়ং ।

রহোনিসজ্জ সিদ্ধাপদং

১২৬. যা পন ভিক্ষুণী পুরিসেন সদ্ধিং একেনেকা রহো
নিসজ্জং কপ্পেয়্য, পাচিত্তিয়ং ।

ভোজনবল্লো দ্বাদসমো ।

চারিত্ত সিদ্ধাপদং

১২৭. যা পন ভিক্ষুণী নিমত্তিতা সভত্তা সমানা সত্তিং ভিক্ষুণিং
অনাপুচ্ছা পুরেভত্তং বা পচ্ছাভত্তং বা কুলেসু চারিত্তং আপজ্জেয়্য
অএএত্ত সমযা, পাচিত্তিয়ং । তথাযং সমযো, চীবরদানসমযো,
চীবরকারসমযো, অযং তথ সমযো ।

মহানাম সিদ্ধাপদং

১২৮. অগিলানায় ভিক্ষুণিয়া চতুমাসপ্লচ্চয়পবারণা সাদিতব্বা
অএএত্ত পুনপবারণায়, অএএত্ত নিচ্চপবারণায় । ততো চে উত্তরি
সাদিয়েয়্য, পাচিত্তিয়ং ।

উয্যুত্তসেনা সিদ্ধাপদং

১২৯. যা পন ভিক্ষুণী উয্যুত্তং সেনং দম্মসনায গচ্ছেয্য
অঞঞত্র তথারূপপ্পচযা, পাচিত্তিযং ।

সেনাবাস সিদ্ধাপদং

১৩০. সিয়া চ তম্মসা ভিক্ষুণিয়া কোচিদেব পচ্চযো সেনং
গমনায, দিরত্ততিরত্তং তায ভিক্ষুণিয়া সেনায বসিতব্বং । ততো চে
উত্তরি বসেয্য, পাচিত্তিযং ।

উয্যোদিক সিদ্ধাপদং

১৩১. দিরত্ততিরত্তং চে ভিক্ষুণী সেনায বসমানা উয্যোদিকং
বা বলপ্পং বা সেনাবূহং বা অনীকদম্মসনং বা গচ্ছেয্য, পাচিত্তিযং ।

সুরাপান সিদ্ধাপদং

১৩২. সুরামেরযপানে পাচিত্তিযং ।

অঙ্গুলিপতোদক সিদ্ধাপদং

১৩৩. অঙ্গুলিপতোদকে পাচিত্তিযং ।

হসধম্ম সিদ্ধাপদং

১৩৪. উদকে হসধম্মে পাচিত্তিযং ।

অনাদরিয় সিদ্ধাপদং

১৩৫. অনাদরিয়ে পাচিত্তিযং ।

ভিংসাপন সিদ্ধাপদং

১৩৬. যা পন ভিক্ষুণী ভিক্ষুণিং ভিংসাপেয্য, পাচিত্তিযং ।

চারিত্তবল্লো তেরসমো ।

জোতি সিদ্ধাপদং

১৩৭. যা পন ভিক্ষুণী অগিলানা বিসিদ্ধনাপেক্ষা জোতিং
সমাদহেয্য বা সমাদহাপেয্য বা অঞঞত্র তথারূপপ্পচযা,
পাচিত্তিযং ।

নহান সিদ্ধাপদং

১৩৮. যা পন ভিক্ষুণী ওরেনদ্ধমাসং নহাযেয্য অঞঞত্র সমযা,
পাচিত্তিযং । তথাযং সমযো “দিযড্ধো মাসো সেসো গিম্মহান’ত্তি
“বম্মসানম্মস পঠমো মাসো’ ইচ্ছেতে অড্ধতেয্যমাসা উৎহসমযো,

পরিল্লাহসমযো, গিলানসমযো, কস্মসমযো, অন্ধানগমনসমযো, বাতবুষ্ঠিসমযো, অযং তথ সমযো ।

দুৰ্দ্ধগ্গকরণ সিদ্ধাপদং

১৩৯. নবং পন ভিক্ষুনিয়া চীবরলাভায় তিগ্গং দুৰ্দ্ধগ্গকরণানং অঞত্তরং দুৰ্দ্ধগ্গকরণং আদাতব্বং নীলং বা কদমং বা কালসামং বা । অনাদা চে ভিক্ষুণী তিগ্গং দুৰ্দ্ধগ্গকরণানং অঞত্তরং দুৰ্দ্ধগ্গকরণং নবং চীবরং পরিভুজ্জেয়্য, পাচিতিয়ং ।

বিকল্পন সিদ্ধাপদং

১৪০. যা পন ভিক্ষুণী ভিক্ষুস্স বা ভিক্ষুনিয়া বা সিদ্ধমানায় বা সামণেরস্স বা সামণেরিয়া বা সামং চীবরং বিকল্পেত্বা অপচ্ছুদ্ধারণং পরিভুজ্জেয়্য পাচিতিয়ং ।

অপনিধাপন সিদ্ধাপদং

১৪১. যা পন ভিক্ষুণী ভিক্ষুনিয়া পত্তং বা চীবরং বা নিসীদনং বা সূচিঘরং বা কাযবন্ধনং বা অপনিধেয়্য বা অপনিধাপেয়্য বা অন্তমসো হসাপেক্ষাপি, পাচিতিয়ং ।

সন্ধিচ্চ সিদ্ধাপদং

১৪২. যা পন ভিক্ষুণী সন্ধিচ্চ পাগং জীবিতা বোরোপেয়্য, পাচিতিয়ং ।

সপ্পাগক সিদ্ধাপদং

১৪৩. যা পন ভিক্ষুণী জানং সপ্পাগকং উদকং পরিভুজ্জেয়্য, পাচিতিয়ং ।

উক্কোটন সিদ্ধাপদং

১৪৪. যা পন ভিক্ষুণী জানং যথাধম্মং নিহতাধিকরণং পুনকম্মায় উক্কোট্যেয়্য, পাচিতিয়ং ।

থেয়্যসথ সিদ্ধাপদং

১৪৫. যা পন ভিক্ষুণী জানং থেয়্যসথেন সন্ধিং সংবিধায় একদ্ধানমগ্গং পটিপজ্জেয়্য অন্তমসো গামন্তরম্পি, পাচিতিয়ং ।

অরিট্ঠ সিদ্ধাপদং

১৪৬. যা পন ভিক্ষুণী এবং বদেয়্য “তথাহং ভগবতা ধম্মং

দেসিতং আজানামি, যথা যেমে অন্তরাযিকা ধম্মা বুত্তা ভগবতা, তে পটিসেবতো নালং অন্তরাযায়া’তি। সা ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীহি এবমস্স বচনীয়া “মায্যে এবং অবচ, মা ভগবত্তং অৰ্ভাচিচ্ছি, ন হি সাধু ভগবতো অৰ্ভস্থানং, ন হি ভগবা এবং বদেয্য, অনেকপরিয়াযেনায্যে অন্তরাযিকা ধম্মা অন্তরাযিকা বুত্তা ভগবতা, অলঞ্চ পন তে পটিসেবতো অন্তরাযায়া’তি। এবঞ্চ সা ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীহি বুচ্চমানা তথৈব পল্লঙ্ঘেয্য, সা ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীহি যাবততিয়ং সমনুভাসিতব্বা তস্স পটিনিম্সগ্গায। যাবততিয়ঞ্চৈ সমনুভাসিয়মানা তং পটিনিম্সজ্জেয্য, ইচ্চেতং কুসলং। নো চে পটিনিম্সজ্জেয্য, পাচিত্তিয়ং।

জোতিবল্লো চুদসমো।

উদ্ধিত্তসম্মোগ সিদ্ধাপদং

১৪৭. যা পন ভিক্ষুণী জানং তথাবাদিনিয়া ভিক্ষুণিয়া অকটানুধম্মায় তং দিচ্ছিং অল্লটিনিম্সট্টায় সদ্ধিং সম্বুঞ্জ্যেয্য বা, সংবসেয্য বা, সহ বা সেয্যং কল্ল্যেয্য, পাচিত্তিয়ং।

কণ্টক সিদ্ধাপদং

১৪৮. সমগুদেসাপি চে এবং বদেয্য “তথাহং ভগবতা ধম্মং দেসিতং আজানামি, যথা যেমে অন্তরাযিকা ধম্মা বুত্তা ভগবতা, তে পটিসেবতো নালং অন্তরাযায়া’তি। সা সমগুদেসা ভিক্ষুণীহি এবমস্স বচনীয়া “মায্যে, সমগুদেসে এবং অবচ, মা ভগবত্তং অৰ্ভাচিচ্ছি, ন হি সাধু ভগবতো অৰ্ভস্থানং, ন হি ভগবা এবং বদেয্য, অনেকপরিয়াযেনায্যে, সমগুদেসে অন্তরাযিকা ধম্মা অন্তরাযিকা বুত্তা ভগবতা, অলঞ্চ পন তে পটিসেবতো অন্তরাযায়া’তি। এবঞ্চ সা সমগুদেসা ভিক্ষুণীহি বুচ্চমানা তথৈব পল্লঙ্ঘেয্য, সা সমগুদেসা ভিক্ষুণীহি এবমস্স বচনীয়া “অজ্জতল্লে তে, অয্যে, সমগুদেসে ন চেব সো ভগবা সথা অপদিসিতব্বো, যম্পি চঞেগ্গা সমগুদেসা লভন্তি ভিক্ষুণীহি সদ্ধিং দিরত্ততিরত্তং সহসেয্যং, সাপি তে নথি, চর পিরে, বিনম্সা’তি। যা পন ভিক্ষুণী

জানং তথানাসিতং সমণুদেসং উপলাপেয্য বা, উপট্টাপেয্য বা, সমুজ্জেয্য বা, সহ বা সেয্যং কপ্পেয্য, পাচিত্তিযং ।

সহধম্মিক সিদ্ধাপদং

১৪৯. যা পন ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীহি সহধম্মিকং বুচ্চমানা এবং বদেয্য “ন তাবাহং, অয্যে, এতস্মিং সিদ্ধাপদে সিদ্ধিস্সামি, যাব ন অঞঞং ভিক্ষুণিং ব্যত্তং বিনযধরং পরিপুচ্ছামী”তি, পাচিত্তিযং । সিদ্ধমানায়, ভিক্ষবে, ভিক্ষুণিয়া অঞঞাতব্বং পরিপুচ্ছিতব্বং পরিপাচ্ছিতব্বং, অযং তথ সামীচি ।

বিলেখন সিদ্ধাপদং

১৫০. যা পন ভিক্ষুণী পাতিমোক্ষে উদ্দিস্সমানে এবং বদেয্য “কিং পনিমেহি খুদানুখুদ্ধকেহি সিদ্ধাপদেহি উদ্দিট্টেহি, যাবদেব কুচ্চুচায় বিহেসায় বিলেখায় সংবত্তন্তী”তি, সিদ্ধাপদবিবল্লকে পাচিত্তিযং ।

মোহন সিদ্ধাপদং

১৫১. যা পন ভিক্ষুণী অন্বদ্ধমাসং পাতিমোক্ষে উদ্দিস্সমানে এবং বদেয্য “ইদানেব খো অহং, অয্যে, জানামি অযম্পি কির ধম্মো সুত্তাগতো সুত্তপরিযাপনো অন্বদ্ধমাসং উদেসং আগচ্ছতী”তি, তঞ্চো ভিক্ষুণিং অঞঞা ভিক্ষুণিয়ো জানেয্যুং নিসিন্নপুব্বং ইমায় ভিক্ষুণিয়া দ্বত্তিক্সত্তুং পাতিমোক্ষে উদ্দিস্সমানে, কো পন বাদো ভিয়্যো, ন চ তস্সা ভিক্ষুণিয়া অঞঞাগকেন মুত্তি অথি, যঞ্চ তথ আপত্তিং আপন্না, তঞ্চ যথাধম্মো কারেতব্বো, উত্তরি চস্সা মোহো আরোপেতব্বো “তস্সা তে, অয্যে, অলাভা, তস্সা তে দুল্লদ্ধং, যং ত্বং পাতিমোক্ষে উদ্দিস্সমানে ন সাধুকং অট্টিং কত্ত্বা মনসি করোসী”তি, ইদং তস্মিং মোহনকে পাচিত্তিযং ।

পহার সিদ্ধাপদং

১৫২. যা পন ভিক্ষুণী ভিক্ষুণিয়া কুপিতা অনত্তমনা পহারং দদেয্য, পাচিত্তিযং ।

তলসত্তিক সিদ্ধাপদং

১৫৩. যা পন ভিক্ষুণী ভিক্ষুণিয়া কুপিতা অনত্তমনা তলসত্তিকং

উগ্নিরেয্য, পাচিত্তিয়ং ।

অমূলক সিদ্ধাপদং

১৫৪. যা পন ভিক্ষুণী ভিক্ষুণিণং অমূলকেন সজ্জাদিসেসেন অনুদ্ধংসেয্য, পাচিত্তিয়ং ।

সঞ্চিচ্চ সিদ্ধাপদং

১৫৫. যা পন ভিক্ষুণী ভিক্ষুণিয়া সঞ্চিচ্চ কুচ্ছুচ্চং উপদহেয্য “ইতিস্সা মুহুত্তম্পি অফাসু ভবিস্সতী”তি এতদেব পচ্চযং করিত্বা অনঞঞং, পাচিত্তিয়ং ।

উপস্সুতি সিদ্ধাপদং

১৫৬. যা পন ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীনং ভণ্ণজাতানং কলহজাতানং বিবাদাপন্নানং উপস্সুতিং তিষ্ঠেয্য “যং ইমা ভণিস্সন্তি, তং সোম্সামী”তি এতদেব পচ্চযং করিত্বা অনঞঞং, পাচিত্তিয়ং ।

দিট্ঠিবল্লো পন্নরসমো ।

কস্মপ্পটিবাহন সিদ্ধাপদং

১৫৭. যা পন ভিক্ষুণী ধম্মিকানং কস্মানং ছন্দং দত্ত্বা পচ্ছা খীযনধম্মং আপজ্জেয্য, পাচিত্তিয়ং ।

ছন্দং-অদত্তাগমন সিদ্ধাপদং

১৫৮. যা পন ভিক্ষুণী সঞ্চে বিনিচ্ছয়কথায় বত্তমানায় ছন্দং অদত্তা উট্ঠায়াসনা পক্কমেয্য পাচিত্তিয়ং ।

দুৰ্দ্ধল সিদ্ধাপদং

১৫৯. যা পন ভিক্ষুণী সমগ্গেন সঞ্চেণ চীবরং দত্ত্বা পচ্ছা খীযনধম্মং আপজ্জেয্য “যথাসম্বুতং ভিক্ষুণিয়ো সজ্জিকং লাভং পরিণামেত্তী”তি, পাচিত্তিয়ং ।

পরিণামন সিদ্ধাপদং

১৬০. যা পন ভিক্ষুণী জানং সজ্জিকং লাভং পরিণতং পুগ্গলস্স পরিণামেয্য, পাচিত্তিয়ং ।

রতন সিদ্ধাপদং

১৬১. যা পন ভিক্ষুণী রতনং বা রতনসম্মতং বা অঞঞত্র
অঙ্কারামা বা অঙ্কাবসথা বা উগ্গাঙ্হেয়া বা উগ্গাঙ্হাপেয়া বা,
পাচিত্তিয়ং । রতনং বা পন ভিক্ষুণিয়া রতনসম্মতং বা অঙ্কারামে বা
অঙ্কাবসথে বা উগ্গাহেত্বা বা উগ্গাহাপেত্বা বা নিচ্ছিপিতব্বং “যস্স
ভবিস্সতি, সো হরিস্সতী”তি, অয়ং তথ সামীচি ।

সূচিঘর সিদ্ধাপদং

১৬২. যা পন ভিক্ষুণী অট্ঠিময়ং বা দন্তময়ং বা বিসাণময়ং বা
সূচিঘরং কারাপেয়া, ভেদনকং পাচিত্তিয়ং ।

মঞ্চপীঠ সিদ্ধাপদং

১৬৩. নবং পন ভিক্ষুণিয়া মঞ্চং বা পীঠং বা কারয়মানায
অট্ঠঙ্গুলপাদকং কারেতব্বং সুগতঙ্গুলেন অঞঞত্র হেট্ঠিমায
অটনিয়া । তং অতিক্কামেত্তিয়া ছেদনকং পাচিত্তিয়ং ।

তূলোনদ্ধ সিদ্ধাপদং

১৬৪. যা পন ভিক্ষুণী মঞ্চং বা পীঠং বা তূলোনদ্ধং
কারাপেয়া, উদালনকং পাচিত্তিয়ং ।

কণ্ডুপ্পটিচ্ছাদি সিদ্ধাপদং

১৬৫. কণ্ডুপ্পটিচ্ছাদিং পন ভিক্ষুণিয়া কারয়মানায পমাণিকা
কারেতব্বা, তত্রিদং পমাণং, দীঘসো চতস্সো বিদথিয়ো
সুগতবিদথিয়া, তিরিয়ং ছে বিদথিয়ো । তং অতিক্কামেত্তিয়া
ছেদনকং পাচিত্তিয়ং ।

নন্দ সিদ্ধাপদং

১৬৬. যা পন ভিক্ষুণী সুগতচীবরপ্পমাণং চীবরং কারাপেয়া
অতিরেকং বা ছেদনকং পাচিত্তিয়ং । তত্রিদং সুগতস্স
সুগতচীবরপ্পমাণং, দীঘসো নব বিদথিয়ো সুগতবিদথিয়া, তিরিয়ং ছ
বিদথিয়ো, ইদং সুগতস্স সুগতচীবরপ্পমাণন্তি ।

ধম্মিকবল্লো সোলসমো ।

উদ্দিট্ঠা খো, অয্যাযো, ছসট্ঠিসতা পাচিত্তিয়া ধম্মা ।
তথায্যাযো, পুচ্ছামি, কচ্চিথ পরিসুদ্ধা, দুতিযম্পি পুচ্ছামি, কচ্চিথ

পরিসুদ্ধা, ততিয়ম্পি পুচ্ছামি, কচ্চিথ পরিসুদ্ধা, পরিসুদ্ধেথায্যাযো,
তস্মা তুণ্হী, এবমেতং ধারয়ামীতি ।

পাচিত্তিয়া নিষ্ঠিতা ।

পাটিদেসনীয়া

ইমে খো পনায্যাযো অট্ট পাটিদেসনীয়া ধম্মা উদ্দেশং
আগচ্ছন্তি ।

সপ্পিবিঞগাপন সিদ্ধাপদং

১. যা পন ভিক্ষুণী অগিলানা সপ্পিং বিঞগাপেত্তা ভুঞ্জেয্য,
পটিদেসেতব্বং তায় ভিক্ষুণিয়া “গারহং, অয্যে, ধম্মং আপজ্জিং
অসপ্পাযং পাটিদেসনীযং, তং পটিদেসেমীতি ।

তেলবিঞগাপন সিদ্ধাপদং

২. যা পন ভিক্ষুণী অগিলানা তেলং বিঞগাপেত্তা
ভুঞ্জেয্য...পে.... তং পটিদেসেমীতি ।

মধুবিঞগাপন সিদ্ধাপদং

৩. যা পন ভিক্ষুণী অগিলানা মধুং বিঞগাপেত্তা ভুঞ্জেয্য,
পটিদেসেতব্বং তায় ভিক্ষুণিয়া “গারহং, অয্যে, ধম্মং আপজ্জিং
অসপ্পাযং পাটিদেসনীযং, তং পটিদেসেমীতি ।

ফাগিতবিঞগাপন সিদ্ধাপদং

৪. যা পন ভিক্ষুণী অগিলানা ফাগিতং বিঞগাপেত্তা ভুঞ্জেয্য,
পটিদেসেতব্বং তায় ভিক্ষুণিয়া “গারহং, অয্যে, ধম্মং আপজ্জিং
অসপ্পাযং পাটিদেসনীযং, তং পটিদেসেমীতি ।

মচ্ছবিঞগাপন সিদ্ধাপদং

৫. যা পন ভিক্ষুণী অগিলানা মচ্ছং বিঞগাপেত্তা ভুঞ্জেয্য,
পটিদেসেতব্বং তায় ভিক্ষুণিয়া “গারহং, অয্যে, ধম্মং আপজ্জিং
অসপ্পাযং পাটিদেসনীযং, তং পটিদেসেমীতি ।

মংসবিঞগাপন সিদ্ধাপদং

৬. যা পন ভিক্ষুণী অগিলানা মংসং বিঞঞাপেত্বা ভুঞ্জেয্য, পটিদেসেতব্বং তায় ভিক্ষুণিয়া “গারহং, অযো, ধম্মং আপজ্জিং অসপ্পাযং পাটিদেসনীযং, তং পটিদেসেমীতি ।

খীরবিঞঞাপন সিদ্ধাপদং

৭. যা পন ভিক্ষুণী অগিলানা খীরং বিঞঞাপেত্বা ভুঞ্জেয্য, পটিদেসেতব্বং তায় ভিক্ষুণিয়া “গারহং, অযো, ধম্মং আপজ্জিং অসপ্পাযং পাটিদেসনীযং, তং পটিদেসেমীতি ।

দধিবিঞঞাপন সিদ্ধাপদং

৮. যা পন ভিক্ষুণী অগিলানা দধিং বিঞঞাপেত্বা ভুঞ্জেয্য, পটিদেসেতব্বং তায় ভিক্ষুণিয়া “গারহং, অযো, ধম্মং আপজ্জিং অসপ্পাযং পাটিদেসনীযং, তং পটিদেসেমীতি ।

উদ্দিষ্ঠা খো, অয্যাযো, অট্ট পাটিদেসনীয়া ধম্মা । তথায্যাযো, পুচ্ছামি, কচ্চিথ পরিসুদ্ধা, দুতিযম্পি পুচ্ছামি, কচ্চিথ পরিসুদ্ধা, ততিযম্পি পুচ্ছামি, কচ্চিথ পরিসুদ্ধা, পরিসুদ্ধেথায্যাযো, তম্মা তুণ্হী, এবমেতং ধারয়ামীতি ।

পাটিদেসনীয়া নিষ্ঠিতা ।

সেখিয়া

ইমে খো পনায্যাযো সেখিয়া ধম্মা উদ্দেশং আগচ্ছন্তি ।

পরিমণ্ডল সিদ্ধাপদং

১. পরিমণ্ডলং নিবাসেম্সামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

২. পরিমণ্ডলং পারুপিম্সামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

সুপ্পটিচ্ছন্ন সিদ্ধাপদং

৩. সুপ্পটিচ্ছন্ন অন্তরঘরে গমিস্সামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

৪. সুপ্পটিচ্ছন্ন অন্তরঘরে নিসীদিম্সামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

সুসংবৃত সিদ্ধাপদং

৫. সুসংবৃত অন্তরঘরে গমিস্সামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

୬. ସୁସଂବୃତା ଅନ୍ତରଘରେ ନିସୀଦିମ୍ଭାମୀତି ସିକ୍ଷା କରିଣୀୟା ।

ଓକ୍ଷିତ୍ତଚକ୍ଷୁ ସିକ୍ଷାପଦଂ

୭. ଓକ୍ଷିତ୍ତଚକ୍ଷୁନୀ ଅନ୍ତରଘରେ ଗମିମ୍ଭାମୀତି ସିକ୍ଷା କରିଣୀୟା ।

୮. ଓକ୍ଷିତ୍ତଚକ୍ଷୁନୀ ଅନ୍ତରଘରେ ନିସୀଦିମ୍ଭାମୀତି ସିକ୍ଷା କରିଣୀୟା ।

ଉକ୍ଷିତ୍ତକ ସିକ୍ଷାପଦଂ

୯. ନ ଉକ୍ଷିତ୍ତକାୟ ଅନ୍ତରଘରେ ଗମିମ୍ଭାମୀତି ସିକ୍ଷା କରିଣୀୟା ।

୧୦. ନ ଉକ୍ଷିତ୍ତକାୟ ଅନ୍ତରଘରେ ନିସୀଦିମ୍ଭାମୀତି ସିକ୍ଷା କରିଣୀୟା ।

ପରିମଂଗୁଳବଂଶୋ ପଠମୋ ।

ଉଜ୍ଜଞ୍ଘିକ ସିକ୍ଷାପଦଂ

୧୧. ନ ଉଜ୍ଜଞ୍ଘିକାୟ ଅନ୍ତରଘରେ ଗମିମ୍ଭାମୀତି ସିକ୍ଷା କରିଣୀୟା ।

୧୨. ନ ଉଜ୍ଜଞ୍ଘିକାୟ ଅନ୍ତରଘରେ ନିସୀଦିମ୍ଭାମୀତି ସିକ୍ଷା କରିଣୀୟା ।

ଉଚ୍ଛସଦ୍ଧ ସିକ୍ଷାପଦଂ

୧୩. ଅପ୍ପସଦ୍ଧା ଅନ୍ତରଘରେ ଗମିମ୍ଭାମୀତି ସିକ୍ଷା କରିଣୀୟା ।

୧୪. ଅପ୍ପସଦ୍ଧା ଅନ୍ତରଘରେ ନିସୀଦିମ୍ଭାମୀତି ସିକ୍ଷା କରିଣୀୟା ।

କାୟପ୍ପଚାଳକ ସିକ୍ଷାପଦଂ

୧୫. ନ କାୟପ୍ପଚାଳକଂ ଅନ୍ତରଘରେ ଗମିମ୍ଭାମୀତି ସିକ୍ଷା କରିଣୀୟା ।

୧୬. ନ କାୟପ୍ପଚାଳକଂ ଅନ୍ତରଘରେ ନିସୀଦିମ୍ଭାମୀତି ସିକ୍ଷା କରିଣୀୟା ।

ବାହୁପ୍ପଚାଳକ ସିକ୍ଷାପଦଂ

୧୭. ନ ବାହୁପ୍ପଚାଳକଂ ଅନ୍ତରଘରେ ଗମିମ୍ଭାମୀତି ସିକ୍ଷା କରିଣୀୟା ।

୧୮. ନ ବାହୁପ୍ପଚାଳକଂ ଅନ୍ତରଘରେ ନିସୀଦିମ୍ଭାମୀତି ସିକ୍ଷା କରିଣୀୟା ।

ସୀସପ୍ପଚାଳକ ସିକ୍ଷାପଦଂ

୧୯. ନ ସୀସପ୍ପଚାଳକଂ ଅନ୍ତରଘରେ ଗମିମ୍ଭାମୀତି ସିକ୍ଷା କରିଣୀୟା ।

୨୦. ନ ସୀସପ୍ପଚାଳକଂ ଅନ୍ତରଘରେ ନିସୀଦିମ୍ଭାମୀତି ସିକ୍ଷା କରିଣୀୟା ।

করণীয়া ।

উজ্জগ্গিকবল্লো দুতিযো ।

খম্বকত সিদ্ধাপদং

২১. ন খম্বকতা অন্তরঘরে গমিস্সামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

২২. ন খম্বকতা অন্তরঘরে নিসীদিহিস্সামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

ওগুঠিত সিদ্ধাপদং

২৩. ন ওগুঠিতা অন্তরঘরে গমিস্সামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

২৪. ন ওগুঠিতা অন্তরঘরে নিসীদিহিস্সামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

উক্কটিক সিদ্ধাপদং

২৫. ন উক্কটিকায় অন্তরঘরে গমিস্সামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

পল্লথিক সিদ্ধাপদং

২৬. ন পল্লথিকায় অন্তরঘরে নিসীদিহিস্সামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

সক্কচ্চপটিগ্গহণ সিদ্ধাপদং

২৭. সক্কচ্চং পিণ্ডপাতং পটিগ্গহেস্সামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

পত্তসঞিঞনীপটিগ্গহণ সিদ্ধাপদং

২৮. পত্তসঞিঞনী পিণ্ডপাতং পটিগ্গহেস্সামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

সমসূপকপটিগ্গহণ সিদ্ধাপদং

২৯. সমসূপকং পিণ্ডপাতং পটিগ্গহেস্সামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

সমতিত্তিক সিদ্ধাপদং

৩০. সমতিত্তিকং পিণ্ডপাতং পটিগ্গহেস্সামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

খম্বকতবল্লো ততিযো ।

সক্কচ্চভুজ্জন সিদ্ধাপদং

৩১. সক্কচ্চং পিণ্ডপাতং ভুজ্জিস্সামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

পত্তসঞিঞনীভুজ্জন সিদ্ধাপদং

৩২. পত্তসঞিঞনী পিণ্ডপাতং ভুজ্জিস্সামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

সপদান সিদ্ধাপদং

৩৩. সপদানং পিণ্ডপাতং ভুঞ্জিষ্যামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

সমসূপক সিদ্ধাপদং

৩৪. সমসূপকং পিণ্ডপাতং ভুঞ্জিষ্যামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

ন থূপকত সিদ্ধাপদং

৩৫. ন থূপকতো ওমদিত্বা পিণ্ডপাতং ভুঞ্জিষ্যামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

ওদনপ্লটিচ্ছাদন সিদ্ধাপদং

৩৬. ন সূপং বা ব্যঞ্জনং বা ওদনেন পটিচ্ছাদেয়স্যামি ভিয্যোকম্যতং উপাদায়াতি সিদ্ধা করণীয়া ।

সূপোদনবিৎপ্রতি সিদ্ধাপদং

৩৭. ন সূপং বা ওদনং বা অগিলানা অন্তনো অথায বিৎপ্রাপেত্বা ভুঞ্জিষ্যামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

উজ্জানসৎপ্রণী সিদ্ধাপদং

৩৮. ন উজ্জানসৎপ্রণী পরেসং পত্তং ওলোকেয়স্যামিতি সিদ্ধা করণীয়া ।

কৰল সিদ্ধাপদং

৩৯. নাতিমহত্তং কৰলং করিষ্যামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

আলোপ সিদ্ধাপদং

৪০. পরিমণ্ডলং আলোপং করিষ্যামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

সক্কচ্চবগ্নো চতুথো ।

অনাহট সিদ্ধাপদং

৪১. ন অনাহটে কৰলে মুখদ্বারং বিবরিষ্যামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

ভুঞ্জমান সিদ্ধাপদং

৪২. ন ভুঞ্জমানা সৰ্ব্বহথং মুখে পক্খিপিস্যামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

সকৰল সিদ্ধাপদং

৪৩. ন সকৰলেন মুখেন ব্যাহরিষ্যামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

পিণ্ডুস্বেপক সিদ্ধাপদং

৪৪. ন পিণ্ডুস্বেপকং ভুঞ্জিষ্যামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

কৰলাবচ্ছেদক সিদ্ধাপদং

৪৫. ন কৰলাবচ্ছেদকং ভুঞ্জিষ্যামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

অবগণ্ডকারক সিদ্ধাপদং

৪৬. ন অবগণ্ডকারকং ভুঞ্জিষ্যামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

হথনিদ্ধনক সিদ্ধাপদং

৪৭. ন হথনিদ্ধনকং ভুঞ্জিষ্যামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

সিথাবকারক সিদ্ধাপদং

৪৮. ন সিথাবকারকং ভুঞ্জিষ্যামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

জিহ্বানিচ্ছারক সিদ্ধাপদং

৪৯. ন জিহ্বানিচ্ছারকং ভুঞ্জিষ্যামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

চপুচপুকারক সিদ্ধাপদং

৫০. ন চপুচপুকারকং ভুঞ্জিষ্যামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

কৰলবগ্নো পঞ্চমো ।

সুরুসুরুকারক সিদ্ধাপদং

৫১. ন সুরুসুরুকারকং ভুঞ্জিষ্যামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

হথনিল্লেহক সিদ্ধাপদং

৫২. ন হথনিল্লেহকং ভুঞ্জিষ্যামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

পত্তনিল্লেহক সিদ্ধাপদং

৫৩. ন পত্তনিল্লেহকং ভুঞ্জিষ্যামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

ওষ্ঠনিল্লেহক সিদ্ধাপদং

৫৪. ন ওষ্ঠনিল্লেহকং ভুঞ্জিষ্যামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

সামিস সিদ্ধাপদং

৫৫. ন সামিসেন হথেন পানীয়থালকং পটিগ্নহেষ্যামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

সসিথক সিদ্ধাপদং

৫৬. ন সসিথকং পত্তধোবনং অন্তরঘরে ছডেডস্যামীতি সিদ্ধা

করণীয়া ।

ছত্ৰপাণি সিদ্ধাপদং

৫৭. ন ছত্ৰপাণিস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসেস্সামীতি সিদ্ধা
করণীয়া ।

দণ্ডপাণি সিদ্ধাপদং

৫৮. ন দণ্ডপাণিস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসেস্সামীতি সিদ্ধা
করণীয়া ।

সথপাণি সিদ্ধাপদং

৫৯. ন সথপাণিস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসেস্সামীতি সিদ্ধা
করণীয়া ।

আবুধপাণি সিদ্ধাপদং

৬০. ন আবুধপাণিস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসেস্সামীতি সিদ্ধা
করণীয়া ।

সুরুসুরুবল্লো ছট্টো ।

পাদুক সিদ্ধাপদং

৬১. ন পাদুকাবুহস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসেস্সামীতি সিদ্ধা
করণীয়া ।

উপাহন সিদ্ধাপদং

৬২. ন উপাহনাবুহস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসেস্সামীতি সিদ্ধা
করণীয়া ।

যান সিদ্ধাপদং

৬৩. ন যানগতস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসেস্সামীতি সিদ্ধা
করণীয়া ।

সযন সিদ্ধাপদং

৬৪. ন সযনগতস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসেস্সামীতি সিদ্ধা
করণীয়া ।

পল্লথিক সিদ্ধাপদং

৬৫. ন পল্লথিকায় নিসিন্ণস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসেস্সামীতি

সিদ্ধা করণীয়া ।

বেঠিত সিদ্ধাপদং

৬৬. ন বেঠিতসীসস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসেস্সামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

ওগুষ্ঠিত সিদ্ধাপদং

৬৭. ন ওগুষ্ঠিতসীসস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসেস্সামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

ছমা সিদ্ধাপদং

৬৮. ন ছমাং নিসীদিহা আসনে নিসিন্নস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসেস্সামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

নীচাসন সিদ্ধাপদং

৬৯. ন নীচে আসনে নিসীদিহা উচে আসনে নিসিন্নস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসেস্সামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

ঠিতা সিদ্ধাপদং

৭০. ন ঠিতা নিসিন্নস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসেস্সামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

পচ্ছতোগচ্ছন্তী সিদ্ধাপদং

৭১. ন পচ্ছতো গচ্ছন্তী পুরতো গচ্ছন্তস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসেস্সামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

উপ্পথেনগচ্ছন্তী সিদ্ধাপদং

৭২. ন উপ্পথেন গচ্ছন্তী পথেন গচ্ছন্তস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসেস্সামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

ঠিতা-উচ্চার সিদ্ধাপদং

৭৩. ন ঠিতা অগিলানা উচ্চারং বা পস্সাবং বা করিস্সামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

হরিতে-উচ্চার সিদ্ধাপদং

৭৪. ন হরিতে অগিলানা উচ্চারং বা পস্সাবং বা খেল্লং বা করিস্সামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

উদকে-উচ্চার সিদ্ধাপদং

৭৫. ন উদকে অগিলানা উচ্চারং বা পস্সাবং বা খেল্লং বা

করিস্সামীতি সিদ্ধা করণীয়া ।

পাদুকবল্লো সত্তমো ।

উদ্দিষ্ঠা খো, অয্যাযো, সেথিয়া ধম্মা । তথায্যাযো, পুচ্ছামি, কচ্চিথ পরিসুদ্ধা, দূতিযম্পি পুচ্ছামি, কচ্চিথ পরিসুদ্ধা, ততিযম্পি পুচ্ছামি, কচ্চিথ পরিসুদ্ধা, পরিসুদ্ধেথায্যাযো, তম্মা তুহী, এবমেতং ধারয়ামীতি ।

সেথিয়া নির্জিতা ।

অধিকরণসমথা

ইমে খো পনায্যাযো, সত্ত অধিকরণসমথা ধম্মা উদ্দেশং আগচ্ছন্তি ।
উপ্পল্লুপ্পল্লানং অধিকরণানং সমথায় বৃপসমায সম্মুখাবিনয়ো দাতব্বো ।

সতিবিনয়ো দাতব্বো । অমূহবিনয়ো দাতব্বো । পটিঞগ্রায় কারেতব্বং ।

যেভুয্যসিকা । তম্পপাপিয়সিকা । তিণবথারকোতি ।

উদ্দিষ্ঠা খো, অয্যাযো, সত্ত অধিকরণসমথা ধম্মা । তথায্যাযো, পুচ্ছামি, কচ্চিথ পরিসুদ্ধা, দূতিযম্পি পুচ্ছামি, কচ্চিথ পরিসুদ্ধা, ততিযম্পি পুচ্ছামি, কচ্চিথ পরিসুদ্ধা, পরিসুদ্ধেথায্যাযো, তম্মা তুহী, এবমেতং ধারয়ামীতি ।

অধিকরণসমথা নির্জিতা ।

উদ্দিষ্ঠং খো অয্যাযো নিদানং, উদ্দিষ্ঠা অট্ট পারাজিকা ধম্মা, উদ্দিষ্ঠা সত্তরস সঙ্ঘাদিসেসা ধম্মা, উদ্দিষ্ঠা তিংস নিম্সল্লিয়া পাচিত্তিয়া ধম্মা, উদ্দিষ্ঠা ছসত্তি সতা পাচিত্তিয়া ধম্মা, উদ্দিষ্ঠা অট্ট পাটিদেসনীয়া ধম্মা, উদ্দিষ্ঠা সেথিয়া ধম্মা, উদ্দিষ্ঠা সত্ত অধিকরণসমথা ধম্মা, এত্তকং তম্প ভগবতো সুত্তাগতং সুত্তপরিয়াপন্নং অম্বদ্ধমাসং উদ্দেশং আগচ্ছতি, তথ সব্বাহেব সমল্লাহি সম্মোদমানাহি অবিবদমানাহি সিদ্ধিতব্বন্তি ।

বিথারুদ্দেশো চতুথো ।

ভিক্ষুণিপাতিমোক্ষং নির্জিতং ।

ভিক্ষুণী পাতিমোক্ষ

নমো তস্ ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্ ।

সেই ভগবান অরহত সম্যক সম্বুদ্ধকে নমস্কার ।

(ক) পূর্বকৃত্য (পুৰ্ব্বকিচ্চং)

১) পূর্ব করণীয় :

সমার্জন, প্রদীপ আর বসিবার আসনে;

উপোসথে এ সকলকে পূর্ব করণীয় বলে ।

অর্থাৎ, উপোসথ দিন উপোসথের স্থানকে ঝাড়ু দিয়ে সমার্জন করতে হয়, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করতে হয় (সূর্যের আলো থাকলে নিশ্চয়োজন), পানীয় জল এবং হাত মুখ ধোবনের জল যথাস্থানে রাখতে হয় এবং ভিক্ষুদের বসার আসন যথাস্থানে সজ্জিত রাখতে হয় । উপোসথ দিবসে এ সকলকে পূর্ব করণীয় বলে ।

২) পূর্ব কৃত্য :

ছন্দ, গুদ্বি, ঋতু, ভিক্ষুণী গণনা, উপদেশে;

উপোসথের পূর্ব কৃত্য বলে এ সকলে ।

অর্থাৎ- উপোসথ পাতিমোক্ষ আবৃত্তি হওয়ার আগে, উপোসথের স্থানে অসুস্থতা কারণে অনুপস্থিত ভিক্ষুণীর মতামত (ছন্দ) জেনে আসতে হয়, উপস্থিত ভিক্ষুণীর মধ্যে পরস্পরের আপত্তি দেশনা করতে হয়, কোন ঋতুর কত উপোসথ করা হচ্ছে তা উল্লেখ করতে হয়, উপোসথের স্থানে উপস্থিত ভিক্ষুণীর সংখ্যা কত তা গণনা করতে হয় এবং মনোনীত ভিক্ষু হতে উপদেশ শ্রবণ করা হয়েছে কি-না তা জানতে হয় । উপোসথ দিবসে এসকলকে পূর্বকৃত্য বলে ।

৩) উপযুক্ত সময় (পত্তকল্প অঙ্গ):

১) ইহা উপোসথের দিন (চতুদসী অথবা পঞ্চদসী) হওয়া, ২) উপোসথ বা পাতিমোক্ষ আবৃত্তি করতে যতজন ভিক্ষুণীর প্রয়োজন ততজন ভিক্ষুণীর উপস্থিতি, ৩) সম অথবা দেশনা যোগ্য

অপরাধগ্রস্ত ভিক্ষুণী দেশনা বিহীন হয়ে না থাকা ৪) একুশ প্রকার বজর্নীয় ব্যক্তি হস্তপাশে উপস্থিত না থাকা; এই চার প্রকার আনুকূল্যতাকে উপযুক্ত সময় বলা হয় ।

পূর্বকরণ এবং পূর্বকৃত্যাদি সমাপন করে, আপত্তি দেশনাদি সমাধা করে, সমস্ত ভিক্ষুণী একমত হয়ে অনুমতি দানের মাধ্যমে পাতিমোক্ষ আবৃত্তি (উদ্দেশ) করতে প্রার্থনা করছি ।

[বিঃ দ্রঃ এই অধ্যায়ের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়ার জন্যে টিকা সহ ভিক্ষু পাতিমোক্ষ দেখা প্রয়োজন ।]

খ. নিদানোদ্দেশ

আর্য্য সঙ্ঘ! আমার বাক্য শ্রবণ করুন; অদ্য পঞ্চদসী/চতুদসীর উপোসথ । যদি সঙ্ঘ উপযুক্ত সময় বলে মনে করেন সঙ্ঘ উপোসথ করতে পারেন, পাতিমোক্ষ আবৃত্তি (উদ্দেশ) করতে পারেন ।

সংঘের পূর্বকৃত্য কি? উপস্থিত অনুপস্থিত ভিক্ষুণীগণ আপন আপন পরিশুদ্ধতা প্রকাশ করেছেন, তাই আমি পাতিমোক্ষ আবৃত্তি করবো । চলুন, আমরা যারা উপস্থিত আছি, সকলেই উত্তম মনোযোগের সাথে আবৃত্তি শ্রবণ করি । কারণ, বর্ণিত আপত্তি সমূহের মধ্যে কোন কোন জন দোষগ্রস্ত থাকলে তিনি তা প্রকাশ করতে পারবেন; আর যদি কারো কোন দোষ না থাকে মৌনতা অবলম্বন করবেন । আর্য্যগণের মৌনভাব দেখে আমি পরিশুদ্ধা আছেন বলে ধারণা করবো ।

যেমন, কোন একজনকে কোন পরিষদে ব্যক্তিগত ভাবে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তর দিতে হয়; ঠিক তেমনভাবে জিজ্ঞাসার্থেই তৃতীয়বার পর্যন্ত এই পরিষদে জিজ্ঞাসা করা হবে । যদি কোন ভিক্ষুণী এভাবে তৃতীয়বার জিজ্ঞাসিত হওয়ার পর ও নিজ কৃত অপরাধ স্মরণ করতে অক্ষম হন বা প্রকাশ করতে সক্ষম না হন, তখন তা সজ্ঞানে মিথ্যাভাষণতুল্য অপরাধ হবে । আর্য্যগণ!

সজ্ঞানে মিথ্যাভাষণকে ভগবান কর্তৃক বিমুক্তির অন্তরায়কর বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

তদ্ব্যতীত, যদি কোন দোষ থেকে থাকে তা ভিক্ষুণী কর্তৃক প্রকাশ করা উচিত। যিনি দোষযুক্ত আছেন, তিনি তা স্মরণ করুন এবং পরিশুদ্ধির জন্যে উদ্যোগী হউন। যখন দোষ প্রকাশিত হয়, তখন নিজের জন্য মঙ্গল জনক হয়ে থাকে।

আর্যগণ! নিদান আবৃত্তি করা হলো।

এখন আমি আর্যগণকে জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা এই পর্যায়ে পরিশুদ্ধা আছেন তো? দ্বিতীয় বার জিজ্ঞাসা করছি আপনারা এই পর্যায়ে পরিশুদ্ধা আছেন তো? তৃতীয়বারও জিজ্ঞাসা করছি আপনারা এই পর্যায়ে পরিশুদ্ধা আছেন তো? পরিশুদ্ধা আছেন বিধায় মৌনতা অবলম্বন ধারণ করেছেন; আমি একুপই ধারণা করছি।

নিদান আবৃত্তি সমাপ্ত

[প্রথম নিদানোদ্দেশ]

গ. পারাজিকা উদ্দেশ

এখন অষ্টবিধ পরাজয়ের (পারাজিকা) বিষয় আবৃত্তির সময়ে আগত হচ্ছে-

১. মৈথুন বিষয়ক শিক্ষাপদঃ

যে কোন ভিক্ষুণী স্বেচ্ছায় কোন পুরুষের সাথে মৈথুন সেবন করলে, এমন কি অন্তিম পর্যায়ে পুরুষ জাতীয় কোন পশুর সাথে পর্যন্ত মৈথুন সেবন করলে, তার পরাজয় হয় (বুদ্ধের সাজ্জিক জীবনে)। সে তখন সংঘের সাথে সংসর্গ বর্জিত হবে।

২. অদত্ত বস্তু গ্রহণ বিষয়ক শিক্ষাপদঃ

গ্রামে বা অরণ্যে অন্যের অধিকারভূক্ত পড়ে থাকা অদত্তবস্তু গ্রহণ করলে, রাজ আইনে যদি চোরের ন্যায় ধরে হত্যা করা হয়, বন্দী করা হয়, দেশ হতে বহিস্কার করা হয়, তুমি চোর, মূর্খ,

নির্বোধ এই বলে তিরস্কার করা হয়; কোন ভিক্ষুণী এজাতীয় কোন অদত্তবস্তু চৌর্যচিত্তে গ্রহণ করলে সেই ভিক্ষুণী সামাজিক জীবনে পারাজিত হয়। তখন সে সংঘের সাথে সংসর্গ বর্জিত হয়।

৩. মানুষহত্যা বিষয়ক শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণী সজ্ঞানে মানুষ হত্যা করে, অথবা সেই উদ্দেশ্যে অস্ত্র বহন করে, বা অব্বেষণ করে, অথবা মরণের উপকারীতা বর্ণনা করে, বা মরণের জন্যে এভাবেই সমুত্তেজিত করে-

“হে বিজ্ঞ পুরুষ! তোমার পক্ষে এমন পাপ-দুর্দশাগ্রস্ত জীবনের প্রয়োজনীয়তা কি? এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরণই শ্রেয়;” অথবা তার মৃত্যু কামনায় এবং সেই চিত্ত সংকল্প নিয়ে নানা ভাবে মরণের উপকারীতা বর্ণনা করলে; বা মরণের জন্যে সমুত্তেজিত করলে; তাতে যদি সে নিজের মৃত্যু ঘটায়। ইহাতে সেই ভিক্ষুণীর বুদ্ধের সামাজিক জীবনে পরাজিত হয় এবং সংঘের সাথে যাবতীয় সংসর্গ বর্জিত হয়।

৪. উত্তরি মনুষ্য ধর্ম বিষয়ক শিক্ষাপদঃ

যে ভিক্ষুণী ধ্যান-বিমোক্ষ সংশ্লিষ্ট উন্নতস্তর (উত্তরি মনুষ্যধর্ম) অধিগত না হয়েও নিজেকে তৎ বিষয়-প্রাপ্ত রূপে প্রদর্শন করতে এভাবে বলে থাকে, “আমি ইহা জানি, আমি ইহা দর্শন করি;” অথচ পরবর্তী সময়ে জিজ্ঞাসিত হয়েই হোক বা না-ই হোক, বিশুদ্ধি কামনায় যখন এরূপ বলে থাকে-

“আর্যাগণ! আমি না জেনেই বলেছি যে, ‘আমি জানি’; আমি না দেখেই বলেছি যে, ‘আমি দেখেছি’; আমি তুচ্ছ মিথ্যাভাষণ করেছি।” কোন ভিক্ষুণীর এমন আচরণে বুদ্ধের সামাজিক জীবনে তার পরাজয় (পারাজিকা) হয়ে সজ্ঞ হতে বর্জিত হয়। তবে, ধ্যানী অধিমান (অভিমান) বশে এরূপ বলাতে পরাজয় হয় না।

৫. কণ্ঠের নিম্নভাগ হতে হাঠুর উপরিভাগ সম্বন্ধীয় শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণী তীব্র কামরাগে অভিভূত হয়ে কোন

কামাসক্ত পুরুষকে তার কণ্ঠের নিম্নভাগ হতে হাঠুর উপরিভাগ পর্যন্ত স্থানে স্পর্শ, লেপন, মর্দন, উত্তোলন অথবা চাপড়াতে দেয়; তেমন ভিক্ষুণী বুদ্ধের সাক্ষিক জীবনে পরাজিত হয়ে সজ্ঞ হতে বর্জিত হয়। [ভিক্ষু পাতিমোক্ষের ২নং সজ্ঞাদিসেস দ্রষ্টব্য]

৬. বজনীয় আচ্ছাদক শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণী জানে যে অমুক ভিক্ষুণী পারার্জিকা প্রাপ্ত হওয়ার মতো অপরাধ করেছে। এমন জেনেও নিজে পুনঃ প্রমাণ উদ্ধারের চেষ্টা করে না, অথবা একাধিক ভিক্ষুণীকে না বলার কারণে অপরাধী জন ভিক্ষুণী হিসাবেই সংঘের মধ্যে গণ্য হতে থাকে, বা তাকে নাশীতা, চ্যুতা ইত্যাদি বলে ভৎসনাও করেনা। অথচ, পরে কোন এক সময়ে বলতে শুরু করে আর্যাগণ! আমি বহু পূর্বেই জানতাম এই ভিক্ষুণী এমন ছিলেন, তেমন ছিলেন। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম বিষয়টি নিজেও পুনঃ প্রমাণ উদ্ধারের করতে চেষ্টা করবো না, একাধিক কোন জনকে ও প্রকাশ করবো না। এ ধরনের সত্য গোপনকারী ভিক্ষুণীও বুদ্ধের সাক্ষিক জীবনে পরাজিত হয়ে সংঘের সংবাস বর্জিত হয়। [ভিক্ষু পাতিমোক্ষের ৬৪ নং পাচিত্তিয় দ্রষ্টব্য]

৭. উৎক্ষিপ্তানুবর্তীকা শিক্ষাপদঃ

ধর্ম বিনয় ও শাস্তা শাসনের প্রতি অনাদরকারী, সংশোধনহীন, সঙ্গী-সাথীহীন, সমগ্র সজ্ঞ কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত দন্ডপ্রাপ্ত কোন ভিক্ষুর অনুসরণ যদি কোন ভিক্ষুণী করে থাকে; সেই ভিক্ষুণীকে, ভিক্ষুণীগণ কর্তৃক এরূপ বলা কর্তব্য-

“হে আর্যে! এই ভিক্ষু শাস্তা শাসনের প্রতি অনাদরকারী সংশোধনহীন, সঙ্গীদের সাথে অসহযোগীতাকারী হেতু সমগ্র সজ্ঞ কর্তৃক ধর্ম বিনয় সম্মতভাবে উৎক্ষিপ্ত। আর্যে! এমন ভিক্ষুর অনুবর্তী হবেন না। সেই ভিক্ষুণীকে ভিক্ষুণীগণ কর্তৃক এরূপ বলা সত্ত্বেও যদি সংসর্গ ত্যাগ না করে; তাকে একইভাবে তৃতীয়বার পর্যন্ত সমানুভাষণ দিয়ে বিরত রাখার চেষ্টা করা কর্তব্য।

তৃতীয়বার সমানুভাষণ দ্বারা তাকে বিরত রাখার চেষ্টায়, যদি সে বিরত থাকতে সম্মত হয়, তা উত্তম। যদি বিরত না হয় তাহলে বুদ্ধের সংঘে সে পরাজিত হবে এবং উৎক্ষিপ্ত দণ্ডিতের অনুসারী হওয়ার কারণে সংঘের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক হতে বর্জিত হবে।

৮. অষ্ট বিষয়ে শিক্ষাপদঃ

যে ভিক্ষুণী কামরাগের বশীভূত হয়ে কামরাগাসক্ত অপর ১) কোন পুরুষের হস্ত যদি ধারণ করে, (২) সজ্জাটি চীবরের কোণার অগ্রভাগ যদি ধারণ করে, (৩) যদি গা ঘেঁষে দাঁড়ায়, (৪) যদি বাক্যালাপ করে, (৫) যদি সংকেত ইশারায় গমন করে, (৬) যদি পুরুষকে নিকটবর্তী হতে অনুমতি দেয়, (৭) যদি আচ্ছাদিত স্থানে গমন করে, (৮) যদি সেই অসৎ ধর্ম সেবনের উদ্দেশ্যে দেহ দান করে, তাতে সেই ভিক্ষুণী বুদ্ধের সংঘে পরাজিত হয় এবং অষ্ট বিষয়ের কারণে সংঘের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক বর্জিত হয়।

আর্য্যগণ! অষ্ট পরাজিত (পারাজিকা) ধর্মের আবৃত্তি হলো। যদি কোন ভিক্ষুণী ইহাদের মধ্যে একটি বা অপর অপরাধ সমূহের যে কোনটি দ্বারা অপরাধী হয়ে থাকেন, তিনি আর কোন মতেই সংঘে অবস্থান করতে পারবেন না। তিনি উপসম্পদার আগে যেমন ছিলেন, পরেও তদনুরূপ (গৃহী) হবেন। কারণ তিনি বুদ্ধের সাজ্জিক জীবনে পরাজিত হেতু সংঘের সাথে সংবাস বর্জিত। তদ্ব্যতীত আর্য্যগণকে জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা পরিশুদ্ধা আছেন তো? দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করছি আপনারা পরিশুদ্ধা আছেন তো? তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করছি আপনারা পরিশুদ্ধা আছেন তো? আর্য্যগণ অষ্টবিধ ধর্মে পরিশুদ্ধা আছেন বলে মৌন রয়েছে; আমি এরূপ ধারণা করছি।

[পারাজিকা উদ্দেশ্য সমাপ্ত]

সজ্জাদিসেস উদ্দেশ্যে

আর্য্যগণ সতোরো প্রকার সজ্জাদিসেস ধর্ম আবৃত্তির সময় এখন সমাগত হচ্ছে।

১. ঈর্ষা সম্বন্ধীয় শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণী কোন গৃহপতি, গৃহপতি পুত্র, দাস, কর্মচারী, এমন কি শ্রামণ পরিব্রাজকের সাথে ঈর্ষা, হিংসা বা আক্রোশ প্রকাশ মূলক কথা বলে তৎমুহর্তে (পঠমা পণ্ডিকা) সে সজ্জ হতে সাময়িক বহিষ্কার (নিস্‌সারনীয় ধর্ম) দণ্ড সজ্জাদিসেস প্রাপ্ত হবে।

২. চৌরীর জামিন সম্বন্ধীয় শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী রাজা, সজ্জ, গণ (দুই বা ততোধিক ভিক্ষু), পরিষদ (পুগ), সঙ্গী অথবা অন্যতর কোন বিশেষ ব্যক্তির অনুমোদন ব্যতীত জেনে শুনে মৃত্যুদণ্ড যোগ্য কোন চৌরীর জামিন বা বিধি মত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়, তৎমুহর্তেই সে সজ্জ হতে সাময়িক বহিষ্কার দণ্ড (নিস্‌সারনীয় ধর্ম) সজ্জাদিসেস প্রাপ্ত হবে। [মহাবর্গের ১ম অধ্যায় ৪৩. ১. দ্রষ্টব্য]

৩. গ্রামান্তরে গমন সম্বন্ধীয় শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী যদি এককী গ্রামান্তরে গমন করে, যদি নদীর পরপারে যায়, যদি রাতে অন্যত্র যায়, অথবা সঙ্গীদের থেকে একাকী পেছনে থেকে যায়, তৎমুহর্তে সেই ভিক্ষুণী নিস্‌সারনীয় ধর্ম (সাময়িক বহিষ্কার দণ্ড) সজ্জাদিসেস অপরাধ প্রাপ্ত হবে।

৪. উৎক্ষিপ্ত দণ্ড অপসারণ সম্বন্ধীয় শিক্ষাপদঃ

সমগ্র সজ্জ কর্তৃক ধর্ম সম্মত, বিনয় সম্মত, শাস্তার শাসন সম্মতভাবে উৎক্ষিপ্ত দণ্ডপ্রাপ্ত কোন ভিক্ষুণীকে, যদি আর কোন ভিক্ষুণী কারক সজ্জের কোন প্রকার অনুমতি লাভ ব্যতীত গণের ইচ্ছা অবগত না হয়েও সেই ভিক্ষুণীর দণ্ড অপসারণ করে; দণ্ড অপসারণকারী ভিক্ষুণীর তৎমুহর্তে সজ্জাদিসেস অপরাধ হয়। তখন সে হতে সাময়িক ভাবে বর্জন যোগ্য হবে।

[চুল্লবর্গে ১ম অধ্যায়, ২৮-২৯নং দ্রষ্টব্য]

৫. ভোজন প্রতিগ্রহণের প্রথম শিক্ষাপদ :

কোন ভিক্ষুণী কামাসক্ত চিত্তে অপর কোন কামাসক্ত পুরুষের হাত হতে কোন খাদ্য, ভোজ্য গ্রহণ করে যদি খায় বা ভোজন করে; সেই ভিক্ষুণী তৎমুহূর্তেই সজ্জাদিসেস অপরাধ গ্রস্ত হয়ে, সজ্জ হতে সাময়িক ভাবে বর্জন যোগ্যা হবে।

৬. ভোজন প্রতি গ্রহণের দ্বিতীয় শিক্ষাপদ :

যেই ভিক্ষুণী এরূপ বলে, “হে আর্যে! তুমি নিজে যদি কামারাগাভিভূত না হও, তাহলে অমুক পুরুষ কামাসক্ত হয়ে তোমার কি করতে পারবে? অতএব আর্যে! আসুন অমুক পুরুষের প্রদত্ত খাদ্য-ভোজ্য স্বহস্তে গ্রহণ করে আহার করুন, ভোজন করুন।” এরূপ বলা ক্ষণেই অনুপ্রাণিতকারি সেই ভিক্ষুণী সজ্জাদিসেস অপরাধগ্রস্ত হয় এবং সজ্জ হতে সাময়িকভাবে বর্জন যোগ্যা হয়।

৭. [৫] দ্বিতিয়ালী বা ঘটকী (সঞ্চরিত্তং) সম্বন্ধীয় শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণী দ্বিতিয়ালী (go between) ভূমিকা গ্রহণ করে (সমাপজ্জেষ্যা) মহিলাকে পুরুষের অভিপ্রায় মহিলাকে, মহিলার অভিপ্রায় পুরুষকে, অথবা উপ-পতিকে, উপপত্নীর অভিপ্রায় উপপত্নীকে উপপতির অভিপ্রায়ে; এমন কি পত্নীকে স্বামীর এবং স্বামীকে পত্নীর অভিপ্রায় জ্ঞাত করায়; তৎ মুহূর্তেই উক্ত ভিক্ষুণীর সজ্জাদিসেস অপরাধ হয়। এবং সজ্জ হতে সাময়িক ভাবে বর্জন যোগ্যা হয়।

৮ [৮] প্রদুষ্ট শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণী ঈর্ষাকাতরতা বা প্রতিহিংসায় অসন্তুষ্ট হয়ে নির্দোষ কোন ভিক্ষুণীর প্রতি ভাবে যে, “আমি এই ভিক্ষুণীর ব্রহ্মচর্য চ্যুতি ঘটাতে পারি”। অপর সময়ে এরূপ প্রদুষ্ট মনে সে জিজ্ঞাসিত হয়ে, বা অজিজ্ঞাসিত হয়ে অমূলক ভাবে সেই ভিক্ষুণীকে পারাজিকা অপরাধ গ্রস্ত বলে অভিযোগ করা মাত্রই অভিযোগকারী ভিক্ষুণী সজ্জাদিসেস আপত্তি গ্রস্ত হয়ে, সজ্জ হতে

সাময়িকভাবে বর্জন যোগ্যা হয়।

৯. অন্যভাগীয় অন্যকে সম্পর্কিত করে শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণী অসন্তোষ বশতঃ অন্য ভিক্ষুণীকে সম্পর্কিত করে জাতি, নাম, গোত্র, লিংগ, আপত্তি, পাত্র, চীবর, উপাধ্যায়, আচার্য, শয়নাসন এই দশ প্রকার ‘লেস’ বা বিষয়ের যে কোনটির উল্লেখ পূর্বক তাকে ব্রহ্মচর্য হতে চ্যুত করবো এই ইচ্ছায় পারাজিকা প্রাপ্ত বলে দোষারোপন করে। পরবর্তী সময়ে কেহ জিজ্ঞাসা করুক বা না করুক, যদি সেই দোষারোপন সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে প্রকাশ পায়, তখন দশ প্রকাশ লেসের যে কোনটির একটি গ্রহণে দোষারোপনকারী ভিক্ষুণীর তৎ মুহূর্তে-ই সজ্জাদিসেস অপরাধ প্রাপ্ত হয়ে সজ্জ হতে সাময়িক ভাবে বর্জন যোগ্যা হয়।

১০. শিক্ষা প্রত্যাখ্যান বিষয়ক শিক্ষাপদ :

যদি কোন ভিক্ষুণী কুপিতা অসন্তুষ্টা মনে এরূপ বলে, “আমি বুদ্ধকে প্রত্যাখান করি, ধর্মকে প্রত্যাখান করি, সজ্জকে প্রত্যাখান করি, শিক্ষাকে প্রত্যাখান করি। শাক্যধীতা নামক শ্রামণেরী হওয়াতে আমার কি লাভ? বরঞ্চ অন্যত্র এমন শ্রামণেরীগণ আছেন, যারা লজ্জী, বিবেক বোধ সম্পন্না (কুক্কুচ্চং), শিক্ষাকামী। আমি তাঁদেরই সান্নিধ্যে ব্রহ্মচর্য আচরণ করবো।”

সেই ভিক্ষুণীকে অন্য ভিক্ষুণীরা তখন এরূপ বলা উচিত, “হে আর্যে! আপনি কুপিতা, অসন্তুষ্টা হয়ে এরূপ বলা উচিত নহে যে, “আমি বুদ্ধকে প্রত্যাখান করি, ধর্মকে প্রত্যাখান করি, সজ্জকে প্রত্যাখান করি, শিক্ষাপদকে প্রত্যাখান করি, শাক্যধীতা নামক শ্রামণেরী হয়ে আমার কি লাভ? বরঞ্চ অন্য শ্রামণেরীগণ আছেন, যারা লজ্জী, বিবেক বোধ সম্পন্না, শিক্ষামানা। আমি তাঁদের সান্নিধ্যেই ব্রহ্মচর্য আচরণ করবো।” আর্যে! আপনি এই সু-ব্যখ্যাত ধর্মে ব্রহ্মচর্য আচরণ করে, সম্যক ভাবে দুঃখের অন্ত সাধন করুন।

এভাবে ভিক্ষুণীদের দ্বারা সেই ভিক্ষুণীকে বলতেও যদি তিনি

তা গ্রাহ্য না করেন, তখন সেই ভিক্ষুণীকে ভিক্ষুণীগণ কর্তৃক উক্ত বাক্য গ্রহণ করাতে তৃতীয়বার পর্যন্ত সমনুভাষণ দান কর্তব্য। এতে যদি পরিত্যাগ করে ভালো। যদি না করে, তৃতীয় সমনুভাষণ দান সমাপ্তির মুহূর্তেই সেই ভিক্ষুণী সজ্জাদিসেস অপরাধ প্রাপ্তা হয়ে, সজ্জ হতে সাময়িক ভাবে বর্জন যোগ্যা হবে।

১১. বিচার মীমাংসায় কোপিতা বিষয়ক শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণী কিছু অভিযোগের বিচার মীমাংসায় বর্জিতা হওয়াতে, কোপিতা, অসন্তুষ্টা বশতঃ এরূপ বলতে থাকে;- “ভিক্ষুণীরা ছন্দগামিনী (স্বৈরচারী), দ্বেষগামিনী, মোহগামিনী এবং ভয়গামিনী।” এই ভিক্ষুণীকে ভিক্ষুণীগণ কর্তৃক এমনই বলা কর্তব্য,- “না আর্যে! আপনি কিছু অভিযোগের বিচার মীমাংসায় বর্জিতা হওয়াতে কোপিতা, অসন্তুষ্টা বশতঃ এরূপ বলেছেন যে, ভিক্ষুণীরা ছন্দগামিনী (স্বৈরচারী), দ্বেষগামিনী, মোহগামিনী এবং ভয়গামিনী হয়েছেন। অথচ আর্যা নিজেই ছন্দগামিনী, দ্বেষগামিনী, মোহমোহিনী আর ভয়গামিনী হয়েছেন। ভিক্ষুণীগণ কর্তৃক সেই ভিক্ষুণীকে এরূপ বলার পরও যদি গ্রাহ্য না করেন; সেই ভিক্ষুণীকে তার এমন ধারণা পরিত্যাগের জন্যে ভিক্ষুণীগণ কর্তৃক তৃতীয়বার পর্যন্ত ‘সমানুভাষণ’ দান কর্তব্য। তাতে যদি তিনি আর অভিমত ত্যাগ করেন ভালো। যদি পরিত্যাগ না করেন, তৃতীয় সমনুভাষণ কর্মবাক্য অবসানের মুহূর্তেই তিনি ‘সজ্জাদিসেস’ অপরাধ প্রাপ্তা হয়ে সজ্জ হতে সাময়িক ভাবে বহিষ্কার (নিস্‌সরনীয়) দণ্ডযোগ্যা হবেন।

১২. পাপ সমাচার বিষয়ক প্রথম শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী যদি বদ স্বভাবের সঙ্গী সংশ্লিষ্টা হয়ে পাপাচারী, পাপশব্দী, পাপজীবী, ভিক্ষুণী সজ্জাকে উপদ্রব কারিনী এবং পরস্পরের দোষ গোপন কারিনী হয়ে অবস্থান করেন; তেমন ভিক্ষুণীকে ভিক্ষুণীগণ কর্তৃক এরূপ বলা কর্তব্য- “হে ভগিনী! আপনি অত্যন্ত মন্দ স্বভাবের সঙ্গী সংশ্লিষ্টা হয়ে, পাপাচারী,

পাপাশব্দী, পাপজীবী, ভিক্ষুণী সজ্জকে উপদ্রব কারিনী এবং পরস্পরের দোষ গোপনকারিনী হয়ে অবস্থান করেছেন। আর্যে! আপনারা নির্জনতা প্রিয়া হউন; সজ্জ ভগিনীগণের বিবেক প্রিয়তাকেই প্রশংসা করেন।”

সেই ভিক্ষুণীগণ কর্তৃক উক্ত ভিক্ষুণীকে তৃতীয়বার পর্যন্ত এভাবে সমানুভাষণ দান করতে হবে, তার অভিমত পরিত্যাগের জন্যে। তৃতীয়বার সমানুভাষণ দানে যদি তিনি স্ব অভিমত পরিত্যাগ করেন, তা ভালো। যদি পরিত্যাগ না করেন, তৃতীয় সমানুভাষণের অবসান ক্ষণেই তিনি তারা সজ্জাদিসেস অপরাধ গ্রস্তা হয়ে সজ্জ হতে সাময়িক ভাবে বহিষ্কার যোগ্য হবেন।

১৩. পাপ সমাচার বিষয়ক দ্বিতীয় শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণীরা যদি অন্য ভিক্ষুণীদেরকে এরূপ বলতে থাকে যে, “আর্যাগণ! আপনারা সংশ্লিষ্টা আর মন্দ অর্থে (বাজে আলাপী) অবস্থান করুন। ভিন্না হয়ে থাকবেন না। সজ্জের মধ্যে অন্য ভিক্ষুণীরা ও এমন আচরণকারিনী, এমন শব্দী, এরূপ জীবী, ভিক্ষুণী সজ্জকে উপদ্রব কারিনী এবং পরস্পরের দোষ গোপনকারিনী হয়ে অবস্থান করছেন। সজ্জ তাদেরকে তো কিছুই করছেন না। সজ্জ শুধু আপনাদের প্রতি অশ্রদ্ধা বশতঃ, অবজ্ঞা বশতঃ (Contempt), নির্দয়তা বশতঃ আপনাদের সংশ্লিষ্টতা আর সামান্য কারণেই বলেছেন, “ভগ্নীগণ সংশ্লিষ্টা হয়ে অবস্থান করছেন, পাপাচারী হয়ে, পাপাশব্দী হয়ে (repute), পাপজীবী হয়ে, ভিক্ষুণী সজ্জকে উপদ্রবকারিনী হয়ে এবং পরস্পরের দোষ গোপনকারিনী হয়ে অবস্থান করছেন। আর্যাগণ! আপনারা নির্জনতা প্রিয়া হউন। ভগিনীগণ! সজ্জ বিবেক পরায়ণতাকে প্রশংসা করেন।”

সেই ভিক্ষুণীদের, ভিক্ষুণীগণ কর্তৃক তখন এরূপ বলা কর্তব্য:- “না, আর্যে! আপনারা এমন বললেন না যে, আর্যাগণ! আপনারা সংশ্লিষ্টা হয়েই অবস্থান করুন। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবস্থান করবেন

না। সজ্জ এমন আরো ভিক্ষুণীরা আছেন যারা এরূপ আচরণকারিণী, এরূপ শব্দী, এরূপ জীবী, ভিক্ষুণী সজ্জ উপদ্রবকারিণী এবং পরস্পরের দোষ গোপনকারিণী। তাদেরকে সজ্জ কিছুই বলেন না। আপনাদের প্রতি সজ্জ অশ্রদ্ধা বশতঃ অবজ্ঞাবশতঃ, নির্দয়তাবশতঃ আপনাদের সংশ্লিষ্টতা আর সামান্য দোষের কারণেও বলছেন, ‘ভগ্নিগণ সংশ্লিষ্টা, পাপাচারী, পাপশব্দী, পাপজীবী, ভিক্ষুণীসজ্জ উপদ্রবকারিণী, পরস্পরের দোষ গোপনকারিণী। আর্যাগণ! আপনারা নির্জনতা প্রিয়া হউন। ভগ্নিগণ! সজ্জ নির্জন পরায়ণতার প্রশংসা করেন।”

সেই ভিক্ষুণীগণকে ভিক্ষুণীগণ কর্তৃক এভাবে বলা সত্ত্বেও যদি স্ব অভিমতে স্থিত থাকেন, তাদেরকে স্ব অভিমত পরিত্যাগে ভিক্ষুণীগণ কর্তৃক তৃতীয়বার পর্যন্ত সমানুভাষণ দ্বারা যদি তার স্ব মত পরিত্যাগ করে, তা উত্তম। যদি পরিত্যাগ না করেন, তৃতীয় সমানুভাষণ সমাপ্তি ক্ষণেই তারা সজ্জাদিসেস অপরাধ গ্রস্তা হয়ে সজ্জ হতে সাময়িক ভাবে বহিষ্কার যোগ্য হবেন।

১৪. সজ্জ ভেদকাদি শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী যদি একতাবদ্ধ সংঘের মধ্যে ভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করেন; ভেদনীয় কারণ সমূহ গ্রহণ করে তা প্রকাশ করে অভিযোগ করতঃ তার সমাধানে দৃঢ়ভাবে অবস্থান গ্রহণ করেন; সেই ভিক্ষুণীকে তখন এভাবেই ভিক্ষুণীগণ কর্তৃক বলা কর্তব্য:-

“না, আর্যে! আপনি একতাবদ্ধ সংঘের মধ্যে ভেদ সৃষ্টির পরাক্রম করবেন না। সজ্জ ভেদের কারণও প্রকাশ করবেন না, তার জন্যে অভিযোগ করতঃ তা সমাধানে দৃঢ়ভাবে অবস্থান গ্রহণ করবেন না। সংঘের সাথে একাত্ম হউন, কারণ সংঘের মধ্যে একতা থাকলে, পরস্পর বাদ-বিসম্বাদ হীন হয়ে সম্ভ্রষ্ট চিত্তে অবস্থান করলে এবং এক শিক্ষায়, একভাবে থাকলে সংঘে নিরাপদে অবস্থান করা যায়।”

ভিক্ষুণীগণ, তাকে স্ব অভিমত পরিত্যাগে এভাবে বলার পরও

যদি স্ব অভিমতে অনঢ় থাকে সে ভিক্ষুণীকে স্ব অভিমত ত্যাগে তৃতীয়বার পর্যন্ত সমানুভাষণ দান কর্তব্য। তাতে স্ব মত ত্যাগে যদি ইচ্ছুক হয় তো ভালো। যদি ত্যাগ না করেন, ভিক্ষুণীগণ দ্বারা তৃতীয়বার সমানুভাষণ দান সমাপ্তির সাথে সাথেই ভিক্ষুণীটি সজ্জ হতে সাময়িক বহিষ্কার যোগ্য সজ্জাদিসেস অপরাধ গ্রস্তা হয়ে থাকেন।

১৫. ভেদনানুবর্তী শিক্ষাপদঃ

যেই সজ্জ ভেদক ভিক্ষুণীর অনুসারী অন্য ভিক্ষুণীরা ও আছেন, যারা বিভেদ পন্থী। এমন ভিক্ষুণীরা এক, দুই বা তিনজন একজোট হয়ে যদি এরূপ বলতে থাকেন যে,- “না, আর্যাগণ! আপনারা ঐ ভিক্ষুণীকে কিছুই বলবেন না। কারণ তিনি ধর্মবাদিনী, বিনয়বাদিনী। সেই ভিক্ষুণী আমাদের ইচ্ছা অভিরুচি সংগ্রহ করেই মত প্রকাশ করছেন। আমরা যে ইহাই পছন্দ করি, তা তিনি জানেন এবং তদনুযায়ী ভাষণ করেছেন।

সেই ভিক্ষুণীদেরকে অন্য ভিক্ষুণীরা এরূপই বলা কর্তব্য;- “হে আর্যাগণ! আপনারা এরূপ বলবেন না। এই ভিক্ষুণী ধর্মবাদিনী নহেন, বিনয়বাদিনীও নহেন। আর্যাগণ! আপনারা সজ্জভেদে রুচি সম্পন্ন হবেন না। আর্যাগণ! সংঘের সাথে আপনারা ঐক্যভাব পোষণ করুন। কারণ সংঘের মধ্যে একতা থাকলে সকলে পরস্পর সন্তুষ্ট চিত্তে বাদ-বিসম্বাদ হীন হয়ে এক শিক্ষায় একভাবে নিরাপদে অবস্থান করা যায়।”

এভাবে সেই ভিক্ষুণীরা, বিভেদ পন্থী অনুগামী ভিক্ষুণীগণকে বলা সত্ত্বেও যদি তারা স্ব মতে অনঢ় থাকেন, তারপরও মিলনবাদী ভিক্ষুণীগণ কর্তৃক তাদেরকে সমানুভাষণ দান কর্তব্য। এতে যদি মিলনে তারা ইচ্ছুক হন, তা উত্তম। তৃতীয়বার বলার সময়েও স্ব মত পরিত্যাগ না করলে, সেই ভিক্ষুণীরা সাময়িক ভাবে বর্জন যোগ্য সজ্জাদিসেস অপরাধ প্রাপ্ত হবেন।

১৬. দুর্বাক্য শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী যদি দুর্বাক্য ভাষণ স্বভাবের হয় এবং পাতিমোক্ষের অর্ন্তগত শিক্ষাপদ সমূহের প্রতি অবজ্ঞা ও তুচ্ছ তচ্ছিল্যতা মূলক আচরণও বাক্য ভাষণ করতে থাকে; তেমন ভিক্ষুণীকে সুশীল ভিক্ষুণীগণ কর্তৃক বুদ্ধ কথিত শিক্ষাপদ সমূহ দ্বারা উপদেশ বা মৃদু তিরস্কার করলে, সে নিজের দুর্বাক্যকে সমর্থন করে বলতে থাকে-

আর্যাগণ! আপনারা আমাকে ভালো-মন্দ এ বিষয়ে কিছুই বলবেন না। এবং আমি আপনাদেরকে ভালোমন্দ কিছুই বলবো না। আর্যাগণ! আপনারা আমাকে কিছু বলা থেকে বিরত হউন।

এজাতীয়া ভিক্ষুণীকে ভিক্ষুণীগণ কর্তৃক এভাবেই বলা উচিত “না, আর্যা! আপনি নিজেকে দুর্বাক্য ভাষণে উৎসাহিত করবেন না। আর্যা, নিজেকে সুবাক্য ভাষণেই উৎসাহিত করুন। আর্যা নিজেও ভিক্ষুণীগণকে বুদ্ধের প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদ অনুযায়ী আচরণে উপদেশ অনুশাসন প্রদান করুন এবং ভিক্ষুণীরাও আপনাকে বুদ্ধ প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদ অনুযায়ী আচরণে উপদেশ প্রদান করুক। এরূপ হলেই ভগবানের পরিষদ শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে, যদি পরস্পর কথাবার্তা দ্বারা, আপত্তি উত্থাপন দ্বারা দোষ সংশোধন করা যায়।

দুর্বাক্যভাষী ভিক্ষুণীকে উপদেশ গ্রহণে এভাবে ভিক্ষুণীগণ কর্তৃক বলা সত্ত্বেও সে যদি স্ব অভিমতকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করে থাকে; সেই ভিক্ষুণীকে স্ব অভিমত পরিত্যাগে তখন ভিক্ষুণীগণ কর্তৃক তৃতীয়বার পর্যন্ত উপরোক্তভাবে সমানুভাষণ দান কর্তব্য। তৃতীয়বার সমানুভাষণ দানের সময় কালের মধ্যে যদি ভ্রান্ত অভিমত ত্যাগ করে তাহা উত্তম। অন্যথায় তৃতীয় সমানুভাষণ সমাপ্তির সাথে সাথেই সে সজ্ঞাদিসেস অপরাধ প্রাপ্ত হয়ে সজ্ঞ হতে সাময়িক বহিষ্কার যোগ্য হবে।

১৭. কুল দূষক শিক্ষাপদঃ

গ্রাম বা নগরকে আশ্রয় করে অবস্থানকারী কোন ভিক্ষুণী যদি

গৃহীকুল দূষণকারিনী, পাপাচারিনী হয়, তার সেই পাপাচার যদি দেখা যায় বা শুনা যায়; এবং তার দ্বারা গৃহীকুলে দূষণ যদি দেখা বা শুনা যায়; সেই ভিক্ষুণীকে অন্য ভিক্ষুণীগণ কর্তৃক এরূপ বলা কর্তব্য;-

“এই আৰ্যা তার পাপাচরণ দ্বারা গৃহী পরিবার দূষণকারিনী। সেই আৰ্যার পাপাচরণ দেখা যাচ্ছে এবং শুনাও যাচ্ছে। আৰ্যার দ্বারা গৃহী পরিবার দূষণের বিষয় দেখাও যাচ্ছে শুনাও যাচ্ছে। হে আৰ্যা! আপনি এ আবাস হতে প্রস্থান করুন। এখানে আপনার যথেষ্ট কাল অবস্থান হয়েছে।”

ভিক্ষুণীগণ কর্তৃক এরূপ বলাতে সেই ভিক্ষুণী যদি এভাবে বলাতে থাকে-“ভিক্ষুণীরা স্বেচ্ছাচারিনী (ছন্দগামিনী), দ্বেষগামিনী, নির্বোধচারিনী (মোহগামিনী) এবং ভীতুচারিনী। তারা এতাদৃশ অপরাধের কারণে কোন কোন ভিক্ষুণীকে নির্বাসন দণ্ডদেন, কোন কোনজনকে নির্বাসন দণ্ড দেন না।” তখন সেই ভিক্ষুণীকে অপর ভিক্ষুণীগণ কর্তৃক এরূপ বলা কর্তব্য-

“হে আৰ্যা! এমন কথা বলবেন না। ভিক্ষুণীরা স্বেচ্ছাচারিনী, দ্বেষচারিনী, নির্বোধাচারিনী এবং ভীতুচারিনী নহেন। আৰ্যা নিজেই গৃহীকুল দূষণকারিনী এবং পাপাচারিনী। আৰ্যার পাপাচার দৃষ্ট হচ্ছে এবং শুনা যাচ্ছে। গৃহীকূল সমূহকে আপনি দূষিত করছেন, যা দেখা যাচ্ছে এবং শুনা যাচ্ছে। হে আৰ্যা! এ আবাসে আপনার বহুকাল অবস্থান হয়েছে এখন প্রস্থান করুন।”

সেই ভিক্ষুণীকে এই অভিমত গ্রহণ করতে ভিক্ষুণীগণ কর্তৃক এভাবে তৃতীয়বার পর্যন্ত উক্ত ‘সমানুভাষণ’ দান কর্তব্য। এভাবে তিনবার ‘সমানুভাষণ’ দান দ্বারা সেই ভিক্ষুণী স্ব অভিমত যদি ত্যাগ করে, তাহা মঙ্গল। যদি, পরিত্যাগ না করে তৃতীয় ‘সমানুভাষণ’ দান সমাপ্তি ক্ষণেই সেই ভিক্ষুণী সজ্জাদিসেস অপরাধ প্রাপ্ত হয়ে সমায়িক ভাবে সজ্জ হতে বর্জন যোগ্যা হবে।

সজ্জাদিসেস পর্ব সমাপ্ত

নিস্‌সগ্নিয় পাচিভিয়া

আর্য্যগণ! এখন ত্রিশ প্রকাশ নিস্‌সগ্নিয় পাচিভিয়া ধর্মের আবৃত্তির সময় উপস্থিত হয়েছে।

১. পাত্র সঞ্চয় মূলক শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণী একাধিক বা বহু পাত্র সঞ্চয় করে রাখে তার নিস্‌সগ্নিয় পাচিভিয়া অপরাধ হয়।

২. অকাল চীবর মূলক শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণী অকাল চীবরকে কালচীবর রূপে অধিষ্ঠান করতঃ বিতরণ করে; তার নিস্‌সগ্নিয় পাচিভিয়া অপরাধ হয়।

৩. চীবর পরিবর্তন বিষয়ক শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণী অন্য ভিক্ষুণীর সাথে চীবর পরিবর্তন করতঃ পরে একরূপ বলতে থাকে-

“হে আর্য্য! আসুন এই চীবর আপনার ছিল ইহা আমাকে দিন। ঐটি যাহা আপনার তাহা আপনারই এবং অপরটি যাহা আমার তাহা আমারই। আমারটা আমাকে দিয়ে দিন, আপনারটা আপনি ফিরিয়ে নিন।” এই বলে যদি নিজে ছিনিয়ে নেয় বা অন্যের দ্বারা ছিনিয়ে নেয় তখন তার নিস্‌সগ্নিয় পাচিভিয়া অপরাধ হয়।

৪. অন্য দ্রব্য চাওয়া মূলক শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণী প্রথমে এক দ্রব্য চেয়ে, পুনঃ অন দ্রব্য চায়, তাতে তার নিস্‌সগ্নিয় পাচিভিয়া অপরাধ হয়।

৫. অন্য দ্রব্য বিনিময় মূলক শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণী বিনিময়ে এক দ্রব্য লাভ করে, পুনঃ অন্য দ্রব্য বিনিময় করতে চায়, সেই ভিক্ষুণীর নিস্‌সগ্নিয় পাচিভিয়া অপরাধ হয়।

৬. প্রথম সাজ্বিক দ্রব্য বিনিময় মূলক শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণী সজ্জের অধিকার ভুক্ত কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত দ্রব্য, অন্য কোন প্রয়োজনে বিনিময় করে, সেই ভিক্ষুণীর

নিস্সঙ্গিয় পাচিতিয়া অপরাধ হয়।

৭. দ্বিতীয় সাজ্জিক দ্রব্য বিনিময় শিক্ষাপদঃ

পূর্ব হতে নির্দিষ্ট কোন অপরিহার্য প্রয়োজনে সংরক্ষিত সাজ্জিক দ্রব্য; কোন ভিক্ষুণী যদি নিজের প্রয়োজনে বিনিময় করে, সেই ভিক্ষুণীর নিস্সঙ্গিয় পাচিতিয়া অপরাধ হয়।

৮. গণীয় বিনিময় মূলক প্রথম শিক্ষাপদঃ

মহাজনতা কর্তৃক যাহা পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত, তা কোন ভিক্ষুণী যদি অন্য কোন উদ্দেশ্যে বিনিময় করে, তখন তার নিস্সঙ্গিয় পাচিতিয়া অপরাধ হয়।

৯. গণীয় বিনিময় মূলক দ্বিতীয় শিক্ষাপদঃ

মহাজনতার অধিকারভুক্ত, পূর্ব নির্দিষ্ট অপরিহার্য প্রয়োজনে সংরক্ষিত কোন দ্রব্য, যদি কোন ভিক্ষুণী নিজের প্রয়োজনে বিনিময় করে, তখন তার নিস্সঙ্গিয় পাচিতিয়া অপরাধ হয়।

১০. ব্যক্তি বিশেষের অধিকারভুক্ত বিনিময় মূলক শিক্ষাপদঃ

কোন ব্যক্তি বিশেষের অধিকারভুক্ত, পূর্ব থেকে কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত কোন দ্রব্য, কোন ভিক্ষুণী নিজের জন্যে যদি তা যাক্ষা করে, তখন তার নিস্সঙ্গিয় পাচিতিয়া অপরাধ হয়।

[পাত্র বর্গ-১ম]

খ. চীবর বর্গ

১১. ভারী চীবর সম্বন্ধীয় শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী যদি ভারী কোন বস্ত্র বিনিময় করতে চায়, তার সর্বোচ্চ চারি মাসা মূল্যমানের হতে হবে। ততোধিক হলে সেই ভিক্ষুণীর নিস্সঙ্গিয় পাচিতিয়া অপরাধ হবে।

১২. হালকা চীবর সম্বন্ধীয় শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণীর যদি হালকা কোন চীবর বিনিময় করতে চায়, তা সর্বোচ্চ আড়াই মাসা মূল্যমানের হতে হবে। ততোধিক হলে সেই ভিক্ষুণীর নিস্সঙ্গিয় পাচিতিয়া অপরাধ হবে।

১৩. কাঠিন্য সম্বন্ধীয় শিক্ষাপদ :

তৈরীর কাজ সম্পন্ন হয়েছে এমন কঠিনা চীবর, কঠিনা মাস সহ হেমন্ত ঋতুর চার মাস পর্যন্ত মোট ৫ মাস অধিষ্ঠান বা বিকল্পন করেও কঠিনা ত্রিচীবরের অন্যতম হিসেবে ব্যবহার করা যায়। কোন ভিক্ষুণীর যদি তৎ অতিরিক্ত কোন চীচর এভাবে ব্যবহার করে, তার নিস্সঙ্গিয় পাচিতিয়া অপরাধ হবে।

১৪. দ্রব্য ভাণ্ডার সম্বন্ধীয় শিক্ষাপদঃ

চীবর তৈরীর কাজ সম্পন্ন হয়েছে, এমন কাঠিনা বস্ত্র চীবর মাস সহ হেমন্ত ঋতুর চার মাস পর্যন্ত মোট ৫মাস অধিষ্ঠান বা বিকল্পন না করেও ত্রিচীবর রূপে তথা ‘উব্ভ তস্মিং কঠিনে’ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। কোন ভিক্ষুণী যদি অন্য ভিক্ষুণীর সম্পত্তি ব্যতীত অথবা অধিষ্ঠান অথবা বিকল্পন না করে তৎ অতিরিক্ত একরাতও ত্রিচীবরে অন্যতর রূপে কঠিনা চীবর ব্যবহার করে, সেই ভিক্ষুণীর পাচিতিয় অপরাধ হয়।

১৫. অকাল চীবর সম্বন্ধীয় শিক্ষাপদ :

চীবর তৈরীর কাজ সম্পন্ন হয়েছে এমন কঠিনা চীবর, কঠিনা মাস সহ হেমন্ত ঋতুর চার মাস পর্যন্ত মোট ৫ মাস অধিষ্ঠান বা বিকল্পন না করে ত্রিচীবরের মধ্যে গণ্য করে (উব্ভ তস্মিং কঠিনে) ব্যবহার করা যায়।

এ সময়ে মধ্যে কোন ভিক্ষুণী যদি অকাল বস্ত্র প্রাপ্ত হয়, ইচ্ছা করলে সে এ চীবর গ্রহণ করা কর্তব্য। তবে গ্রহণ করার পর শীঘ্র তদ্বারা তৈরী করা কর্তব্য। এতে বস্ত্রের সংকুলান না হলে একমাস কাল তা বিনা অধিষ্ঠানে ফেলে রাখা যায়, এজন্যে যে, সেই ভিক্ষুণীর চীবর তৈরীর ইচ্ছাও আছে, অন্যদিকে অপূর্ণ বস্ত্র প্রাপ্তির সম্ভাবনা ও আছে। এই সময় সীমার অধিক রাখলে অপূর্ণ বস্ত্র প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষুণীর নিস্সঙ্গিয় পাচিতিয়া অপরাধ হয়।

১৬. অজ্ঞাতীর নিকটে যাচঞা সম্বন্ধীয় শিক্ষাপদঃ

যে ভিক্ষুণী অজ্ঞাতী গৃহপতি বা গৃহপত্নীর নিকট থেকে উপযুক্ত সময় ব্যতীত অন্যত্র সময়ে চীবর যাচঞা করে; সেই ভিক্ষুণী নিস্সঙ্গিয় পাচিতিয়া অপরাধ প্রাপ্ত হয়। এখানে উপযুক্ত সময় বলতে, সেই ভিক্ষুণী চীবর যদি চুরি হয়ে যায়, অথবা হারিয়ে ফেলে।

১৭. ততোধিক শিক্ষাপদঃ

চীবর হীন ভিক্ষুণীর নিকটে যদি কোন অজ্ঞাতী গৃহপতি বা গৃহপতি পত্নী বহু চীবর নিয়ে এসে বলেন, আপনার যত ইচ্ছা গ্রহণ করুন। তখন সেই ভিক্ষুণীর তিনটি চীবর নষ্ট হলে দু'টি চীবর নিতে পারবে। দু'টি চীবর নষ্ট হলে একটি চীবর নিতে পারবে। কিন্তু একটি চীবর নষ্ট হলে কোন চীবরই নিতে পারবে না (এই অর্থে অভিহট্টুং পবারেয্য)। এরচেয়ে অধিক যাচঞায় বা গ্রহণে নিস্সঙ্গিয় পাচিতিয়া অপরাধ হয়।

১৮. প্রস্তুত সম্বন্ধীয় শিক্ষাপদঃ

অজ্ঞাতী গৃহপতি বা গৃহপতি পত্নী যদি কোন বিশেষ ভিক্ষুণীকে চীবর দানের উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ করে চিন্তা করেন যে, আমি এই অর্থ দ্বারা চীবর তৈরী করে অমুক ভিক্ষুণীকে দেবো। একথা সেই ভিক্ষুণী অবগত হয়ে চীবর দান করার পূর্বেই বিনা আমন্ত্রণে তথায় উপস্থিত হয়ে যদি এভাবে বিকল্প প্রস্তাব দিতে থাকে-

“আয়ুস্মানগণ! ইহা অতি উত্তম যে আপনারা আমাকে এই চীবর দান করবেন। তবে চীবর খানা এত দূর দীর্ঘ, প্রস্থে করুন, এত মোটা এবং মৃদু করুন। এভাবে চীবর তৈরী করে আমাকে দান দিলে অতি উত্তম হয়।” এভাবে কল্যাণকামী হয়ে এভাবে বলাতে ভিক্ষুণীর পাচিতিয়া অপরাধ হয়।

১৯. প্রস্তুত সম্বন্ধীয় শিক্ষাপদঃ

অজ্ঞাতী গৃহপতি ও গৃহপতিপত্নী কর্তৃক কোন নির্দিষ্ট ভিক্ষুণীকে চীবর দানের ইচ্ছায় পৃথক পৃথক ভাবে এই বলে অর্থ সংগ্রহ করে

রাখে যে, আমরা টাকায় চীবর তৈরী করে অমুক ভিক্ষুণীকে চীবর দান করবো। তথায় সেই ভিক্ষুণী এ বিষয় অবগত হয়ে আমন্ত্রিত হওয়ার পূর্বেই সেই দায়ক গৃহে উপস্থিত হয়ে চীবর সম্বন্ধে এভাবে বিকল্প প্রস্তাব দিতে থাকে-

“আয়ুস্মানগণ! ইহা অতি উত্তম যে, আপনারা আমাকে চীবর দানের জন্যে অর্থ সংগ্রহ করেছেন। যদি চীবর খানা এই এই রূপে একজনে অথবা উভয়ে মিলিতভাবে তৈরী করে দেয়া হয়, তবে অতিশয় ভালো হয়।” এভাবে কল্যাণকামী হয়ে বিনা অনুরোধে বললে ভিক্ষুণীর নিস্সঙ্গিয় পাচিভিয়া অপরাধ হয়।

২০. রাজকীয় শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণীর উদ্দেশ্যে রাজা বা রাজসেবক, ব্রাহ্মণ বা গৃহপতি যদি দূত দ্বারা অর্থ পাঠিয়ে এভাবে বলে দেয় যে, এই মূল্য দ্বারা অমুক ভিক্ষুণীকে চীবর দান করবে। সেই দূত উক্ত ভিক্ষুণীর নিকট উপস্থিত হয়ে যদি এরূপ বলে,- “হে আর্য়া! আপনার উদ্দেশ্যেই এই চীবরের মূল্য আনিত হয়েছে। আপনি ইহা গ্রহণ করুন। তখন ভিক্ষুণী দূতকে এরূপ বলা উচিত, আবুসো! আমরা চীবরের মূল্য গ্রহণ করিনা। উপযুক্ত চীবর পেলে যথা সময়ে গ্রহণ করে থাকি। সেই দূত যদি তখন ভিক্ষুণীকে বলে, আর্য়া! আপনার কোন সেবিকা আছে কি? হে ভিক্ষুগণ! চীবর প্রার্থী ভিক্ষুণীকে তখন, আরামিক বা উপাসককে সেবক রূপে নিদিষ্ট করে, দূতকে বলতে হবে, আবুসো! এই আমার সেবক। সেই দূত যদি নিরূপিত সেবককে মূল্য প্রদান করে পুনঃ ভিক্ষুণীর নিকট এসে বলে, আর্য়া! আপনি যেই সে সেবক নির্দেশ করেছেন, আমি তাকে মূল্য দিয়ে এসেছি। আর্য়া! যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে সেই চীবর গ্রহণ করবেন।

হে ভিক্ষুগণ! চীবর প্রার্থী ভিক্ষুণী সেই সেবকের নিকট উপস্থিত হয়ে দুই, তিনবার চীবর প্রার্থী হওয়া কর্তব্য। স্মরণ করায় দেয়া কর্তব্য, এই বলে; আবুসো! আমার চীবরের প্রয়োজন। দুই,

তিনবার সেই চীবর চেয়ে বা স্মরণ করায়, চীবর পাওয়া গেলে ভালো। যদি পাওয়া না যায় চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠবার পর্যন্ত সেই সেবকের নিকটে উপস্থিত হয়ে নীরবে দাঁড়ায়ে থাকবে। এই চেষ্টায় দিলে ভালো। ততোধিক চেষ্টা করে চীবর লাভ করলে নিস্সঙ্গিয় পাচিতিয়া অপরাধ হয়।

চীবর পাওয়া না গেলে যিনি চীবরের মূল্য দিয়েছিলেন তাঁর নিকটে নিজে যাওয়া কর্তব্য। অথবা দূত প্রেরণ করে এরূপ বলা কর্তব্য,- আয়ুস্মানগণ! আপনারা ভিক্ষুণীর উদ্দেশ্যে চীবরের মূল্য দিয়ে এসেছিলেন, তা সেই ভিক্ষুণীর কোন উপকারে আসছেনা। আপনাদের মূল্য ফেরত নিন। অনর্থক এই অর্থ নষ্ট হতে দেবেন না। ইহাই সমুচিত, তথা আর্য ধর্মানুগত রীতি বা নীতি।

[চীবর বর্গ ২য় সমাপ্ত]

স্বর্ণ, রৌপ্য বর্গ

২১। অর্থ সম্বন্ধীয় শিক্ষাপদঃ-

কোন ভিক্ষুণী যদি স্বর্ণ, রৌপ্য নিজে গ্রহণ করে, অথবা অন্যকে দিয়ে গ্রহণ করায়, অথবা সম্মুখে প্রদত্ত স্বর্ণ-রৌপ্য মনে মনে নিজের বলে গ্রহণ করে, সেই ভিক্ষুণীর নিস্সঙ্গিয় পাচিতিয়া অপরাধ হয়।

২২। অর্থ বিনিময় সম্বন্ধীয় শিক্ষাপদঃ-

কোন ভিক্ষুণী যদি স্বর্ণ, রৌপ্যাদির বিনিময়ে লিপ্ত হয়,- তার নিস্সঙ্গিয় পাচিতিয়া অপরাধ হয়।

২৩। ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধীয় শিক্ষাপদঃ-

কোন ভিক্ষুণী যদি নানা প্রকার ক্রয়-বিক্রয়ে লিপ্ত হয়, তার নিস্সঙ্গিয় পাচিতিয়া অপরাধ হয়।

২৪। পঞ্চ বন্ধনের কর্ম সম্বন্ধীয় শিক্ষাপদঃ-

কোন ভিক্ষুণী যদি নিজের ভিক্ষাপাত্র পাঁচবারের কম বন্ধন বা মেরামতের আগে, অন্য একটি নতুন পাত্র যাচঞা করে, তাতে সেই ভিক্ষুণী নিস্সঙ্গিয় পাচিতিয়া অপরাধ প্রাপ্ত হয়।

অপরাধ মুক্তির জন্যে এই ভিক্ষুণী সেই পাত্র ভিক্ষুণী পরিষদের নিকটে ত্যাগ করতে হবে। সেই ভিক্ষুণী পরিষদের মধ্যে যিনি অস্তিমে বসেছেন, তিনি অপরাধী ভিক্ষুণীকে পাত্রটি এই বলে প্রত্যর্পণ করবেন,- “হে ভিক্ষুণী! এই পাত্র গ্রহণ করো; যাবৎ ভেঙ্গে না যায়, তাবৎ ধারণ করো।” ইহাই এই বিষয়ে অনুধর্মতা।

২৫। ভৈষজ্য সম্বন্ধীয় শিক্ষাপদঃ-

অসুস্থ ভিক্ষুণী কর্তৃক সেবন যোগ্য ঔষধ আছে; যথা,- ঘি, মাখন, তৈল, মধু এবং গুড়। এগুলো গ্রহণ করার পর সেগুলো ব্যবহার করা যাবে, অন্ততপক্ষে সপ্তাহকাল সঞ্চয় করে রাখা যাবে। এই সময়কাল অতিক্রমের পর সেই বস্তু সকল ব্যবহারে নিস্‌সঙ্গিয় পাচিভ্যি অপরাধ হবে। (সপ্তাহ অতিক্রান্তে তা পুনঃ প্রতিগ্রহণ করে ব্যবহার) করা যায়।

২৬। চীবর ছিনিয়ে নেয়া সম্বন্ধীয় শিক্ষাপদঃ-

যদি কোন ভিক্ষুণী অপর কোন ভিক্ষুণীকে নিজে চীবর প্রদান করতঃ পরে কোন কারণে ক্রুদ্ধ, অসন্তুষ্ট মনে নিজে বা অন্যকে দিয়ে তা ছিনিয়ে নেয়; সেই চীবর নিস্‌সঙ্গিয় পাচিভ্যি অপরাধগ্রস্ত হবে।

২৭। সুতো যাচঞা সম্বন্ধীয় শিক্ষাপদঃ-

যদি কোন ভিক্ষুণী নিজে সুতো যাচঞা করে তাঁতীকে দিয়ে সেই সুতো দ্বারা চীবর বয়ন করায়। সেই চীবর নিস্‌সঙ্গিয় পাচিভ্যি অপরাধগ্রস্ত হবে।

২৮। মহাপেসকার বা তাঁতী সম্বন্ধীয় শিক্ষাপদঃ-

অজ্ঞাতি গৃহপতি বা গৃহপতিপত্নী কোন ভিক্ষুণীর উদ্দেশ্যে তাঁতীকে চীবর তৈরীর জন্যে দেয়। সেই ভিক্ষুণী ইহা অবগত হয়ে বিনা আমন্ত্রণে পূর্ব হতে সেই তাঁতীর নিকটে গিয়ে যদি এভাবে বলতে থাকে,- “আবুসো! এই চীবর আমার জন্যেই বয়ন করা হচ্ছে। তুমি এভাবে তার প্রস্থ কর, এভাবে দৈর্ঘ্য প্রস্তুত কর। সমভাবে সুতোর নাল সম্প্রসারণ কর এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নরূপে

সর্বাঙ্গ সুন্দর কর। পারিশ্রমিক স্বরূপ আমরা তোমাদের কিছু দেবো। ভিক্ষুণী এতদূর বলার পর অন্তত পিণ্ডপাত মাত্রও যদি প্রদান করে; সেই চীবর নিস্সন্নিয় পাচিভ্যি অপরাধগ্রস্ত হয়।

২৯। অচ্ছেক বা অতিরিক্ত চীবর সম্বন্ধীয় শিক্ষাপদঃ

বর্ষা ব্রতের ত্রৈমাসিক পূর্ণিমার অন্তিম কার্তিক পূর্ণিমা বা প্রবারণা সমাগতের দশদিন পূর্বে কোন ভিক্ষুণীর যদি অতিরিক্ত কোন চীবর লাভ হয়; সেই ভিক্ষুণী তা অতিরিক্ত চীবর জ্ঞানে গ্রহণ করতে পারেন এবং তা চীবর কাল তথা কঠিন চীবর মাস পর্যন্ত নিজ অধিকারে রাখতে পারবেন। সেই সময় সীমা অতিক্রান্তে উক্ত চীবর নিস্সন্নিয় পাচিভ্যি অপরাধ গ্রস্ত হয়।

৩০. পরিণত শিক্ষাপদঃ

সজ্জকে দানের উদ্দেশ্যে অতীত কোন দ্রব্য বা সম্পদ কোন ভিক্ষুণী জেনে শুনে দাতা হতে নিজের জন্য গ্রহণ করলে সেই দ্রব্য নিস্সন্নিয় পাচিভ্যি দোষযুক্ত হয়।

[স্বর্ণ, রৌপ্য সংক্রান্ত তৃতীয় পর্ব সমাপ্ত]

আর্যাগণ! ত্রিশটি নিস্সন্নিয় পাচিভ্যি ধর্ম আবৃত্তি করা হলো। তাই আর্যাগণকে জিজ্ঞাসা করছি, কেমন পরিশুদ্ধা আছেন তো? দ্বিতীয়বার ও জিজ্ঞাসা করছি, পরিশুদ্ধা আছেন তো, তৃতীয়বারও জিজ্ঞাসা করছি, পরিশুদ্ধা আছেন তো?

আর্যাগণ পরিশুদ্ধা আছেন বলে নীবর রয়েছে, আমি এরূপ ধারণা করছি।

[নিস্সন্নিয় পাচিভ্যি অধ্যায় সমাপ্ত]

চ-সুদ্ধ পাচিভ্যি অধ্যায়

আর্য্যগণ! এখন একশত ছেষট্ঠি সংখ্যক পাচিভ্যি ধর্মের আবৃত্তির সময় উপস্থিত হয়েছে।

১। লসুন বর্গ

১। রসুন সম্বন্ধীয় শিক্ষাপদ :

যদি কেমন ভিক্ষুণী রসুন খায়, তিনি পাচিভ্যি অপরাধ গ্রস্থ হবেন। [চুল্লবর্গ ৩৪. ১]

২। সংকীর্ণ স্থানের লোম সম্বন্ধীয় শিক্ষাপদ :

কোন ভিক্ষুণী যদি সংকীর্ণ স্থানের (বগল, যোনিদ্বার) লোম অন্যকে দিয়ে সংহার করায় তার পাচিভ্যি অপরাধ হয়। [চুল্লবর্গ ২৭. ৪]

৩। তল ঘাতক শিক্ষাপদ :

কোন ভিক্ষুণী যদি হাতে তালুদ্বারা কাকেও আঘাত করে; পাচিভ্যি অপরাধ হয়। [ভিক্ষুপাতিঃ সজ্জাদিসেস দ্রষ্টব্য]

৪। জতু মট্ঠক শিক্ষাপদ :

কোন ভিক্ষুণী যদি গর্ভ রোধক লাক্ষা, কাষ্ঠ বা মৃত্তিকা পিণ্ড ধারণ করে, তার পাচিভ্যি অপরাধ হয়।

৫। উদক শুদ্ধিক শিক্ষাপদ :

কোন ভিক্ষুণী যদি উদক শুদ্ধি তথা যোনিদ্বার জলদ্বারা ধোবন করতে চায়, তাহলে আগুলের দুই সন্ধি পর্য্যন্ত প্রবেশ করাতে পারবে। এই মাত্রা অতিক্রমে পাচিভ্যি অপরাধ হয়।

৬। সংলগ্ন হয়ে দাঁড়ানো শিক্ষাপদ :

কোন ভিক্ষুণী কোন ভিক্ষুর ভোজনের সময়ে পানীয় বা বিজনী দ্বারা সেবার্থে নিকটে গিয়ে দাঁড়ালে, তার পাচিভ্যি অপরাধ হয়।

৭। অপক্ক ধান্য সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ :

কোন ভিক্ষুণী যদি অপক্ক ধান্য নিজে যাচঞা করে, বা অপরকে দিয়ে যাচঞা করায়; ভাজন করে বা ভাজন করায়; দলন করে বা

দলন করায়; পাক করে বা পাক করায়; সেই ভিক্ষুণীর পাচিভ্যয় অপরাধ হয়।

৮। উচ্ছৃষ্ট নিষ্কেপ সম্পর্কীয় প্রথম শিক্ষাপদ :

কোন ভিক্ষুণী যদি মল, মূত্র, আবর্জনা বা খাদ্যের উচ্ছৃষ্ট দেয়াল বা ঘেরার উপর দিয়ে নিজে নিষ্কেপ করে বা অন্যকে দিয়ে নিষ্কেপ করায়; তার পাচিভ্যয় অপরাধ হয়।

৯। উচ্ছৃষ্ট নিষ্কেপ সম্পর্কীয় দ্বিতীয় শিক্ষাপদ :

কোন ভিক্ষুণী যদি মল, মূত্র, আবর্জনা বা খাদ্যের উচ্ছৃষ্ট, কোন শয্য ক্ষেত্রে নিজে নিষ্কেপ করে বা অন্যকে দিয়ে নিষ্কেপ করায়; তার পাচিভ্যয় অপরাধ হয়।

১০। নৃত্য-গীত সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ :

কোন ভিক্ষুণী যদি নাচ, গান, বা বাদ্য দর্শনে গমন করে; তার পাচিভ্যয় অপরাধ হয়। [চুল্লবর্গের ২.৬]

[লসুন বর্গের প্রথম পর্ব সমাপ্ত]

২। রাত্রি অন্ধকার পর্ব

১১। রাত্রি অন্ধকার সম্বন্ধীয় শিক্ষাপদ :

কোন ভিক্ষুণী যদি রাতের অন্ধকারে প্রদীপ বিহীন অবস্থায় কোন পুরুষের সাথে একাকী দাঁড়ায় বা আলাপ করে; তার পাচিভ্যয় অপরাধ হয়।

১২। আচ্ছাদিত স্থান সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ :

কোন ভিক্ষুণী যদি আচ্ছাদন যুক্ত কোন স্থানে কোন পুরুষের সাথে একাকী দাঁড়ায় বা আলাপ করে; তার পাচিভ্যয় অপরাধ হয়।

১৩। খোলা স্থানে আলাপ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ :

কোন ভিক্ষুণী যদি কোন পুরুষের সাথে একাকী দাঁড়ায় খোলা স্থানে আলাপ করে; তার পাচিভ্যয় অপরাধ হয়।

১৪। বর্জন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ :

কোন ভিক্ষুণী যদি কোন গাড়ীর রাস্তায়, সেনাব্যুহে বা রাস্তার সন্ধি স্থলে সঙ্গী ভিক্ষুণীকে বাদ দিয়ে একাকী কোন পুরুষের নিকটে দাঁড়ায় অথবা কানে কানে কথা বলে সেই ভিক্ষুণীর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১৫। অনুমতি না নিয়ে পৃথক হয়ে যাওয়ার শিক্ষাপদ :

কোন ভিক্ষুণী যদি ভোজনের পূর্বে কোন গৃহীকূলে উপস্থিত হয়ে, উপবেশন করার পর গৃহকর্তাকে কিছু না বলে প্রস্থান করে; সেই ভিক্ষুণীর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১৬। বিনা অনুমতিতে উপবেশন শিক্ষাপদ :

কোন ভিক্ষুণী যদি কোন গৃহী ঘরে ভোজনের পরে উপস্থিত হয়ে গৃহকর্তাকে না বলে উপবেশন করে বা শয়ন করে; সেই ভিক্ষুণীর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১৭। বিনা অনুমতিতে প্রসারণ শিক্ষাপদ :

কোন ভিক্ষুণী বিকালে কোন গৃহী ঘরে উপস্থিত হয়ে গৃহকর্তার অনুমতি ব্যতীত নিজেই শয্যা প্রসারিত করে বা অন্যকে দিয়ে প্রসারিত করায় এবং তথায় উপবেশন করে বা শয়ন করে; সেই ভিক্ষুণীর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১৮। অন্যকে অপদস্থতা শিক্ষাপদ :

কোন ভিক্ষুণী ভুল ধারণা বশতঃ বা ভুল সন্দেহে অন্যকে যদি তুচ্ছ তাচ্ছিল্যতা প্রদর্শন করে বা অপদস্থ করে; সেই ভিক্ষুণীর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১৯। অভিশাপ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ :

কোন ভিক্ষুণী যদি নিজেকে নিজে বা অপরকে নীরয় দ্বারা, ব্রহ্মচর্য্যা দ্বারা অভিশাপ বাক্য উচ্চারণ করে; সেই ভিক্ষুণীর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

২০। রোদন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ :

কোন ভিক্ষুণী যদি নিজে নিজের ধ্বংস কামনা করে করে

রোদন করে; তার পাচিভ্যয় অপরাধ হয়।

[রাত্রি অন্ধকার বর্গ সমাপ্ত (দ্বিতীয় সমাপ্ত)]

৩। নগ্ন বর্গ

২১। উলঙ্গ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ :-

কোন ভিক্ষুণী যদি উলঙ্গ হয়ে স্নান করে; তার পাচিভ্যয় অপরাধ হয়। [মহাবর্গ viii. ২৮ এবং চুল্লবর্গ ১৬.২]

২২। স্নানবস্ত্র সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ :-

কোন ভিক্ষুণী স্নানবস্ত্র তৈয়ারী ইচ্ছা করলে তা অনুমোদিত পরিমাপের মধ্যে হতে হবে। সেই পরিমাপটি ছিল হল, দৈঘ্যে সুগত বিগতে চার বিঘতে (৬ হাত), এবং প্রস্থে দুই বিঘত (৩ হাত)। এই পরিমাপ অতিক্রমে পাচিভ্যয় অপরাধ হয়। [ভিক্ষুপাতি. পাচিভ্যয় ৯১]

২৩। চীবর সেলাই সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ :-

কোন ভিক্ষুণী অন্য কোন ভিক্ষুণীর চীবর সেলাই করে দেয়ার জন্যে কথা দিয়ে যদি নিজে ও সেলাই করে না, অন্যকেও সেলাই করতে উৎসাহ না দিয়ে অন্তরায়কারিনী হয়, সেই ভিক্ষুণীর পাচিভ্যয় অপরাধ হয়। []

২৪। সাজ্জাটি ব্যবহার শিক্ষাপদ :-

কোন ভিক্ষুণী যদি একাক্রমে পাঁচদিন যাবত সাজ্জাটি ব্যবহার না করে; তার পাচিভ্যয় অপরাধ হয়। (৭) [সমাপ্তি টিকা, দ্রঃ]

২৫। ফেরত যোগ্য চীবর সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ :-

কোন ভিক্ষুণী যদি ফেরতযোগ্য কোন চীবর পরিধান করে; তার পাচিভ্যয় অপরাধ হয়।

২৬। গ্রুপ বা গণ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ :-

কোন ভিক্ষুণী যদি কোন গ্রুপের চীবর প্রাপ্তিতে বাঁধা সৃষ্টি করে; তার পাচিভ্যয় অপরাধ হয়।

২৭। ধরে রাখা সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ :-

কোন ভিক্ষুণী যদি ন্যায় সম্মত ভাবে বিভাজিত কোন চীবর

নিজ হাতে রেখে দেয়, তার পাচিভ্যি অপরাধ হয়।

২৮। চীবর দান সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ :-

কোন ভিক্ষুণী যদি কোন গৃহীকে বা পরিব্রাজককে, বা পরিব্রাজিকাকে শ্রমণ চীবর দান করে; তার পাচিভ্যি অপরাধ হয়।

২৯। কাল চীবর অতিক্রম সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ :-

কোন ভিক্ষুণী যদি চীবর লাভের ক্ষীণ প্রত্যাশায়, চীবর প্রাপ্তির উপযুক্ত সময় (কঠিন চীবর ১ মাস+হেমন্ত ঋতুর ৪ মাস) অতিক্রম করে ফেলে, তার পাচিভ্যি অপরাধ হয়।

৩০। কঠিন উদ্ধার শিক্ষাপদ :-

কোন ভিক্ষুণী যদি ন্যায় সঙ্গত ভাবে কঠিন উদ্ধারের সুযোগকে বিঘ্নিত করে; তার পাচিভ্যি অপরাধ হয়।

[নগ্ন বর্গ সমাপ্ত]

৪। শয়ন বর্গ

৩১। একই শয়্যায় শয়ন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ :-

কোন ভিক্ষুণী দুইজন একই শয়্যায় যদি শয়ন করে; তাদের পাচিভ্যি অপরাধ হয়। [চুল্লবর্গ ১৯.২]

৩২। একই আস্তরণ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ :-

কোন ভিক্ষুণী যদি দুইজনে একই ভূমি আস্তরণ বা কার্পেটে শয়ন করে; তাদের পাচিভ্যি অপরাধ হয়। [চুল্লবর্গ ১৯.২]

৩৩। অস্বস্তিকরণ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ :-

কোন ভিক্ষুণী যদি অন্য ভিক্ষুণীকে সজ্ঞানে অস্বস্তির কারণ সৃষ্টি করে; তার পাচিভ্যি অপরাধ হয়।

৩৪। সেবা না করা সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ :-

কোন ভিক্ষুণী যদি তার সাথে অবস্থানকারিনীর কষ্টকর রুগ্ন অবস্থায় নিজে কোন সেবা না করে, বা অন্যকে দিয়ে সেবা করাতে উৎসাহ না দেখায়; তার পাচিভ্যি অপরাধ হয়।

৩৫। বের করে দেয়া সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ :-

কোন ভিক্ষুণী যদি অন্য কোন ভিক্ষুণীকে বাসস্থান দেয়ার পর,

কোপিতা অসন্তুষ্টা হয়ে নিজে বের করে দেয়, বা অন্যকে দিয়ে বের করায়; সেই ভিক্ষুণীর পাচিভ্যয় অপরাধ হয়।

৩৬। সংশ্লিষ্টা সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ :-

কোন ভিক্ষুণী যদি গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্রের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কীতা হয়ে অবস্থান করে; সেই ভিক্ষুণীকে এরূপ বলতে হবে;- হে আর্য্য! আপনি গৃহপতি বার গৃহপতি পুত্রের সাথে এত ঘনিষ্ঠ হয়ে অবস্থান করবেন না। আর্য্য! নির্জন বিহারী হউন। নির্জন বাসকেই সজ্জ প্রশংসা করেন। ভিক্ষুণীগণ কর্তৃক সেই ভিক্ষুণীকে এরূপ বলাতেও যদি তা গ্রাহ্য না করেন, তাকে ভিক্ষুণীগণ তৃতীয়বার পর্য্যন্ত সমানুভাষণ দান কর্তব্য; সেই সংশ্লিষ্টতা পরিত্যাগের জন্যে। এতে যদি কাজ হয় ভালো। যদি তাতেও আগ্রাহ্য করে, সেই ভিক্ষুণীর পাচিভ্যয় অপরাধ হয়।

৩৭। অন্তঃরাষ্ট্রীয় শিক্ষাপদ :-

যেই ভিক্ষুণী রাজ্যাভ্যন্তরে আশংকা ও ভয়যুক্ত স্থানে সস্ত্রবিহীন (ছুরিকা) অবস্থায় পিণ্ডাচরণে বিচরণ করে; তার পাচিভ্যয় অপরাধ হয়। ()

৩৮। বহিরাষ্ট্র বিষয়ক শিক্ষাপদ :-

যেই ভিক্ষুণী বহিরাষ্ট্রে আশংকা ও ভয় যুক্ত স্থানে সস্ত্রবিহীন অবস্থায় পিণ্ডাচরণে বিচরণ করে; তার পাচিভ্যয় অপরাধ হয়।

৩৯। অন্তর্বর্ষা শিক্ষাপদ :-

যেই ভিক্ষুণী বৃষ্টির মধ্যে (অন্তোবস্‌সং) পিণ্ডাচরণে বিচরণ করে; তার পাচিভ্যয় অপরাধ হয়।

৪০। পিণ্ডাচরণে অপক্কমান শিক্ষাপদ :-

কোন ভিক্ষুণী বর্ষাবাসের মধ্যে পিণ্ডাচরণার্থে পাঁচ, ছয় যোজনের অধিক দূরে প্রস্থান করা উচিত নহে। এই মাত্রা অতিক্রমে পাচিভ্যয় অপরাধ হয়।

[শয়ন বর্গ সমাপ্ত]

৫। চিত্রাগার বর্গ

৪১। রাজ আগার শিক্ষাপদঃ

যেই ভিক্ষুণী রাজাগার, চিত্রাগার, আরাম, উদ্যান বা পুষ্করিণী দর্শনে গমন করে; তার পাচিতিয়া অপরাধ হবে।

৪২. আসন্দি পরিভোগ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

যেই ভিক্ষুণী শোফা বা পালঙ্ক ব্যবহার করবে; তার পাচিতিয় অপরাধ হবে।

৪৩. সুতো কাটা সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণী সুতো কাটে, তার পাচিতিয়া অপরাধ হবে।

৪৪. গৃহী সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণী গৃহীদের কাজ করে দেয়; তার পাচিতিয় অপরাধ হবে।

৪৫. অভিযোগ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণী অন্যকোন অভিযুক্তা ভিক্ষুণীকে এরূপ বলে, 'এসো আর্যা! এই অভিযোগের সমাধা করি'। আর সেও 'ইহা উত্তম প্রস্তাব' বলে গ্রহণ করে। অথচ পরে আহ্বানকারিণী অন্ত-রায়কারিণী হয়ে নিজে যেমন কোন সমাধান দেয় না, অপরের দ্বারা সমাধানেও উৎসাহ দেখায় না। এমন আচরণে ঐ ভিক্ষুণীর পাচিতিয় অপরাধ হয়।

৪৬. ভোজন দান সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী যদি স্বহস্তে কোন গৃহীকে বা পরিব্রাজক বা পরিব্রাজিকাকে খাদ্য বা ভোজ্য দান করে; তার পাচিতিয় অপরাধ হয়।

৪৭. গৃহীবস্ত্র সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী যদি গৃহী জীবনে ব্যবহৃত বস্ত্র ফেলে না দিয়ে, পুনঃ তা ব্যবহার করে; তার পাচিতিয় অপরাধ হয়।

৪৮. আবাস সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী যদি নিজে ব্যবহৃত আবাস কক্ষ অন্যকে ছেড়ে

না দিয়ে চলে যায়; তার পাচিভ্যয় অপরাধ হয়।

৪৯. পার্থিব বিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণী পার্থিব কোন বিদ্যা (তিরচ্ছান বিজ্ঞা) পরিপূরণ বা শিক্ষা করে; তার পাচিভ্যয় অপরাধ হয়।

[চুল্লবর্গ ৩৩.২, এবং দীর্ঘ নিকায় ২ দ্রষ্টব্য]

৫০. পার্থিব বিদ্যা শিক্ষাদান সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী যদি কোন পার্থিব বিদ্যা শিক্ষাদান করে; তার পাচিভ্যয় অপরাধ হয়।

[চিত্রাগার সম্পর্কীয় ৫ম পর্ব সমাপ্ত]

আরাম বর্গ

৫১. আরামে প্রবেশ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

আরামে ভিক্ষু আছে, ইহা জেনে ও কোন ভিক্ষুণী যদি বিনানুমতিতে তথায় প্রবেশ করে; তার পাচিভ্যয় অপরাধ হয়।

[ভিক্ষু পাতিমোক্ষ পাচিভ্যয় ২৩ দ্রষ্টব্য]

৫২. ভিক্ষুকে আক্রোশ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী যদি কোন ভিক্ষুকে আক্রোশ বাক্য ব্যবহার করে; তার পাচিভ্যয় অপরাধ হয়।

৫৩. গণ পরিভাষণ শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী যদি নিমন্ত্রিত হয়ে বা না খাওয়ার ইচ্ছায় একবার পরিত্যাগ করা (প্রবারিত) খাদ্য-ভোজ্য দাতার অনুরোধে পুনঃ খায় বা ভোজন করে; তার পাচিভ্যয় অপরাধ হয়।

৫৫. কুলকৃপনা শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী কোন বিশেষ গৃহী পরিবারের প্রতি আসক্তা হলে; তার পাচিভ্যয় অপরাধ হয়।

৫৬. ভিক্ষুহীন আবাস সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী যদি ভিক্ষু শূন্য আবাসে বসবাস যাপন করে; তার পাচিভ্যয় অপরাধ হয়।

৫৭. অপ্রবারণা শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী বর্ষাবাস যাপন শেষে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘের নিকটে 'দৃষ্ট শ্রুত, বা সন্দেহ; এই ত্রিবিধ স্থানে যদি প্রবারণা কর্ম সম্পাদন না করেন; তার পাচিভ্যয় অপরাধ হয়।

৫৮. উপদেশ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী যদি উপদেশ গ্রহণে অথবা বিনয় কর্মাদিতে গমনাগমন করেন; তার পাচিভ্যয় অপরাধ হয়।

৫৯. উপদেশ গ্রহণে উপস্থিত থাকা সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

প্রতি অর্ধমাসে ভিক্ষুগণকে ভিক্ষু সঙ্ঘ হতে দুটি বিষয় জেনে নিতে হবে; একটি, পরবর্তী উপোসথের তারিখ; দ্বিতীয়টি হল উপদেশ গ্রহণে উপস্থিত থাকার সময়। এই নিয়মের ব্যতিক্রমে পাচিভ্যয় অপরাধ হবে।

৬০. দেহের নিম্নাংশে ব্রণ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণীর দেহের নিম্নাংশে যদি কোন ব্রণ বা চর্ম রোগ উৎপন্ন হয়; তা গণ বা সংঘের অনুমতি ব্যতীত একাকী কোন পুরুষকে দিয়ে ভেদন, ফালন, ধোবন, লেপন বা বন্ধন করায়, সেই ভিক্ষুণীর পাচিভ্যয় অপরাধ হয়।

[আরাম বর্গ ৬ষ্ঠ সমাপ্ত]

গর্ভিনী বর্গ

৬১. গর্ভিনী সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী যদি গর্ভবতী কোন মহিলাকে প্রব্রজ্যা দানের প্রতিশ্রুতি দান করে; তার পাচিভ্যয় অপরাধ হয়।

৬২. দুগ্ধদাত্রী সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী যদি দুগ্ধদাত্রী কোন মহিলাকে প্রব্রজ্যা দানের প্রতিশ্রুতি দান করে; তার পাচিভ্যয় অপরাধ হয়।

৬৩. শিক্ষামনা সম্পর্কীয় প্রথম শিক্ষাপদঃ

যেই ভিক্ষুণী ছয় ধর্মের অনুশীলনে দুই বছর যাবৎ অশিক্ষিতা শিক্ষামানাকে যদি সংঘের সম্মতিতে প্রব্রজ্যার প্রতিশ্রুতি দেয়;

তার পাচিভ্যি অপরাধ হয় ।

৬৪. শিক্ষামনা সম্পর্কীয় দ্বিতীয় শিক্ষাপদঃ

যেই ভিক্ষুণী ছয় ধর্মের অনুশীলনে দুই বছর যাবৎ শিক্ষিতা শিক্ষামনাকে যদি সংঘের অসম্মতিতে প্রব্রজ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়; তার পাচিভ্যি অপরাধ হয় ।

৬৫. বিবাহিতা সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

বার বছরের কম বয়সে বিবাহিত জীবন যাপনকারিনী শিক্ষামনাকে কোন ভিক্ষুণী যদি প্রব্রজ্যার প্রতিশ্রুতি দান করেন; তার পাচিভ্যি অপরাধ হয় ।

৬৬. বিবাহিতা সম্পর্কীয় দ্বিতীয় শিক্ষাপদঃ

বার বছরের পরিপূর্ণতায় বিবাহিতা জীবন-যাপনকারিনী শিক্ষামনা, ছয় ধর্মে দুই বছর কাল অশিক্ষিতাকে কোন ভিক্ষুণী যদি প্রব্রজ্যার প্রতিশ্রুতি দান করে; তার পাচিভ্যি অপরাধ হয় ।

৬৭. বিবাহিতা সম্পর্কীয় তৃতীয় শিক্ষাপদঃ

বার বছর পূর্ণতায় বিবাহিতা জীবন যাপনকারিনী, ছয় ধর্মে দুই বছরের শিক্ষামনাকে, সংঘের অসম্মতিতে কোন ভিক্ষুণী প্রব্রজ্যার প্রতিশ্রুতি দিলে; তার পাচিভ্যি অপরাধ হয় ।

৬৮. সহজীবিনী সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী, সহজীবিনীকে প্রব্রজ্যা দিয়ে দু' বছর কাল যদি শিক্ষাদি দ্বারা নিজে অনুগৃহীত না করেন, অথবা অপরকে দিয়ে অনুগৃহীত না করায়; সেই ভিক্ষুণীর পাচিভ্যি অপরাধ হয় ।
[চুল্লবর্গ]

৬৯. প্রবত্তিনী অনুবন্ধন শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী, প্রব্রজ্যিতা জীবনে দুই বছর যাবৎ যদি নির্দেশিকার শিক্ষানুবর্তী না হয়; তার পাচিভ্যি অপরাধ হয় ।

৭৫. সহজীবিনী সম্পর্কীয় হয় শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণী, তার সাথে অবস্থানকারিনীকে প্রব্রজ্যা দান করার পর, কমপক্ষে পাঁচ ছয় যোজন দূরে অবস্থান করতে তাকে

করায়ে না দেয়; সেই ভিক্ষুণীর পাচিত্তিয় (আপত্তি) অপরাধ হয় ।

[গর্ভিনী বর্গ সপ্তম সমাপ্ত]

কুমারী ভূত বর্গ

৭১. কুমারী ভূতা প্রথম শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী যদি বিশ বছরের কম বয়স্কা কুমারীকে উপসম্পদা দানের প্রতিশ্রুতি দেয়; তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয় ।

৭২. কুমারী ভূতা দ্বিতীয় শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী যদি বিশ বছর পরিপূর্ণা কোন কুমারীকে, দুই বছর ছয় ধর্মের শিক্ষা অনুশীলনে অশিক্ষিতাবস্থায় উপসম্পদা দানের প্রতিশ্রুতি দেয়; তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয় ।

৭৩. কুমারী ভূতা তৃতীয় শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী যদি বিশ বছরের পরিপূর্ণা কোন কুমারীকে দু' বছর যাবৎ ছয় ধর্মের শিক্ষায় শিক্ষিত অবস্থায়, সংঘের অনুমোদন ব্যতীত উপসম্পদা দানের প্রতিশ্রুতি দেয়; তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয় ।

৭৪. দ্বাদশ বছরের কম সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী যদি স্বীয় ভিক্ষুণী জীবনে বারো বছরের অপূর্ণতায় অন্যকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দানের প্রতিশ্রুতি দেয়; তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয় ।

৭৫. দ্বাদশ বছর পরিপূর্ণা সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

যেই ভিক্ষুণী সংঘের অসম্মতিতে নিজে দ্বাদশ বছর পরিপূর্ণা হলেও, কোনজনকে প্রব্রজ্যা দানের প্রতিশ্রুতি দেয়; তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয় ।

৭৬. জটিল স্বভাব সম্বন্ধীয় শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণীকে এরূপ বলা হয়, “আর্য্য কর্তৃক প্রব্রজ্যার প্রতিশ্রুতি দানার্থে এখন যথেষ্ট সময়ে হয়েছে”, এই বাক্যে তিনিও ‘সাধু’ বলে সম্মতি প্রদানের পর, হঠাৎ ক্ষিপ্ত মানসিকতার বশবর্তী

হয়ে পূর্বে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি যদি রক্ষা না করেন; তার পাচিভ্যি অপরাধ হয়।

৭৭. শিক্ষামনাকে প্রতিশ্রুতি না দেয়ার প্রথম শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণী কর্তৃক কোন শিক্ষামনাকে বলা হয়, “আর্য্য যদি আমাকে চীবর দেন, তাহলে আমি প্রব্রজ্যা দানের প্রতিশ্রুতি দিতে পারি।” এরূপ বলার পরে, যদি তিনি অন্তরায়কারিনী হয়ে, নিজেও প্রব্রজ্যা দেয় না, অন্যকেও এজন্যে উৎসাহিত করেন না, তখন তার পাচিভ্যি অপরাধ হয়।

৭৮. শিক্ষামনাকে অপ্রতিশ্রুতি বিষয়ে ২য় শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী যদি কোন শিক্ষামনাকে এরূপ বলে;- “আর্য্য, যদি আমাকে দু’বছর যাবৎ সেবা তথা অনুসরণ (অনুবন্ধনা) করতে পার, তাহলে প্রব্রজ্যা দানে প্রতিশ্রুতি দেব।” এভাবে বলার পর অন্তরায়কারিনী হয়ে নিজেও প্রব্রজ্যা দেননা, অন্যকেও এজন্যে উৎসাহিত করেন না। তাতে ঐ ভিক্ষুণীর পাচিভ্যি আপত্তি হয়।

৭৯. শোকময় স্থানে বাস সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণী, এমন শিক্ষামনাকে প্রব্রজ্যা দানে প্রতিশ্রুতি দেয়, যেজন পুরুষ সংশ্লিষ্টতা, কুমারী সংশ্লিষ্টা, চণ্ডী, শোকময় স্থানে বসবাসকারিনী। অনায়াসে এই প্রতিশ্রুতিতে উক্ত সেই ভিক্ষুণীর পাচিভ্যি অপরাধ হয়।

৮০. অননুমোদন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

যেই ভিক্ষুণী মাতাপিতা হতে বা স্বামী হতে অনুমতিহীনা শিক্ষামনাকে প্রব্রজ্যা দানে প্রতিশ্রুতি দেয়; তার পাচিভ্যি অপরাধ হবে।

৮১. পারিবারিক সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

যেই ভিক্ষুণী পারিবারিক ব্রতের ইচ্ছা সজ্ঞকে প্রকাশের পরে, কোন শিক্ষামনাকে প্রব্রজ্যার প্রতিশ্রুতি দেয়; তার পাচিভ্যি অপরাধ হয়।

৮২. অনুবৎসর সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

যেই ভিক্ষুণী অনুবৎসর (every year) প্রব্রজ্যার প্রতিশ্রুতি দেন; তার পাচিভ্যি অপরাধ হয়।

৮৩. এক বৎসর সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

যেই ভিক্ষুণী একই বছরে দুইজন শিক্ষামনাকে প্রব্রজ্যা দানের প্রতিশ্রুতি দেন; তার পাচিভ্যি অপরাধ হয়।

[কুমারীভূতা বর্গ অষ্টম অপরাধ হয়]

ছত্র পাদুকা বর্গ

৮৪. ছত্র পাদুকা সম্বন্ধীয় শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণী অসুস্থ না হয়ে ছাতা এবং সেঙেল ব্যবহার করেন; তার পাচিভ্যি অপরাধ হয়।

৮৫. যানবাহন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণী অসুস্থ না হয়েও যানবাহনে ভ্রমণ করেন; তার পাচিভ্যি অপরাধ হয়।

৮৬. অন্তর্বাস (সজ্জানি) সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

যেই ভিক্ষুণী অন্তর্বাস/পেটিকোট (Petticoat) আকারে ব্যবহার করবে; তার পাচিভ্যি অপরাধ হবে।

৮৭. নারী অলঙ্কার সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

যেই ভিক্ষুণী নারীর অলঙ্কার ব্যবহার করবে; তার পাচিভ্যি অপরাধ হবে।

৮৮. সুগন্ধি বর্গ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

যেই ভিক্ষুণী সুগন্ধি চূর্ণ এবং রং মিশ্রিত করে স্নান করবে; তার পাচিভ্যি অপরাধ হবে।

৮৯. তিল সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

যেই ভিক্ষুণী তিল মিশ্রিত মৃত্তিকা দ্বারা মর্দন করায়; তার পাচিভ্যি অপরাধ হয়।

৯০. ভিক্ষুণী দ্বারা লেপন মর্দন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণী অন্য ভিক্ষুণী দ্বারা লেপন অথবা মর্দন

করায়; তার পাচিভ্যি অপরাধ হয় ।

৯১. শিক্ষামনা দ্বারা লেপন-মর্দন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী যদি কোন ভিক্ষুণী দ্বারা লেপন অথবা মর্দন করায়; তার পাচিভ্যি অপরাধ হয় ।

৯২. শ্রামণেরী লেপন-মর্দন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী যদি শ্রামণেরী দ্বারা লেপন মর্দন করায়; তার পাচিভ্যি অপরাধ হয় ।

৯৩. গৃহীনি দ্বারা মর্দন-লেপন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী যদি কোন গৃহীনি দ্বারা মর্দন লেপন করায়; তার পাচিভ্যি অপরাধ হয় ।

৯৪. অনুমতি সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী যদি বিনা জিজ্ঞাসায় ভিক্ষুর সম্মুখ আসনে উপবেশন করে; তার পাচিভ্যি অপরাধ হয় ।

৯৫. প্রশ্ন জিজ্ঞাসা সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী যদি অবকাশ গ্রহণ না করে ভিক্ষুকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে; তার পাচিভ্যি অপরাধ হয় ।

৯৬. অসংকচ্ছিকা শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণী অসংকচ্ছিকা তথা স্ত্রীলোকের ব্যবহৃত বডিস বা সংকুচিত আটো জামা পরিধান না করে গ্রামে প্রবেশ করে; তার পাচিভ্যি অপরাধ হয় ।

(ছাতা-পাদুকা বর্গ নবম সমাপ্ত]

মিথ্যাকথন বর্গ

৯৭. মিথ্যা-কথন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

সজ্ঞানে মিথ্যাবাক্য বললে পাচিভ্যি অপরাধ হয় ।

৯৮. তিরস্কার সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

ওমাস বাদ বা তিরস্কার মূলক বাক্য ব্যবহার করলে, পাচিভ্যি অপরাধ হয় ।

৯৯. অপবাদ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী যদি পেসুঞঞ বা পিসুন তথা অপবাদ মূলক বাক্য ব্যবহার করে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১০০. পদসো ধর্মী শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী যদি অভিক্ষু তথা অনুপসম্পন্নাকে একটি একটি করে ধর্মীয় বাক্য আবৃত্তি করায়; সেই ভিক্ষুণীর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১০১. সহসেয়্যা সম্পর্কীয় প্রথম শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণী অনুপসম্পন্নার সাথে দুই তিন রাতের অধিক একই শয্যায় শয়ন (সহসেয়্যা) করে; তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১০২. সহশয্যা সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণী পুরুষের সাথে একই শয্যায় শয়ন করে; তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১০৩. ধর্ম দেশনা সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণী কোন পুরুষকে পাঁচ, ছয় বাক্যের অধিক ধর্মকথা বলে; তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১০৪. ভূতারোচন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণী অনুপসম্পন্নাকে উত্তরী মনুষ্যধর্ম (ভূতারোচন) তথা নিজের অ্যাধাত্মিক অধিকার সম্পর্কে কিছু বলে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১০৫. দুট্টুল্লারোচন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণী অন্য কোন ভিক্ষুণীর কোন মারত্বক অপরাধ সম্পর্কে কোন অনুপসম্পন্নাকে কিছু বলে; তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১০৬. ভূমি খনন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণী নিজে ভূমি খনন করে বা অন্যকে দিয়ে খনন করায়; তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

(মিথ্যাকথন বর্গ দশম সমাপ্ত)

ভূতগাম বর্গ (সজীব উদ্ভিদ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

১০৭. ভূতগাম শিক্ষাপদঃ

সজীব উদ্ভিদ নিজে কাটিলে পাচিভ্যি অপরাধ হয় ।

১০৮. অন্যবাদিতা শিক্ষাপদঃ

যদি এক প্রশ্নের উত্তরে অন্য কথা বলে বা অসহযোগীতা মূলক কথা বললে, পাচিভ্যি অপরাধ হয় ।

১০৯. উজ্জাপনক শিক্ষাপদঃ

কাকেও অপমান করার উদ্দেশ্যে হীনতর কিছু সাথে তুলনা করলে বা কলঙ্ক, কুৎসা রটনা করলে পাচিভ্যি অপরাধ হয় ।

১১০. শয়নাসন সম্পর্কীয় প্রথম শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণী সাজ্বিক মঞ্চ, চেয়ার, বালিশ, গদি বা অন্যতর কোন দ্রব্য বাইরে খোলা আকাশে নিজে বা অন্যের দ্বারা বিছায়ে দিয়ে, পরবর্তীতে তা নিজে বা অন্যের দ্বারা যথাস্থানে সংরক্ষণ না করে; অথবা কাকেও কিছু না বলে চলে যায়; তার পাচিভ্যি অপরাধ হয় ।

১১১. শয়নাসন সম্পর্কীয় দ্বিতীয় শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণী সাজ্বিক বিহারে কোন শয্যা নিজে বা অপরকে দিয়ে বিছানোর পর, তা নিজে বা অন্যকে দিয়ে পুনঃ যথাস্থানে তুলে না রেখে, বা কোনজনকে কিছু না বলে যদি চলে যায়; তার পাচিভ্যি অপরাধ হয় ।

১১২. অবৈধ হস্তক্ষেপ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণী সাজ্বিক বিহারের এই বিধি জানে যে, 'যেইজন অসুবিধাবোধ করবে সে চলে যাবে', এতদসত্ত্বেও পূর্বে আগত ভিক্ষুণীর বিছানো শয্যা তুলে দিতে অবৈধ হস্তক্ষেপ করলে; তার পাচিভ্যি অপরাধ হয় ।

১১৩. বহিষ্কার সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণী অন্যকোন শীলবতী ভিক্ষুণীর উপর কোপিতা, অসন্তুষ্টা হয়ে সাজ্বিক বিহার হতে নিজে বা অন্যের

দ্বারা বহিষ্কার করে দেয়; তার পাচিভ্যি অপরাধ হয় ।

১১৪. ছাদের কুটির সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণী সাজ্বিক বিহারের ছাদের কুটিরস্থ অসংলগ্ন পায়ায়ুক্ত মঞ্চ বা চেয়ারে হঠাৎ করে বসে পড়ে; তার পাচিভ্যি অপরাধ হয় ।

১১৫. বড় বিহার সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী যদি বড় কোন বিহার নির্মাণ করেন; তিনি তথায় দরজা, জানালা শক্তভাবে স্থাপনার্থে শয্যাবিহীন স্থানে দাঁড়ায়ে নিজে বা অন্যের দ্বারা জানালা ও দরজার কবাটের চৌদিকে দুই অথবা তিনবার পর্যন্ত লেপন করতে পাবে । ততোধিকবার এমন কি শয্যাবিহীন স্থানে দাঁড়ায়ে লেপন করালেও তার পাচিভ্যি অপরাধ হয় ।

১১৬. প্রাণী সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণী জেনে শুনে প্রাণী-কীট যুক্ত জল, তৃণ-গুল্ম বা মাটিতে নিজে সিঞ্চন করে বা অপরকে দিয়ে সিঞ্চন করায়; তার পাচিভ্যি অপরাধ হয় ।

[ভূতগাম বর্গ একাদশ সমাপ্ত]

ভোজন বর্গ

১১৭. অবসথ পিণ্ড সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

নিরোগী কোন ভিক্ষুণী যদি গণ-বিশ্রামাগারে (অবসথ বা লঙ্গর খানা) এক বেলার অধিক ভোজন করে; সেই ভিক্ষুণীর পাচিভ্যি অপরাধ হয় ।

১১৮. গণ ভোজন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

অন্যতর তথা বিশেষ কোন সময় ব্যতীত গণ-ভোজনে (দলবদ্ধ ভোজনে) পাচিভ্যি অপরাধ হয় । (সেই বিশেষ সময় হচ্ছে-রোগে, চীবরদানে, চীবর তৈরীতে, গমন পথে, নৌ তথা যানাদি আরোহনে, দুর্ভিক্ষে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত প্রব্রজ্যিতদের আমন্ত্রণে) ।

১১৯. কানমাতৃ শিক্ষাপদঃ

ভিক্ষুণী যখন গৃহীকূলে উপস্থিত হয় তখন পিঠা বা বিশিষ্ট জাতীয় খাদ্য-ভোজ্য দ্বারা যদি প্রচুর পরিমাণে আপ্যায়ন করা হয়; সেই ভিক্ষুণী ইচ্ছা করলে দুই পাত্র পরিমাণ প্রতি গ্রহণ করা কর্তব্য। ততোধিক গ্রহণে পাচিভ্যায় অপরাধ হবে। দুই পাত্রপূর্ণ প্রতিগ্রহণ করে, তথা হতে বের হয়ে এসে ভিক্ষুণীদের সাথে বিলিবন্টন করতে হবে। ইহাই নিয়ম বিধি।

১২০. বিকাল ভোজন শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী বিকালে (দেহের ছায়া পূর্বে গেলে) খাদ্য বা ভোজ্য যদি খায় বা ভোজন করে; তার পাচিভ্যায় অপরাধ হয়।

১২১. সন্নিধিকরণ (সঞ্চয়) সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী যদি সঞ্চয় কৃত কোন খাদ্য বা ভোজ্য খায় বা ভোজন করে; তার পাচিভ্যায় অপরাধ হয়। (সেবক দ্বারা কপ্পিয় করে ব্যবহার করা যায়)।

১২২. দন্তপোনা (দন্ত মাজনী) সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী জল ও দন্ত মাজনী ব্যতীত অন্যকোন অদন্ত আহার্য বস্তু যদি মুখে প্রবেশ করায়; তার পাচিভ্যায় অপরাধ হয়।

১২৩. উয়োজন (বাতিল) সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী যদি অন্য এক ভিক্ষুণীকে বলে যে, ‘হে আর্য়া! চলুন, গ্রামে বা নিগমে (নগর) পিণ্ডাচরণে প্রবেশ করি’। এরূপ বলার পর তাকে পিণ্ড দেওয়া হলো বা হলো না; এমবতাস্থায় তাকে প্রত্যাখ্যান ইচ্ছায় যদি বলা হয়, আপনি চলে যান; আপনার সাথে কথায় বা বসায় আমার স্বস্তি হচ্ছে না। কথায় বা বসায় আমার একাকীতেই স্বস্তি হবে; এজাতীয় অন্য কোন অসুবিধা প্রদর্শনে সেই ভিক্ষুণীর পাচিভ্যায় অপরাধ হয়।

১২৪. সভোজনে সম্পর্কীয় শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী যদি ভোজনরত কোন পরিবারে অনধিকার প্রবেশ করে (অনুপখজ্জ) তাদের সাথে বসে, তার পাচিভ্যায় অপরাধ হয়।

১২৫. রহো প্রতিচ্ছন্ন শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী যদি নির্জন স্থানে আড়াল বা পর্দায়ুক্ত কোন আসনে পুরুষের সাথে বসে, ভিক্ষুণী পাচিভ্যি অপরাধ হয়।

১২৬. নির্জন (রহো) উপবেশ শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী যদি একাকী নির্জন স্থানে পুরুষের সাথে বসে; তার পাচিভ্যি অপরাধ হয়।

[ভোজন বর্গ দ্বাদশ সমাপ্ত]

চারিত্ত বর্গ

১২৭. চরিত্র (চারিত্ত) শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী যদি ভোজনে নিমন্ত্রিত হয়ে থাকে, তাহলে দীর্ঘকাল আবাসে আছে এমন ভিক্ষুণী না বললে গৃহীকুলে ভোজনের পূর্বে বা ভোজনের পরেই যাওয়া কর্তব্য। বিশেষ সময় (অঞ্ঞত্র সময়ো) ব্যতীত এভাবে বিনা জিজ্ঞাসায় গেলে পাচিভ্যি অপরাধ হয়। সেই বিশেষ সময় হোল;- চীবর দানের সময়, চীবর তৈরীর সময়।

১২৮. মহানাম শিক্ষাপদঃ

নিরোগী কোন ভিক্ষুণী নিত্য আমন্ত্রণ এবং পুনঃ আমন্ত্রণ ব্যতীত (আষাঢ়ী পূর্ণিমা হতে কার্তিক পূর্ণিমা পর্যন্ত) অপরিহার্য আমন্ত্রণ গ্রহন করতে পারেন। ততোধিক সময়ের জন্যে কোন আমন্ত্রণ গ্রহণে, পাচিভ্যি অপরাধ হয়।

১২৯. উয্যুত্ত সেনা শিক্ষাপদঃ

বিশেষ কারণ ব্যতীত যদি কোন ভিক্ষুণী সেনাদলের সুবিন্যস্ত পদযাত্রা বা প্যারড দর্শনে গমন করে; তার পাচিভ্যি অপরাধ হয়।

১৩০. সেনানিবাসে অবস্থান শিক্ষাপদঃ

এমন কোন বিশেষ প্রয়োজন থাকতে পারে যে, কোন ভিক্ষুণীকে সেনা নিবাসে যেতে হচ্ছে, এমতাবস্থায় সেই ভিক্ষুণী সেনানিবাসে দুই তিন রাত পর্যন্ত অবস্থান করতে পারবে।

ততোধিক অবস্থানে প্রতিরাত অতিক্রান্তে এক একটি পাচিভিয়া অপরাধ হবে।

১৩১. উয্যোধিক (যুদ্ধক্ষেত্র) শিক্ষাপদঃ

সেনা সাথে দুই তিন রাত অবস্থান করে কোন ভিক্ষুণী যদি যুদ্ধক্ষেত্রে, সেনাগণনা, যুদ্ধের প্রস্তুতি বা সেনাব্যুহ অথবা সেনা পরিদর্শনাদিতে গমন করে; তার পাচিভিয়া অপরাধ হয়।

১৩২. অঙ্গুলি পতোদকে (চিমটি কাটা) শিক্ষাপদঃ

অন্যের দেহে অঙ্গুলি দ্বারা খোঁচা দেয়া বা খুতখুতি দেয়াতে ভিক্ষুণী পাচিভিয় অপরাধ হয়।

১৩৪. হাস্য-কৌতুক শিক্ষাপদঃ

জল-কেলি জাতীয় হাস্য-কৌতুকে লিপ্ত হলে ভিক্ষুণীর পাচিভিয় অপরাধ হয়।

১৩৫. অনাদর শিক্ষাপদঃ

ধর্ম-বিনয় তথা শিক্ষাপদের প্রতি অনাদরে বা অশ্রদ্ধা প্রদর্শনে ভিক্ষুণীর পাচিভিয় অপরাধ হয়।

১৩৬. ভিংসন শিক্ষাপদঃ

অন্যকে ভীতি প্রদর্শন বা ভয় লাগানোর ভিক্ষুণীর পাচিভিয়া অপরাধ হয়।

[চীবর বর্গ তেরো সমাপ্ত]

জ্যোতিবর্গ

১৩৭. জ্যোতি শিক্ষাপদঃ

নিরোগী কোন ভিক্ষুণী বিশেষ কারণ ব্যতীত, শুধুমাত্র উত্তাপ উপভোগের ইচ্ছায় যদি নিজে বা পরের দ্বারা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করলে, তার পাচিভিয় অপরাধ হয়।

১৩৮. স্নান বিষয়ক শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী বিশেষ সময় ব্যতীত অর্ধমাসের কম সময়ের মধ্যে যদি স্নান করে; তার পাচিভিয়া অপরাধ হয়। সেই বিশেষ সময় হচ্ছে, গ্রীষ্মের ঋতুর অর্ধেক সহ অবশিষ্ট মাস, বর্ষাঋতুর

প্রথম মাস সহ আড়াই মাস; গরম আবহাওয়া হেতু, জ্বর ও অন্যান্য রুগ্নাবস্থায়, কর্মাবস্থায়, ভ্রমণাবস্থায় এবং বাত-বৃষ্টি জনিত কারণে।

১৩৯. দুর্বলকরণ শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী নতুন বস্ত্র লাভ করে ত্রিবিধ দুর্বলকরণের যে কোনটি দ্বারা দুর্বলকরণ বা কপ্পবিন্দু দিতে হবে, যথা নীল, কদম, অথবা কালো বর্ণ। ভিক্ষুণী এই ত্রিবিধ দুর্বলকরণের যে কোনটি দ্বারা দুর্বলকরণ সমাধা না করে, নতুনচীবর পরিভোগ করলে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১৪০. বিকল্পন শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী যদি অন্য কোন ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, শিক্ষামনা, শ্রামণের বা শ্রামণেরীর চীবর পক্ষদ্বার (নিয়ম তান্ত্রিক ভাবে ত্যাগ করে পুনঃ ফিরায়ে নেয়া) না করতঃ ব্যবহার করে, সেই ভিক্ষুণীর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১৪১. অপনিধাপন (লুকিয়ে রাখা) শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী অন্য ভিক্ষুণীর পাত্র, চীবর, বসার আসন, সূচরাখার কৌটা বা কায়বন্ধন নিজে বা অন্যের দ্বারা হাস্য কৌতুক বশেও যদি লুকিয়ে রাখে, সেই ভিক্ষুণীর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১৪২. সঞ্চিচ্চ (সজ্ঞান) শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী যদি সজ্ঞানে প্রাণী হত্যা করে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১৪৩. সপ্রাণক শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী যদি জেনে শুনে প্রাণীযুক্ত কোন জল ব্যবহার করে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১৪৪. উক্কোটন (পুনঃ উত্থাপন) শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী জানে যে অভিযোগটি পূর্বে যথা ধর্ম সমাধা করা হয়েছে। তারপরে ও যদি বিচারের জন্য তা পুনঃ উত্থাপন করে, সেই ভিক্ষুণীর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১৪৫. থেয্য সথ (চোরের দল) শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী জেনে শুনে যদি চোরের দলের সাথে ভ্রমণে বের হয়, এমন কি এক গ্রাম হতে পরবর্তী গ্রামে গেলেও তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১৪৬. অরিষ্ট শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণী এইরূপ বলে, “আমি ভগবানের দেশিত ধর্ম এইভাবে জেনেছি যে, ভগবান কর্তৃক যে সকল ধর্মকে অন্তরায়কর বলা হয়েছে, সে সকলের অনুশীলনে কোন প্রকার অন্তরায় হয় না।”

এরূপ বাদী ভিক্ষুণীকে এইরূপ বলা কর্তব্য “হে আর্যে! এমন কথা বলবেন না। আর্যে! এভাবে ভগবানের ধর্মে অপব্যাখ্যা দেবেন না। ভগবানের উক্তির এমন অপব্যাখ্যা মোটেই সাধু নহে। ভগবান কর্তৃক এমন কথা কদাপি বলা হয় নি। হে আর্যে! ভগবান কর্তৃক কি অনেক পর্যায়ে অন্তরাই ধর্মের অনুশীলনকে অন্তরায়কর বলা হয়নি? সেই অন্তরায়কর ধর্মের অনুশীলনে অন্তরায়তো হয়ে থাকে।”

ভিক্ষুণীকর্তৃক সেই ভিক্ষুণীকে এইভাবে বলার পরও সে যদি মিথ্যা ধারণাকে ধরে রাখে, তার সেই ভ্রান্তমত পরিত্যাগে তাকে তৃতীয়বার পর্যন্ত উক্ত ‘সমনুভাষণ’ দান কর্তব্য। তাতে তিনি মিথ্যাদৃষ্টি ত্যাগ করলে ভালো। যদি পরিত্যাগ না করেন তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।

[জ্যোতিবর্গ চৌদ্দতম সমাপ্ত]

দিট্ঠি (মিথ্যাদৃষ্টি) বর্গ

১৪৭. উৎক্ষিপ্ত সম্ভোগ শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণী নিজের মিথ্যা দৃষ্টি (ভ্রান্তমত) অপরিত্যাগ হেতু উৎক্ষিপ্ত দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েও বিধি মতো আচরণ না করে, তেমন ভিক্ষুণীর সাথে অন্য ভিক্ষুণী জেনে শুনে একসাথে ভোজন করলে,

একসাথে বাস করলে, একই শয্যায় শয়ন করলে, তার পাচিভ্যি অপরাধ হবে।

১৪৮. কন্টক শিক্ষাপদঃ

যদি কোন শ্রামণেরী এরূপ বলতে থাকে, “ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম আমি এরূপই বুঝেছি যে, ভগবান যে সকল ধর্ম অন্তরায়কর বলেছেন, তাদের প্রতিবেবনে কোন প্রকার অন্তরায় হয় না।” সেই শ্রামণেরীকে ভিক্ষুণীগণ কর্তৃক এইরূপ বলা কর্তব্য না আর্যে শ্রামণেরী! এমন কথা বলনা। ভগবানকে এইভাবে নিন্দা করোনা। ভগবানের নিন্দা করা সাধু নহে। হে আর্য! ভগবান কি অনেক প্রকারে এমন বলেননি যে, অন্তরায়কর ধর্ম অন্তরায়করই হয়ে থাকে? সেই শ্রামণেরীকে ভিক্ষুণীগণ এরূপ বলা সত্ত্বেও, সে যদি নিজের ধরে রাখে, সেই শ্রামণেরীকে তখন ভিক্ষুণীরা এরূপ বলতে হবে.-

“হে আর্য! শ্রামণেরী! আজ থেকে ভগবানকে তোমার শাস্তা বলা উচিত নহে। শ্রামণেরী হিসেবে ভিক্ষুণীদের সাথে দুই তিন রাত থাকার যেই সুবিধা ভোগ করা যায়, তা আর তুমি ভোগ করতে পারবে না। তুমি এখান থেকে চলে যাও।”

সেই নাশিতা বর্জিতা শ্রামণেরীর সাথে কোন ভিক্ষুণী জেনে শুনে যদি কথা বলে, সাহায্য করে, এক সাথে আহার করে, অথবা একসাথে শয়ন করে; সেই ভিক্ষুণীর পাচিভ্যি অপরাধ হয়।

১৪৯. সহধর্মিকা শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণীকে অন্য ভিক্ষুণীদের দ্বারা ধর্মবিনয় সম্মতভাবে বলা সত্ত্বেও সে যদি বলে, “আর্যগণ! আমি যতক্ষণ পর্যন্ত দক্ষ বিনয়ধারীকে জিজ্ঞাসা করতে না পারছি, ততক্ষণ আপনাদের কথিত শিক্ষাপদ আমি মানতে পারবো না।” অবজ্ঞার সাথে এমন বলাতে ভিক্ষুণীর পাচিভ্যি অপরাধ হয়।

হে ভিক্ষুগণ! শিক্ষামনা ভিক্ষুণীরা এক্ষেত্রে অবশ্যই জ্ঞাত হতে পারবে, প্রতি জিজ্ঞাসা করতে পারবে, ইহাই সমীচিন।

১৫০. বিলেখন শিক্ষাপদঃ

পাতিমোক্ষ আবৃত্তি কালে কোন ভিক্ষুণীর যদি এরূপ বলে থাকে, “এসব ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদের আবৃত্তির প্রয়োজন কি? এ গুলোর উল্লেখের কারণে কেবল উদ্বেগ, উপদ্রব আর সন্দেহের জন্মদেয়।” এভাবে শিক্ষাপদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনে ভিক্ষুণীর পাচিভ্যি অপরাধ হয়।

১৫১. মোহনক শিক্ষাপদঃ

প্রতি অর্ধমাসে পাতিমোক্ষ আবৃত্তি কালে, যদি ভিক্ষুণী এইরূপ বলে থাকে, “আর্যে! আজকেই আমি শুনতে পারলাম এই বিষয়টিও নাকি সুত্রগত, সুত্রপর্যায় ভুক্ত হয়ে প্রতি অর্ধমাসে আবৃত্তি করা হয়ে থাকে।”

সেই ভিক্ষুণী সম্পর্কে অন্য ভিক্ষুণীরা জানেন যে, এই ভিক্ষুণী ইতিপূর্বে ও দুই তিনবার পাতিমোক্ষ আবৃত্তিকালে উপস্থিত ছিলেন। সে ভিক্ষুণীকে তখন এরূপই বলতে হবে; কেন আর্যা! আপনি এরূপ বলছেন? ইতিপূর্বে ওতো আপনি পাতিমোক্ষ আবৃত্তিতে উপস্থিত ছিলেন। নিশ্চয় আপনি অমনযোগী। সেই ভিক্ষুণীর এমন অন্যমনস্কতার জন্য কোন ক্ষমা চলবে না। যদি তার দ্বারা কোন অপরাধ সে প্রাপ্ত হয়ে থাকে, তার যথাধর্ম দণ্ড বিধান করতে হবে। তার উপর এভাবেই অসম্মোহন আরোপ করা কর্তব্য,-

“হে আর্যা! আপনার বড়ই অলাভ হলো, বড়ই দুর্লাভ হলো। বিগত সময়ে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি কালে আপনি মোটেই মনোযোগী ছিলেন না।” এ জাতীয় মোহগ্রস্ততায় পাচিভ্যি অপরাধ হয়।

১৫২. প্রহার সম্বন্ধীয় শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণী অন্য ভিক্ষুণীকে কোপিতা অসন্তুষ্টতা হয়ে প্রহার করে তার পাচিভ্যি অপরাধ হয়।

১৫৩. তালসত্তিক শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণী অন্য ভিক্ষুণীকে কোপিতা অসন্তুষ্টা হয়ে

হাতের তালু দিয়ে আঘাত করে (থাপ্পর)। তার পাচিভ্যি় অপরাধ হয়।

১৫৪. অমূলক শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণী অপর কোন ভিক্ষুণীকে অমূলক ভাবে সজ্জাদিশেষাদি অপরাধে সাব্যস্ত করে, তার পাচিভ্যি় অপরাধ হয়।

১৫৫. উদ্দেশ্য মূলক শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণী উদ্দেশ্য মূলকভাবে অপর ভিক্ষুণীর সন্দেহ উৎপাদনার্থে এমন কিছু করে বা বলে, যা মুহূর্তের জন্যেও যদি সেই ভিক্ষুণীর মনে অশান্তি কারণ ঘটায়; তাতে ঐ ভিক্ষুণীর পাচিভ্যি় অপরাধ হয়।

১৫৬. আড়ি পেতে শোনা শিক্ষাপদঃ

যদি কোন ভিক্ষুণী ভেদ, কলহ বিবাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 'তার কি বলে তা শুনব' এই চেতনায় অন্যদের আলোচনা আড়ি পেতে শুনে থাকে, তার পাচিভ্যি় অপরাধ হয়।

[দৃষ্টি বর্গ পনেরো সমাপ্ত]

আইন সম্মত বর্গ

১৫৭. কর্ম অপ্রতিভান শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী যদি ধর্ম সম্মতভাবে কোন বিচার মীমাংসার পক্ষে নিজের সম্মতি অথবা অভিমত প্রদানের পর, পুনঃ তার সমালোচনায় রত হয়; সেই ভিক্ষুণীর পাচিভ্যি় অপরাধ হয়।

১৫৮. ছন্দ না দিয়ে গমন শিক্ষাপদঃ

সজ্জের মধ্যে কোন বিচার মীমাংসার আলোচনা চলাকালে, কোন ভিক্ষুণী যদি নিজ অভিমত প্রকাশ না করে সভা হতে উঠে চলে যায়, সেই ভিক্ষুণীর পাচিভ্যি় অপরাধ হয়।

১৫৯. দুর্বল শিক্ষাপদঃ

সজ্জের সাথে সর্বসম্মত ভাবে চীবর বন্টনের পর, কোন ভিক্ষুণী যদি পরবর্তীতে এই বলে সমালোচনা করে যে, 'ভিক্ষুণীরা সজ্জ

লব্ধ সম্পদ পরিচিতজনদের সম্পদে পরিণত (পরিণামং) করছেন' তার এই অমূলক সমালোচনায় পাচিভ্যি অপরাধ হয়।

১৬০. পরিণাম (পরিবর্তন) শিক্ষাপদঃ

সজ্জের উদ্দেশ্য দান করা হবে এমন কোন দ্রব্য, কোন ভিক্ষুণী যদি ব্যক্তিগত দানে পরিবর্তন করে নেয়, তার পাচিভ্যি অপরাধ হয়।

১৬১. রতন শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী যদি মণিরত্ন বা মনিরত্ন বলে সম্মত কোন বস্তু বা অন্যতর কোন দ্রব্য নিজ বিহারে, বা নিজ আবাসে নিজে বা পরের দ্বারা তুলে নিয়ে যায়, সেই ভিক্ষুণীর পাচিভ্যি অপরাধ হয়।

তবে, এই মনিরত্ন বলে সম্মত দ্রব্য নিজে বা পরের দ্বারা তুলে নিয় নিজ বিহারে বা নিজ আবাসে এইভাবে ফেলে রাখা উচিত, 'এই দ্রব্য যার তিনি নিয়ে যাক।'

১৬২. সূচিঘর শিক্ষাপদঃ

যেই ভিক্ষুণী অস্থি নির্মিত, হস্তি দন্ত নির্মিত, বা শিং নির্মিত সূচ রাখার কৌটা, তৈরী করবে বা করাবে, তার পাচিভ্যি অপরাধ হবে। এমন দ্রব্য ভেঙ্গে ফেলতে হয়।

১৬৩. মঞ্চ পীঠ শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী যদি খাট বা চেয়ার তৈয়ারে ইচ্ছুক হয়, তা সুগত আঙ্গুলে আট আঙ্গুল (যুবকের এক হাত) পরিণাম উচ্চতার মধ্যে হতে হবে, এই মাত্রা অতিক্রমে পাচিভ্যি অপরাধ হবে। মাত্রা অতিক্রমে পায়া কেটে ব্যবহার করতে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত।

১৬৪. তুলা উত্তোলন শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী খাট বা চেয়ার তৈরীর সময়ে যদি তুলার আস্তরণ সংযুক্ত করে, তার পাচিভ্যি অপরাধ হয়। এ ক্ষেত্রে তুলার আস্তরণ তুলে ফেলে ব্যবহার করতে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত।

১৬৫. কুণ্ডপ্রতিচ্ছাদন শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী যদি চর্মক্ষত আচ্ছাদনী তৈরায়ে ইচ্ছুক হয়, তা

দৈর্ঘ্যে হতে হবে সুগত বিঘতে ৪ বিঘত (ছয় হাত) এবং প্রস্থে ২ বিঘত (তিন হাত) পরিণাম। এই মাত্রা অতিক্রমে পাচিভ্যি অপরাধ হয়। ইহা ছেদন যোগ্য শিক্ষাপদ।

১৬৬. নন্দ শিক্ষাপদঃ

কোন ভিক্ষুণী যদি সুগত চীবরের সমান অথবা তার চেয়ে অধিক পরিমাপের চীবর তৈরী করে তার ছেদন যোগ্য পাচিভ্যি অপরাধ হয়। এখানে সুগত চীবরের প্রমাণ হলো-দৈর্ঘ্যে ন বিঘত (সাড়ে তের হাত) এবং ৬ বিঘত (নয় হাত) ইহাই হচ্ছে সুগতের জন্যে চীবরের প্রমাণ।

(ধার্মিক বর্গ ১৬ তম সমাপ্ত)

আর্যাগণ! একশত ছেষটি প্রকার পাচিভ্যি ধর্মের আবৃত্তি সমাপ্ত হলো। তাই আর্যাগণকে জিজ্ঞাসা করছি কেমন, আপনারা পরিশুদ্ধা আছেন তো? দ্বিতীয় বার জিজ্ঞাসা করছি আপনার পরিশুদ্ধা আছেন তো? তৃতীয় বারও জিজ্ঞাসা করছি, আর্যাগণ পরিশুদ্ধা আছেন তো? আর্যাগণ পরিশুদ্ধা, তাই নীবর রয়েছেন ইহাই আমি ধারণা করছি।

(পাচিভ্যি পর্ব সমাপ্ত)

পটিদেশনীয় ধর্ম

আর্যাগণ! এখানে অষ্টবিধ পটিদেশনীয় ধর্মের আবৃত্তি এখন আগত হয়েছে।

১. ঘৃত সর্পি যাচঞার শিক্ষাপদঃ

নিরোগী কোন ভিক্ষুণী যদি ঘৃত যাচঞা করে পরিভোগ করেন, তার পটিদেশনীয় অপরাধ হয়। তাকে এভাবেই অন্য ভিক্ষুণীর নিকটে পটিদেশন করতে হবে- “হে আর্যা! আমার দ্বারা পটিদেশনীয় কর্ম, অযোগ্য কর্ম সম্পাদিত হয়েছে, যাহা স্বীকার করা উচিত। আমি সেই দোষ স্বীকার করছি।

[ভিক্ষু পাতি, পাচিভ্যি নং ৩৯]

২. তৈল যাচঞার শিক্ষাপদঃ

নিরোগী কোন ভিক্ষুণী যদি তৈল যাচঞা করে পরিভোগ করেন, তার পটিদেশনীয় অপরাধ হয়। তাকে অন্য ভিক্ষুণীর নিকটে এভাবেই পটিদেশন করতে হবে- “হে আৰ্য্য! আমার দ্বারা এমন দোষনীয় কার্য্য, অযোগ্য কার্য্য সম্পাদিত হয়েছে, যাহা স্বীকার কার উচিত। আমি তা স্বীকার করছি।”

৩. মধু যাচঞার শিক্ষাপদঃ

নিরোগী কোন ভিক্ষুণী যদি মধু যাচঞা করে পরিভোগ করে, তার পটিদেশনীয় অপরাধ হয়। তাকে অন্য ভিক্ষুণীর নিকটে এভাবেই পটিদেশনীয় করতে হবে-

“হে আৰ্য্য! আমার দ্বারা এমন দোষনীয় অযোগ্য কর্ম সম্পাদিত হয়েছে যা স্বীকার করার যোগ্য। আমি তা স্বীকার করছি।”

[ভিক্ষু পাতি; পাচিভিয় নং ৩৯]

৪. গুড় যাচঞা শিক্ষাপদঃ

নিরোগী কোন ভিক্ষুণী যদি গুড় যাচঞা করে পরিভোগ করে, তার পটিদেশনীয় অপরাধ হয়। তাকে অন্য ভিক্ষুণীর নিকটে এভাবেই পটিদেশনীয় করতে হবে-

“হে আৰ্য্য! আমার দ্বারা এমন দোষনীয় অযোগ্য কর্ম সম্পাদিত হয়েছে, যাহা স্বীকার করার যোগ্য। আমি তা স্বীকার করছি।”

[ভিক্ষু পাতিমোক্ষ, পাচিভিয় নং ৩৯]

৫. মৎস্য যাচঞা শিক্ষাপদঃ

নিরোগী কোন ভিক্ষুণী যদি মৎস্য যাচঞা করে পরিভোগ করে, তার পটিদেশনীয় অপরাধ হয়। তাকে অন্য ভিক্ষুণীর নিকটে এভাবেই পটিদেশনীয় করতে হবে-

“হে আৰ্য্য! আমার দ্বারা এমন দোষনীয় অযোগ্য কর্ম সম্পাদিত হয়েছে, যাহা স্বীকার করার যোগ্য। আমি তা স্বীকার করছি।”

[ভিক্ষু পাতিমোক্ষ, পাচিভিয় নং ৩৯]

৬. মাংস যাচঞা শিক্ষাপদঃ

নিরোগী কোন ভিক্ষুণী যদি মাংস যাচঞা করে পরিভোগ করে, তার পটিদেশনীয় অপরাধ হয়। তাকে অন্য ভিক্ষুণীর নিকট এভাবে পটিদেশনীয় করতে হবে-

“হে আৰ্য্য! আমার দ্বারা এমন দোষনীয় অযোগ্য কর্ম সম্পাদিত হয়েছে, যাহা স্বীকার করার যোগ্য। আমি তা স্বীকার করছি।”

[ভিক্ষু পাতিমোক্ষ, পাচিত্তিয় নং ৩৯]

৭. খীর (দুধ) যাচঞা শিক্ষাপদঃ

নিরোগী কোন ভিক্ষুণী যদি খীর যাচঞা করে পরিভোগ করে, তার পটিদেশনীয় অপরাধ হয়। তাকে অন্য ভিক্ষুণীর নিকট এভাবে পটিদেশনীয় করতে হবে-

“হে আৰ্য্য! আমার দ্বারা এমন দোষনীয় অযোগ্য কর্ম সম্পাদিত হয়েছে, যাহা স্বীকার করার যোগ্য। আমি তা স্বীকার করছি।”

[ভিক্ষু পাতিমোক্ষ, পাচিত্তিয় নং ৩৯]

৮. দধি যাচঞা শিক্ষাপদঃ

নিরোগী কোন ভিক্ষুণী যদি দধি যাচঞা করে পরিভোগ করে, তার পটিদেশনীয় অপরাধ হয়। তাকে ভিক্ষুণীর নিকট এভাবে পটিদেশনীয় করতে হবে-

“হে আৰ্য্য! আমার দ্বারা এমন দোষনীয় অযোগ্য কর্ম সম্পাদিত হয়েছে, যাহা স্বীকার করার যোগ্য। আমি তা স্বীকার করছি।”

[ভিক্ষু পাতিমোক্ষ, পাচিত্তিয় নং ৩৯]

আৰ্য্যগণ! অষ্টবিধ পটিদেশনীয় আবৃত্তি হয়েছে। এখন আৰ্য্যগণকে জিজ্ঞাসা করছি, কেমন আপনারা পরিশুদ্ধা আছেন তো? দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করছি আপনারা পরিশুদ্ধা আছেন তো? তৃতীয় বারও জিজ্ঞাসা করছি আপনারা পরিশুদ্ধা আছেন তো? আৰ্য্যগণের মৌনভাব দর্শনে পরিশুদ্ধা আছেন বলে আমি ধারণা করছি।

[পটিদেশনীয় সমাপ্ত]

সেখিয়া (শিক্ষণীয়) পর্ব

আর্যাগণ! এখন সেখিয় ধর্মের আবৃত্তির সময় আগত হয়েছে।

পরিমণ্ডল বর্গ

পরিমণ্ডল শিক্ষাপদঃ

১. পরিমণ্ডলাকারে (সুগোলাকার) চীবর (নিবাস) পরিধান করবো, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

২. পরিমণ্ডলাকারে চীবর পারুপণ করবো, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

সুপ্রতিচ্ছন্ন শিক্ষাপদঃ

৩. সুআচ্ছাদিত ভাবে গ্রামে বা গৃহান্তরে গমন করবো, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

৪. সুআচ্ছাদিত ভাবে গ্রামে বা গৃহান্তরে উপবেশন করবো, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

সুসংবৃত শিক্ষাপদঃ

৫. সুসংযত ভাবে গ্রামে বা গৃহান্তরে গমন করবো, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

৬. সুসংযত ভাবে গ্রামে বা গৃহান্তরে উপবেশন করবো, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

ওক্কিত্ত চক্ষু (অবনত চক্ষু) শিক্ষাপদঃ

৭. অবনত চোখে বা এদিক ওদিক না তাকায়ে গ্রামে বা গৃহান্তরে গমন করবো, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

৮. অবনত চোখে বা এদিক সেদিক না তাকায়ে গ্রামে বা গৃহান্তরে উপবেশন করবো, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

ওক্কিত্ত কায় (দেহ নাচায়) শিক্ষাপদঃ

৯. দেহ উৎক্ষিপ্ত বা নাচায় নাচায় গ্রামে বা গৃহান্তরে গমন করবো না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

১০. দেহ উৎক্ষিপ্ত না করে গ্রামে গৃহান্তরে উপবেশন করবো, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

[পরিমণ্ডল বর্গ সমাপ্ত]

উজ্জগ্ঘিক বর্গ

উজ্জগ্ঘিক (উচ্চহাস্য) শিক্ষাপদঃ

১১. উচ্চহাস্য না করে গ্রামে বা গৃহান্তরে গমন করবো, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

১২. উচ্চহাস্য না করে গ্রামে বা গৃহান্তরে উপবেশন করবো, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

উচ্চ শব্দ শিক্ষাপদঃ

১৩. অল্পশব্দে গ্রামে বা গৃহান্তরে গমন করবো, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

কায় (দেহ) চালনা শিক্ষাপদঃ

১৪. দেহ চালনা না করে বা গমনে পেছনে দেহ না দোলায়ে গ্রামের গৃহান্তরে গমন করবো, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

১৬. দেহ চালনা না করে গ্রামের গৃহান্তরে উপবেশন করবো, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

বহু চালনা শিক্ষাপদঃ

১৭. বাহু না চালায়ে বা হাত না দোলায়ে গ্রামের গৃহান্তরে গমন করবো, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

১৮. বাহু না চালায়ে গ্রামের গৃহান্তরে উপবেশন করবো, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

শিরচালনা শিক্ষাপদঃ

১৯. শিরচালনা (মাথা না দোলায়া) না করে গ্রামের গৃহান্তরে গমন করবো, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

২০. শিরচালনা না করে গ্রামের গৃহান্তরে উপবেশন করবো, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

[উজ্জগ্ঘিক বর্গ দ্বিতীয় সমাপ্ত]

খম্ভকত বর্গ

খম্ভকত (কোমর) শিক্ষাপদঃ

২১. কোমরে হাত না রেখে গ্রামের মধ্যে গৃহ সমূহে গমন করবো, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

২২. কোমরে হাত না রেখে গ্রামের মধ্যে গৃহান্তরে উপবেশন করবো, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

ওগুষ্ঠিতা (মস্তক আবরণ) শিক্ষাপদঃ

২৩. আবরণহীন মস্তকে গ্রামের মধ্যে গৃহ সমূহে গমন করবো, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

২৪. আবরণহীন মস্তকে গ্রামের গৃহ সমূহে উপবেশন করবো, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

উৎকুটিত শিক্ষাপদঃ

২৫. পায়ের আঙ্গুল বা মুড়িতে ভার রেখে উৎকুটিক ভাবে গ্রামের গৃহ সমূহে গমন করবো না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

পাল্লথিক শিক্ষাপদঃ

২৬. দুই হাতে হাঠু বুকে জড়িয়ে (পাল্লথিক) গ্রামের গৃহ সমূহে বসবো না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

সন্ধাচ্চ (প্রশংসার সাথে) প্রতিগ্রহণ শিক্ষাপদঃ

২৭. সাদরে বা সপ্রশংস মনোভাব নিয়ে পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণ করবো, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

পাত্র সংজ্ঞায় প্রতিগ্রহণ শিক্ষাপদঃ

২৮. পাত্রের প্রতি মনযোগ রেখে পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণ করবো, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

সমসূপপিণ্ড প্রতিগ্রহণ শিক্ষাপদঃ

২৯. সমসূপ বা পরিমাণ মতো অনু ব্যঞ্জন প্রতিগ্রহণ করবো, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

সমতিথিক (পাত্র মুখ পর্যন্ত) শিক্ষাপদঃ

৩০. পাত্র মুখ পর্যন্ত পরিপূর্ণ পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণ করবো, এরূপ

শিক্ষা করা কর্তব্য।

[খন্ডকত বর্গ তৃতীয় সমাপ্ত]

সকচ্চ (সাবধানতার সাথে) ভোজন শিক্ষাপদঃ

৩১. সাবধানতার সাথে ভোজন করবো, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

পাত্রসংজ্ঞায় ভোজন শিক্ষাপদঃ

৩২. স্বপাত্রে মনযোগ নিবদ্ধ করে ভোজন করবো, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

সপাদান (অনুক্রম) শিক্ষাপদঃ

৩৩. অনুক্রমে (একপাশ হতে) ভোজন করবো, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

সমসূপ শিক্ষাপদঃ

৩৪. অন্নের এক চতুর্থাংশ ব্যঞ্জন (সমসূপকং) দ্বারা পিণ্ডপাত ভোজন করবো, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

থুপকতো (স্তূপ) শিক্ষাপদঃ

৩৫. অনুস্তূপ মর্দন করে ভোজন করবো না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

অন্ন প্রতিচ্ছন্ন শিক্ষাপদঃ

৩৬. অধিক প্রাপ্তির আশায় সূপব্যঞ্জনাদি অন্নদ্বারা আচ্ছাদন করে ভোজন করবো না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

সূপ অন্ন বিজ্ঞপ্তি শিক্ষাপদঃ

৩৭. নিরোগী অবস্থায় অনুব্যঞ্জন চেয়ে নিয়ে ভোজন করবো না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

উজ্জান সংজ্ঞা (দোষাশ্বেষী) শিক্ষাপদঃ

৩৮. দোষ অশ্বেষণ চেতনায় অন্যের পাত্র অবলোকন করবো না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

কবল (গ্রাস) শিক্ষাপদঃ

৩৯. মুখপূর্ণ অতি বড়ো গ্রাস তৈরী করবো না, এরূপ শিক্ষা

করা কর্তব্য ।

আলোপ (খণ্ডিত গোলাকার) শিক্ষাপদঃ

৪০. খণ্ডিত গোলাকৃতির গ্রাস তৈরী করবো, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য ।

[সক্কচ্চ বর্গ ৪র্থ সমাণ্ড]

কবল বর্গ

অনাহট (মুখ দ্বার) শিক্ষাপদঃ

৪১. গ্রাস মুখে না আনার পূর্বে মুখদ্বার খুলবো না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য ।

ভৃঞ্জমান শিক্ষাপদঃ

৪২. ভোজন কালে সমস্ত আঙ্গুল মুখে ঢুকিয়ে দেবো না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য ।

সকবলেন (গ্রাস সহ) শিক্ষাপদঃ

৪৩. মুখে গ্রাস নিয়ে কথা বলবো না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য ।

পিণ্ডক্ষেপন শিক্ষাপদঃ

৪৪. মুখে গ্রাস ছুঁড়ে দিয়ে ভোজন করবো না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য ।

কবল (গ্রাস) ছেদক শিক্ষাপদঃ

৪৫. গ্রাস ছেদন করে ভোজন করবো না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য ।

অবগুণ কারক (মুখ ফুলায়ে) শিক্ষাপদঃ

৪৬. মুখের একপাশে ফোষ্কার মতো ফুলায়ে ভোজন করবো না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য ।

হস্তনিদ্ধক (হাত ঝেড়ে) শিক্ষাপদঃ

৪৭. হাতা ঝেড়ে ঝেড়ে ভোজন করবো না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য ।

সিথাবকারক (ছড়িয়ে ছিটিয়ে) শিক্ষাপদঃ

৪৮. থালার বা পাত্রে ভাত ছড়িয়ে ছিটিয়ে ভোজন করবো না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

চপ্ চপ্ করা শিক্ষাপদঃ

৪৯. চপ্ চপ্ শব্দ করে ভোজন করবো না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

[কবল বর্গ পঞ্চম সমাপ্ত]

সুর সুর বর্গ

সুর সুর শব্দের শিক্ষাপদঃ

৫১. সুর সুর শব্দ হয় এমন ভাবে খাদ্য পানীয় পরিভোগ করিব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

হস্ত লেহন শিক্ষাপদঃ

৫২. হস্ত লেহন ভোজন করবো না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

পাত্র লেহন শিক্ষাপদঃ

৫৩. পাত্র লেহন করে ভোজন করবো না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

ওষ্ঠ লেহন শিক্ষাপদঃ

৫৪. ওষ্ঠ লেহন করে ভোজন করবো না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

সামনিষ (এঁটো) শিক্ষাপদঃ

৫৫. এঁটো হাতে জল পাত্র বা গ্লাসাদি গ্রহণ করবো না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

সসিখক (ভাতযুক্ত) শিক্ষাপদঃ

৫৬. ভাত মিশ্রিত পাত্র ধৌত এটোজল ঘরের মেঝে নিক্ষেপ করবো না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

হস্তে ছত্র শিক্ষাপদঃ

৫৭. হাতে ছাতাধারী নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্ম দেশনা করবো না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

হাতে সস্ত্র (ছুরিকা) শিক্ষাপদঃ

৫৮. হাতে ছুরিকা ধারী নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করবো না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

হস্তে আয়ুধ শিক্ষাপদঃ

৬০. হাতে অস্ত্রধারী নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করবো না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

[সুর সুর বর্গ ষষ্ঠ সমাপ্ত]

পাদুকা বর্গ

পাদুকা শিক্ষাপদঃ

৬১. সেগুলে পরিহিত নিরোগীকে ধর্মদেশনা করবো না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

উপহান শিক্ষাপদঃ

৬২. জুতা পরিহিত নিরোগীকে ধর্মদেশনা করবো না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

যান শিক্ষাপদঃ

৬৩. যান তথা গাড়ীতে আরোহিত নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করবো না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

শয়ন শিক্ষাপদঃ

৬৪. নিরোগী শয়্যা শায়িত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করবো না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

পল্লথিক শিক্ষাপদঃ

৬৫. হাঠু বৃকে জড়িয়ে উপবিষ্ট নিরোগীকে ধর্মদেশনা করবো না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

বেষ্টিত শিক্ষাপদঃ

৬৬. মস্তকে কাপড় বেষ্টিত বা পাগড়ী পরিহিত নিরোগীকে ধর্মদেশনা করবো না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

অবগুষ্ঠিত শিক্ষাপদঃ

৬৭. আবৃত বা ঘোমটা পড়া নিরোগীকে ধর্মদেশনা করবো না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

ছমা (ভূমি) শিক্ষাপদঃ

৬৮. আসনে উপবিষ্ট নিরোগীকে ভূমিতে বসে ধর্মদেশনা করবো না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

নীচু আসন শিক্ষাপদঃ

৬৯. উচু আসনে উপবিষ্ট নিরোগীকে নীচু আসনে বসে ধর্মদেশনা করবো না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

ঠিত (দাঁড়ানো) শিক্ষাপদঃ

৭০. দাঁড়ানো নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করবো না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

এরূপ পাছে গামী শিক্ষাপদঃ

৭১. অগ্রেগামী নিরোগীকে পশ্চাতগামী হয়ে ধর্মদেশনা করবো না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

উৎপথে গমন শিক্ষাপদঃ

৭২. পথে গমন রত নিরোগীকে উপ-পথেগামী হয়ে ধর্মদেশনা করবো না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

বিবিধ বর্গ

দাঁড়ায়ে মলত্যাগ শিক্ষাপদঃ

৭৩. নিরোগী অবস্থায় দাঁড়ায়ে মল-মূত্র ত্যাগ করবো না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

সজীব মলত্যাগ শিক্ষাপদঃ

৭৪. নিরোগী অবস্থায় সজীব তৃণ উদ্ভিদের উপর মল মূত্র ত্যাগ করবো না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

উদকে মলত্যাগ শিক্ষাপদঃ

৭৫. নিরোগী অবস্থায় জলের মধ্যে মলমূত্র ত্যাগ করবো না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

[পাদুকা বর্গ সপ্তম সমাপ্ত]

আর্যাগণ! সেখিয়া ধর্মের আবৃত্তি সমাপ্ত হলো। তাই আর্যাগণকে জিজ্ঞাসা করছি। কেমন, আপনারা পরিশুদ্ধা আছেন তো? দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করছি আপনারা পরিশুদ্ধা আছেন তো? তৃতীয়বার ও জিজ্ঞাসা করছি আপনারা পরিশুদ্ধা আছেন তো? এখানে আর্যাগণের মৌনভাব দেখে, আমি এইরূপ ধারণা করছি যে, আর্যাগণ সকলেই পরিশুদ্ধা আছেন।

[সেখিয়া পর্ব সমাপ্ত]

অধিকরণ সমথ

আর্যাগণ! এখন সপ্ত অধিকরণ শমথ ধর্মের আবৃত্তির সময় আগত হয়েছে।

উৎপন্ন অনুৎপন্ন অভিযোগ সমূহের সাম্যতা, ও সমাধানের জন্য, বিরোধজাত অশান্তির উপশমের জন্যে-

১. সম্মুখ বিনয় প্রদান কর্তব্য।
২. স্মৃতি বিনয় প্রদান কর্তব্য।
৩. অমূঢ় বিনয় প্রদান কর্তব্য।
৪. প্রতিজ্ঞা করানো কর্তব্য।
৫. যেভূয়েসিকা তথা সংখ্যা গরিষ্ঠের মতামত গ্রহণ করা কর্তব্য।
৬. তস্‌সপাপিয়সিকা তথা দণ্ডদান কর্তব্য।
৭. তৃণাচ্ছাদন বিধি কর্তব্য।

আর্যাগণ! সপ্ত অধিকরণ ধর্মে আবৃত্তি সমাপ্ত হলো। তাই আর্যাগণকে জিজ্ঞাসা করছি, কেমন আপনারা পরিশুদ্ধা আছেন তো? দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করছি আপনারা পরিশুদ্ধা আছেন তো? তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করছি আপনারা পরিশুদ্ধা আছেন তো? আর্যাগণের নীবরতায় সকলে পরিশুদ্ধা আছেন বলে ধারণা করিছ।

সাধু! সাধু! সাধু!

[অধিকরণ সমথ পর্ব সমাপ্ত]

আর্য্যগণ! নিদান আবৃত্তি করা হলো, অষ্ট পারাজিকা ধর্ম আবৃত্তি করা হল, সতেরো সজ্জাদিশেষ ধর্ম আবৃত্তি করা হলো, ত্রিশ নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় ধর্ম আবৃত্তি করা হলো, একশত ছেষটি পাচিত্তিয় ধর্ম আবৃত্তি করা হলো, আট পটিদেশনীয় ধর্ম আবৃত্তি করা হলো, সেখিয়া ধর্ম আবৃত্তি করা হলো, সপ্ত অধিকরণ সমথ ধর্ম আবৃত্তি করা হলো ।

এই পরিমাণে ভগবানের সূত্র হতে অবগত এবং সূত্রে ধারণ করা হয়েছে; যাহা প্রতি অর্ধমাসে আবৃত্তি হয়ে আসছে। তাই সকলে একতাবদ্ধ হয়ে, একমত হয়ে, বিবাদ বিসম্বাদ হীন হয়ে, এই শিক্ষা সমূহ শিক্ষা করা কর্তব্য ।

সাধু! সাধু! সাধু!

পরিশিষ্ট - ১

সপ্ত অধিকরণ সমর্থ

১. সম্মুখে উপস্থিতিতে বিচার সিদ্ধান্ত (Verdict) : ইহার অর্থ অভিযুক্ত ভিক্ষুণীকে উপস্থিতিতে অভিযোগে বর্ণিত বিষয়ের উপর বিচারক কর্তৃক জেরাদি (প্রশ্নোত্তর) করার পর আনুষ্ঠানিক ভাবে রায় (বিচার সিদ্ধান্ত) ঘোষণা করতে হয়। এ সময়ে সংঘের সকল সভ্যগণের উপস্থিতি, তাঁদের মতামত যাচাই, বাদী-বিবাদীর উপস্থিতি, তাদের সাক্ষী-জেরাদি গ্রহণ এবং ধর্ম বিনয়ানুসারে বিচার সিদ্ধান্ত প্রদান; ইত্যাদি অঙ্গসমূহ পরিপূর্ণ থাকতে হয়।

২. মনযোগী হওয়ার জন্যে ‘স্মৃতি বিনয়’ দেয়া কর্তব্য : ইহার অর্থ হচ্ছে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, সেই ভিক্ষুণী যদি পরিস্কার স্মরণ করতে পারেন যে, তিনি এ জাতীয় অপরাধ কোন সময়ে করেননি। তার অপকট স্বীকারোক্তি এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যদি প্রতীয়মান হয় যে, অভিযুক্তা নির্দোষী (innocence)। এমতাবস্থায় বিচারকমণ্ডলী কর্তৃক তাকে নির্দোষ ঘোষণা দান করতে যেই কর্মবাক্য আবৃত্তি করতে হয়, তাকে ‘স্মৃতি বিনয়’ বলে। অথবা কোন বিষয়ে কোন ভিক্ষুণী অমযোগীতা হেতু সজ্জকর্তৃক তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মনযোগী হতে সাবধান করে দেয়াকে ‘স্মৃতি বিনয়’ বলে।

৩. ‘অমৃঢ় বিনয়’ দান কর্তব্য : কোন ভিক্ষুণী উন্মাদ অবস্থায় যে সকল অপরাধ করে থাকেন, সে সকল অপরাধে যদি কেহ তাকে অভিযুক্তা করে থাকে, সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় সজ্জ কর্তৃক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জানতে হবে যে, তার সে সকল অপরাধ স্মরণ আছে কি-না। যদি স্মরণ না থাকে, তখন তাকে সেই অভিযোগের দায় থেকে তাকে রেহাই দানে কর্মবাক্য আবৃত্তির মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক নির্দোষ ঘোষণাকে ‘অমৃঢ় বিনয়’ দান বলে।

যদি উন্মাদ অবস্থায় কৃত অপরাধ স্বাভাবিক অবস্থায় স্মরণ করতে পারে; তা হলে অপরাধ অনুযায়ী দণ্ড বিধান কর্তব্য।

৪. প্রতিজ্ঞা করানো কর্তব্য : এই বিচার পদ্ধতি হচ্ছে এমন কতগুলো অপরাধ, যেগুলো অভিযুক্তকে স্বাক্ষী প্রমাণ বা প্রশ্নোত্তর দ্বারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বিচারকগণের পক্ষে কঠিন। তখন অভিযুক্তকে শপথ বাক্যের মাধ্যমে তার দোষ অথবা নির্দোষিতা স্বীকার () করাতে হয়। অভিযুক্তার স্বীকারোক্তির উপরই বিচারকগণকে তখন দণ্ডনির্ধারণ করতে হয়। যেমন, অভিযুক্তার স্বীকারোক্তির কার্যকারীতা থাকে, যদি তা ঘটনার সাথে সম্পর্কিত থাকে। আবার কোন অভিযুক্তা পাচিভ্যি পর্যায়ে অপরাধ করে যদি ঠিক সেই মতেই স্বীকারোক্তি প্রদান করে তা যথার্থ। কিন্তু, পাচিভ্যি অপরাধে অপরাধী হয়ে যদি ‘দুষ্কট’ পর্যায়ে স্বীকারোক্তি যদি প্রদান করে, তখন সেই স্বীকারোক্তির কার্যকারীতা থাকে না। একই ভাবে পাচিভ্যি অপরাধগ্রস্ত হয়ে, সজ্জাদিসেস স্বীকারোক্তি ও অকার্যকর হয়।

৫. যেভূয়েসিকা কর্তব্য : এই বিচার পদ্ধতি হচ্ছে, কোন ভিক্ষুণীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ধর্ম-বিনয় সম্মত সবধরণের ন্যায় সঙ্গত উপায়ে সমাধান চেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়ে যায়; যখন বাদী-বিবাদী এমন কি বিচারকমণ্ডলী পর্যন্ত প্রবল বাক্যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে পড়েন; এমন এক সংকটময় অবস্থার প্রশমনে উপস্থিত সকলের মতামত যাচাই মূলক ভোট গ্রহণ করতে হয়। এতে সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতকে চূড়ান্ত রায় বলে মেনে নিয়ে অভিযোগ ও বাদ-বিবাদের সমাধান করা কে যেভূয়েসিকা বলা হয়।

৬. তস্পাপীয়সিকা কর্তব্য : এই বিচার পদ্ধতি হলো, অভিযুক্তা ভিক্ষুণীকে পূর্বে তৎকৃত অপরাধের বিচার আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যদি করা থাকে এবং অভিযুক্তা ও যদি সেই অপরাধের বিষয়ে স্বীকারোক্তি প্রদান করার পর, তা পুনঃ প্রমাণের জন্যে আবেদন করেন,

তখন তৎ কৃত অপরাধকে পুনঃ স্মরণ করিয়ে দিতে হয়, তার থেকে পুনঃ স্বীকারোক্তি (Confession) আদায় করতে হয়। অতঃপর সজ্জ কর্তৃক তৎকৃত পূর্ব অপরাধের উপর আরোপিত দণ্ডের অনুকূলে আচরণ না করা হেতু পুনঃ আনুষ্ঠানিক ভাবে পূর্বারোপিত দণ্ডের সাথে অতিরিক্ত দণ্ডযোগ করে চূড়ান্ত রায়ের 'কর্মবাক্য' আবৃত্তি করতে হয়। এভাবে দণ্ডবিধানকে 'তস্‌সপাপীয়সিকা' বলে।

৭. তিণবথারক বা তৃণাচ্ছাদন পদ্ধতি গ্রহণ কর্তব্য : এই বিচার পদ্ধতি তখনই প্রয়োগ করতে হয়, যখন বিবাদমান উভয়পক্ষ উপলব্ধি করে যে, তাদের বাক্-বিতণ্ডার (dispute) ফলে উভয়ের মধ্যে শান্তি-সমঝোতা (Contemplative) স্থাপনের পথে যথেষ্ট অপ্রয়োজনীয়, অযৌক্তিক, মূল্যহীন (Unworthy) বিতণ্ডা হয়ে গেছে। যদি তারা একে অন্যের দোষ নিয়ে এভাবে চর্চা করতে থাকে, তার ফল হবে বিরোধিতার (divisive) মাত্রাকে আরো বাড়িয়ে দেয়া। এই সত্য উপলব্ধি করে, যদি উভয় পক্ষ শান্তি-সমঝোতা স্থাপনে সম্মত হয়, তখন সকল ভিক্ষুণীকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হতে হয়। অর্থকথা মতে, সকল ভিক্ষুণীকে অবশ্যই সীমায় সমবেত হতে হবে। এমন কি চলৎ শক্তি রহিতা, রোগ দুর্বলাকে ও উপস্থিত করানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তখন সমগ্র সজ্জ একমত হয়ে এমন একটি সিদ্ধান্ত (motion) গঠন করতে হবে যে, যাতে উভয়পক্ষ সেই বিচার সিদ্ধান্ত অনুসরণে বা মেনেনিনে বাধ্য থাকবেন। অতঃপর উভয় পক্ষের একজন করে মনোনীত ভিক্ষুণী স্বপক্ষের সমর্থকদের নিকট থেকে উক্ত সিদ্ধান্তের উপর সম্মতি আদায় করে নেবেন। এভাবে উভয় পক্ষ যখন প্রস্তুত হবেন, তখন উভয় পক্ষের প্রতিনিধি ভিক্ষুণী স্ব স্ব পক্ষের শান্তি সমঝোতামূলক অভিমত (blanket confession) সমগ্র সজ্জ কর্তৃক পূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্তের অনুকূলে তৈরী করে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা (ঐগ্‌ন্তি দ্বিতীয় কর্মবাক্য) দেবেন। এই বিচার পদ্ধতিকে তৃণাচ্ছাদন পদ্ধতি বলে।

পরিশিষ্ট - ২

সমাপ্তি টিকা

১. যখন কঠিন চীবর লাভের ফল কার্যকরী থাকে, তখন তাদের নিজ আবাসে উপস্থিত সজ্জ কর্তৃক গৃহীত সকল কাল চীবর (কঠিন চীবর মাসে লভ্য) আবাসিক প্রথম বর্ষাব্রত পালনকারী এবং কঠিনা বিস্তারে অংশগ্রহণকারী ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীগণের অধিকারে দিয়ে দিতে হয় (মহাবর্ণে উলিখিত মতে)। অন্য ভিক্ষুণীগণের কোন অংশদাবী এ সকল চীবরে থাকে না। তবে, দাতা যদি উপস্থিত অন্যান্য ভিক্ষুণীগণকে ও চীবর দানে ইচ্ছুক থাকেন, তাহলে দাতার সেই উদ্দেশ্য ঘোষণা করতে হবে। এক্ষেত্রে দাতার এ দান ‘কাল-চীবর ভূক্ত’ হলেও ‘অকাল-চীবরের’ মধ্যেই গণ্য হবে। ফলে উক্ত বিহারে সর্বশেষে আগত ভিক্ষুণীও সেই অকাল চীবরের অংশীদার হবেন। ভিক্ষুণী বিভঙ্গে ‘কালচীবর সম্পর্কীত’ কাহিনীতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে।

২. এই শিক্ষাপদের মূল কাহিনীতে দেখা যায় যে, গৃহীদাতারা নিজেদের উদ্যোগে ভিক্ষুণীদের উদ্দেশ্যে চাঁদা সংগ্রহ করে, তা এক দোকানীকে এক উদ্দেশ্যে দিলেন; আর ভিক্ষুণীরা দৃশ্যতঃ তা অন্য দোকানীর নিকট নিয়ে গিয়ে ভিন্ন দ্রব্য ক্রয় করলেন। এ জাতীয় পরিস্থিতি নিস্‌সঙ্গিয় পাচিতিয় নং ৯ এবং ১০ এ দেখা যায়; যার জন্যে জনগণের মধ্যে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভের জন্ম হয়।

৩. ভগবান এই শিক্ষাপদ নির্দেশ করেছেন তখনই, যখন কিছু ভিক্ষুণীরা শুধুমাত্র তাদের বহির্বাস-চীবর সাথে নিয়ে ভ্রমণে বহির্গত হয়েছিলেন। ফলে, উক্ত বিহারে পরবর্তীতে আগত ভিক্ষুণীগণকে পূর্ববর্তীদের রেখে যাওয়া অতিরিক্ত চীবর সমূহ সাজ্জিক দ্রব্য বিধায় রোদে দিতে হয়েছিল বলে, তাদের বিরক্তি ও নিন্দার কারণ হয়েছিল। অট্ঠকথানুসারে কমপক্ষে পাঁচদিন অন্তর

প্রত্যেক ভিক্ষুণী, তাদের চীবর সমূহ এবং সাজ্জিক চীবর সমূহ রোদে শুকাতে দিতে হয়। এই বিধিকে বলা হয় বহির্বাস সময়কাল।

৪নং-৬নং শিক্ষামনাদের জন্যে নির্ধারিত ছয় শিক্ষাপদ হচ্ছে অষ্টাঙ্গশীলে প্রথম ৬টি।

৭. এখানে মূল কাহিনীতে দেখা যায় একজনের স্ত্রী ভিক্ষুণী প্রব্রজ্যা গ্রহণ করায় স্বামী তার সম্পত্তির অধিকার ও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছেন।

৮. পারিবারিক ছন্দ দান বলতে ভিক্ষুণী সঙ্ঘ কর্তৃক নির্ধারিত সীমানার মধ্যে অবস্থিত বিশেষ কোন গ্রুপ, যারা সঙ্ঘকর্ম সম্পাদনে দায়িত্ব প্রাপ্ত, তাদেরই মতামত প্রদান বুঝায়। এই মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে নির্ধারিত বিষয়ের উপর প্রশ্নাদি শুরু করার আগেই সেই গ্রুপ স্ব অভিমত সঙ্ঘকে জ্ঞাত করায় স্থান ত্যাগ করতে হবে (মহাবর্গ)। মূল কাহিনীতে দেখা যাচ্ছে এক ভিক্ষুণী সঙ্ঘকর্তৃক নির্দিষ্ট গ্রুপের অভিমতকে প্রধান্য না দিয়ে, ভিন্ন গ্রুপের কম গুরুত্ব সম্পন্ন অভিমতকে প্রধান্য দিতে চেষ্টা করেছেন।

৯. বিনয় সংশিষ্ট প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় প্রথম করণীয় হবে, অভিযোগের প্রমাণাদি পুনঃ উপস্থাপিত করানো () এবং অপরাধের উপর আনীত অভিযোগের বিবরণী () পর্যালোচনা করা (মহাবর্গ)। এখানে দেখতে হবে এই শিক্ষাপদটি কেন অষ্টগুরু ধর্মের অষ্টমটির সাথে সম্পৃক্ত করা হলো। অর্থাৎ ভিক্ষুটি কেন ভিক্ষুণীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে।

১০. ‘অনূপসম্পন্ন-পুগ্গলো’ বলতে এখানে অনূপসম্পন্ন মহিলাকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু কোন অটুঠকথা এ সম্পর্কে কোন প্রকার ব্যাখ্যা দেয় নি।

পরিশিষ্ট - ৩

পাতিমোক্ষে উল্লেখিত আপত্তি পরিচিতি

ভিক্ষুণীগণের প্রতিপালনীয় শীলসমূহ সপ্ত আপত্তিক্ষকের অন্তর্গত ।
তা হচ্ছে-

- ১) পারাজিকাপত্তি স্কন্ধ, ২) সজ্জাদিসেসাপত্তি স্কন্ধ, ৩) খুল-
• চ্যাপত্তি স্কন্ধ, ৪) পাচিত্তিয়াপত্তি স্কন্ধ, ৫) পাটিদেসনীয়াপত্তি
স্কন্ধ, ৬) দুক্কটাপত্তি স্কন্ধ এবং ৭) দুবভাসিতাপত্তি স্কন্ধ ।

এখানে আপত্তি বলতে অকুশল প্রাপ্তি, পাপ প্রাপ্তি অথবা দোষ
প্রাপ্তি বুঝায় ।

উক্ত সপ্ত আপত্তি, ছয় প্রকার কারণের মধ্যে যে কোনটি দ্বারা
প্রাপ্ত হয়ে থাকে । যথা-

১) অলজ্জীতা : অর্থাৎ জেনে শুনে পাপ করা এবং কৃত পাপ
গোপন করা ।

২) অঞ্ঞাণতা : কর্তব্য, অকর্তব্য না জেনে, অকর্তব্য কার্য
করা, অথচ কর্তব্য কার্য না করা ।

৩) কুঙ্কচ্চ পকততা : কপ্পিয়, অকপ্পিয় (যোগ্য-অযোগ্য)
বিষয়ে সন্দেহ উৎপন্ন হলে, বিনয়ধরের নিকটে জিজ্ঞাসা না করে
ইচ্ছানুসারে শিক্ষাপদ লঙ্ঘন করা ।

৪) অকপ্পিয়ে কপ্পিয় সঞ্ঞিত্তা : অর্থাৎ খাওয়ার সময়
অতিক্রান্ত (সূর্য স্থির) হয়ে গেছে; তথাপি সময় আছে বলে
ধারণায় ভোজন করলে, অকর্তব্যে কর্তব্য ধারণা বলে গণ্য করাতে
হবে ।

৫) কপ্পিয়ে অকপ্পিয় সঞ্ঞিত্তা : খাওয়ার সময় আছে, তথাপি
সময় নেই বলে ধারণা করা সত্ত্বেও ভোজন করলে, কর্তব্যে
অকর্তব্য ধারণা বুঝায় ।

৬) সতিসম্মোসা : স্মৃতি বিহ্বলতা বা ভুলবশতঃ আপত্তি প্রাপ্ত
হওয়া ।

এই ছয় প্রকার কারণই আপত্তি প্রাপ্তির প্রধান কারণ। উপরোক্ত আপত্তি সমূহের পরিচিতি প্রদানে বিনয়পিটকের পরিবার গ্রন্থের বর্ণনা নিম্নরূপ-

১) পারাজিকা : পরাজয় প্রাপ্ত, সদ্ধর্ম হতে চ্যুত, বর্জিত, ভ্রষ্ট, অপসারিত, উপোসথ, প্রবারণাদি বিনয় কর্মে সংস্রব বর্জিত।

২) সজ্জাদিসেস : যেই আপত্তি প্রাপ্ত হলে তা হতে মুক্ত হতে আদিতে পরিবাস গ্রহণ, মধ্যে মানত্ত গ্রহণ এবং অন্তে আস্থান এই তিন বিনয়কর্ম সম্পাদন করা অনিবার্য হয়, এবং সেই তিনটির প্রত্যেকটিতে সজ্জের দরকার হয়, সেই অর্থে সজ্জ-আদি-সেস বলা হয়েছে।

৩) অনিয়ত : পারাজিকা, সজ্জাদিসেস ও পাচিভিয়, এই তিনটি আপত্তির মধ্যে কোনটি প্রাপ্ত হয়েছে, তা স্থির করা যাচ্ছে না বলে, 'ন-নিয়ত' অর্থে অনিয়ত বুঝায়।

৪) থুলচ্চয় : আপত্তি দেশনার মাধ্যমে যেই পাপসমূহ হতে মুক্ত হওয়া যায়, তন্মধ্যে 'থুলচ্চয়ের' মতো স্থূল, ভারী বা গুরুপাপ আর নেই; এই অর্থে থুল+অচ্চয় রূপে থুলচ্চয় বুঝায়।

৫) নিস্সগ্গিয় পাচিভিয় : যেই বস্তুর জন্যে আপত্তি প্রাপ্ত হয়, তা বিসর্জন করে সজ্জ, গণ, অথবা পুদাল এই তিনের যে কোন একটির কাছে আপত্তি দেশনা করা কর্তব্য বলে নিস্সগ্গিয়'।

অপরদিকে কুশলধর্ম সমূহ হতে পাত বা পতন করে অর্থে 'পাচিভিয়'। অর্থাৎ বিসর্জনীয় অকুশল ধর্ম, অথবা আর্য মার্গ হতে স্থলিত, এবং চিত্ত সম্মোহন কারণেই পাচিভিয় (পাপ+চিভয়)।

৬) পটিদেসনীয় : ভিক্ষুদের চারি প্রকার, এবং ভিক্ষুণীদের পক্ষে অষ্ট প্রকার নিন্দনীয় আপত্তি প্রাপ্ত হওয়ার পর তা অপর ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর নিকটে 'আমি নিন্দনীয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছি'- এই বলে আপত্তি দেশনা করা অর্থে পাটিদেসনীয়। এখানে 'পটি' পৃথক অর্থে ব্যবহৃত।

৭) দুষ্কট : দুষ্টকৃত, বিরূপ, স্থলিত, বুদ্ধ কর্তৃক ঘৃণিত পাপসমূহ বুঝায়। ‘দু’-কুৎসিত, ‘কত’ স্থানে ‘ট’ বসে ‘দুষ্কট’ শব্দের উৎপত্তি।

৮) দুব্ভাসিত : ইহা দুষ্ট ভাষিত, লপিত, আলপিত, সংশিষ্ট বচন। অর্থাৎ দু+ভাসিত=দুব্ভাসিত।

৯) সেখিয় : সেখ (আর্যমার্গলাভী) ব্যক্তির, শিক্ষাকামী ব্যক্তির, আর্যমার্গানুসারী ব্যক্তির পক্ষে আদি হতে আচরণ যোগ্য, সংযম-সংবরে যাহা শ্রেষ্ঠ তা শিক্ষাকরে; এই অর্থে ‘সেখ’।

উপরোক্ত আপত্তি গুলো সপ্ত আপত্তি স্কন্ধের অন্তর্গত। সেখিয় ও দুব্ভাসিত এই দুইকে পাতিমোক্ষে যদিও আপত্তি নির্দেশের আওতাভুক্ত করা হয়নি; তথাপি এই দুই শিক্ষাপদ লঙ্ঘনে ‘দুষ্কট’ আপত্তি হয়ে থাকে।

‘পাতিমোক্ষ’ শব্দটি প+অতি+মোক্ষ এ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। এখানে ‘প’ হচ্ছে উপসর্গ, ‘অতি’ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ অর্থবোধক এবং ‘মোক্ষ’ হচ্ছে অপায় ও আত্মবাদ হতে মুক্তি লাভ করা। এই ‘পাতিমোক্ষ’ দুইভাগে বিভক্ত। যথা- সীল পাতিমোক্ষ এবং গ্রন্থ পাতিমোক্ষ।

পরিশিষ্ট - ৪

ভিক্ষুণী উপোসথে পাতিমোক্ষ আবৃত্তি প্রণালী

প্রতিমাসে দুই পক্ষ, শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ। অমাবস্যার চন্দ্র যখন বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন শুক্লপক্ষ। পূর্ণিমার পরে চন্দ্র যখন ক্ষয় পেতে থাকে, তখন কৃষ্ণপক্ষ। প্রতিপক্ষের চতুদসী (১৪ দিনে) অথবা পঞ্চদসীতে (১৫ দিনে) ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের একবার উপোসথ করতে হয়। একজন ও দুইজন ভিক্ষু ভিক্ষুণী যদি একস্থানে অথবা নিকটবর্তী বিহারে অবস্থান করেন তাদেরকে পরিশুদ্ধি উপোসথ করতে হয়। তিনজন থাকলে অঞ্ঞমঞ্ঞ উপোসথ করতে হয়। চারজনের অধিক থাকলে পাতিমোক্ষ আবৃত্তি পূর্বক সঙ্ঘোপসথ করতে হয়।

পূর্ণিমা ও অমাবস্যার পরবর্তী দিন হতে তিথি বা দিন গণনা করে কোন উপোসথ ১৪ দিনে; আবার কোন উপোসথ ১৫ দিনে পালন করতে ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক নির্দেশ দান করা হয়েছে। কারণ এভাবে সৌরমাস ও চান্দ্র মাসের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান করা সম্ভব হয় এবং অধিমাসের শৃঙ্খলা বা হিসাব রক্ষা করা ও সম্ভব হয়। বৌদ্ধ বিনয় গ্রন্থের হিসেবে মতে বছরে ঋতুর সংখ্যা ৩টি। যথা- গ্রীষ্ম, বর্ষা ও হেমন্ত। প্রতি ঋতুতে ৪টি মাস এবং প্রতিমাসে ২টি করে এক ঋতুতে মোট ৮টি উপোসথ। এই আটটি উপোসথের মধ্যে তৃতীয় ও সপ্তম উপোসথ দ্বয় চতুদসী তথা ১৪ দিনে এবং অবশিষ্ট ৬টি উপোসথকে ১৫ দিনে বা পঞ্চদসীতে পালনের নির্দেশ আছে।

উপরোক্ত হিসেব মতে উপোসথটি চতুদসীতে হবে, না কি পঞ্চদসীতে হবে, তা নিরূপন করে উপোসথাগারকে উপোসথ পালনের উপযুক্ত করতে নিম্নোক্ত ভাবে প্রস্তুতি নিতে হয়-

১. পুষ্ক করণানি বা পূর্বে করণীয়
সম্মাজ্জনী পদীপো চ উদক আসনেন চ,
উপোসথস্স এতানি পুষ্ককরণন্তি বুচ্চতি।

অর্থাৎ, উপোসথ উপলক্ষে ভিক্ষু সঙ্ঘ সমবেত হওয়ার পূর্বে দায়িত্ব প্রাপ্ত ভিক্ষুণী কর্তৃক উপোসথাগারকে সম্মার্জন করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হয়; প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করার ব্যবস্থা করতে হয়; পা-ধোয়ার জল ও পানীয় যথাস্থানে স্থাপন করতে হয়; ভিক্ষুণীদের বসার আসন সহ পাতিমোক্ষ আবৃত্তিকারী ও সঙ্ঘ প্রধানের জন্যে গৌরবজনক আসন প্রস্তুত করতে হয়। উপোসথের দিনে এগুলোকে পূর্বকরণীয় বলে।

৩. উপোসথাগারে সমবেত ভিক্ষুণীদের পারস্পরিক আপত্তি দেসনা, পূর্বকরণীয় ও পূর্বকৃত্য ইত্যাদি সমাপ্তির পর উপোসথাগারে সমবেত ভিক্ষুণীগণ দুইজন পরস্পর হস্তপাশে এসে একজোড়ে উৎকৃষ্টিক ভাবে নিম্নোক্ত নিয়মে পালিতে আপত্তি দেসনা করতে হবে-

১) কনিষ্ঠ ভিক্ষুণী : অহং আয়ে! সব্বা আপত্তিয়ো আরোচেয়্যামি।
দুতিয়ম্পি... ততিয়ম্পি।

২) জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুণী : সাধু অয়ে! সাধু!

৩) কনিষ্ঠ ভিক্ষুণী : অহং অয়ে! সম্বহ্লা নানবথুকা আপত্তিয়ো আপজ্জিং, তা তুম্হমূলে পাটিদেসেমি।

৪) জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুণী : পস্‌সসি অয়ে! তা আপত্তিয়ো।

৫) কনিষ্ঠ ভিক্ষুণী : আম অয়ে! পস্‌সামি।

৬) জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুণী : আয়তিং অয়ে! সংবরেয়্যাসি।

৭) কনিষ্ঠ ভিক্ষুণী : সাধু সুট্ঠো আয়ে! সংবরিস্‌সামি
(দুতিয়ম্পি.. ততিয়ম্পি)

৮) জ্যেষ্ঠা ভিক্ষুণী : সাধু! আয়ে! সাধু।

[উপরোক্ত নিয়মে জ্যেষ্ঠা ভিক্ষুণী কনিষ্ঠা ভিক্ষুণীর নিকটে আপত্তি দেসনার পর পুনঃ কনিষ্ঠা ভিক্ষুণীকে বলতে হবে]

৯) কনিষ্ঠা ভিক্ষুণী : অহং অয়ে! দেসনা দুক্কটং আপত্তিয়ো আপজ্জিং তং তুম্হমূলে পাটিদেসেমি।

১০) জ্যেষ্ঠা ভিক্ষুণী : পস্‌সসি আয়ে তং আপত্তিং?

১১) কনিষ্ঠা ভিক্ষুণী : আম আয়ে পস্সামি ।

১২) জ্যেষ্ঠা ভিক্ষুণী : আয়তিং আয়ে সংবরেয়্যাসি?

১৩) কনিষ্ঠার ভিক্ষুণী : সাধু সুট্টো আয়ে সংবরেস্সামি ।
(দুতিয়ম্পি.. ততিয়ম্পি)

১৪) জ্যেষ্ঠা ভিক্ষুণী : সাধু আয়ে! সাধু ।

২. পুৰ্ব্বকিচ্চানি বা পূর্বকৃত্য সমূহ

ছন্দ পরিসুদ্ধি উতুন্ধানং ভিক্ষুণী গননা চ ওবাদো;

উপোসথস্স এতানি পুৰ্ব্বকিচ্চন্তি বুচ্চতি ।

অর্থাৎ, উপোসথ কর্ম শুরু করার পূর্বে রুগ্ন ও চলৎশক্তি রহিত ভিক্ষুণীদের নিকটে দায়িত্ব প্রাপ্ত ভিক্ষুণীকে গিয়ে আপত্তি দেশনাদির মাধ্যমে তাদের পরিশুদ্ধিতা দান এবং ‘পরিসুদ্ধিং দম্মি, পরিসুদ্ধিং মে হর’- এই বাক্যের মাধ্যমে তার পরিশুদ্ধিতা সম্পর্কীয় অভিমত (ছন্দ) গ্রহণ করে আসতে হয়; উপোসথের দিনে ঋতু কোনটি, উপস্থিত ভিক্ষুণীসংখ্যা কত, এবং ভিক্ষু দ্বারা ভিক্ষুণীগণের উপদেশাদি প্রাপ্ত হওয়ার কর্ম সম্পাদিত হয়েছে কিনা, ইত্যাদি জেনে নিতে হয়। উপোসথের দিনে এ সকল দায়িত্ব সমাপনকে পূর্বকৃত্য বলে।

৩. অতঃপর উপস্থিত ভিক্ষুণীগণকে পরস্পরের সাথে আপত্তি দেসনা করে নিতে হয়।

৪. উপোসথ কর্ম শুরু

পূর্ব করণীয়, পূর্বকৃত্য এবং আপত্তি দেশনাদি সমাপ্ত হলে আনুষ্ঠানিক ভাবে উপোসথ কর্ম শুরু করতে উপস্থিত ভিক্ষুণী সংঘের মধ্যে সজ্জ প্রধানা, যিনি পাতিমোক্ষ আবৃত্তির অধিকারীনি, অথবা তাঁর অক্ষমতা বা অদক্ষতায় তাঁরই আদিষ্ট অন্য কোন দক্ষ আবৃত্তিকারীনি এবং প্রশ্নোত্তর দিতে সক্ষম অপর ভিক্ষুণী, উভয়ে হাতজোড় করে উৎকৃতিভাবে মুখোমুখি বসতে হবে। তৎপর পাতিমোক্ষ আবৃত্তিকারী ভিক্ষুণী প্রথমতঃ সমবেত সজ্জকে লক্ষ্য করে পালিতে বলবেন-

৫. পূর্বকরণীয় ও পূর্বকৃত্যের উপর প্রশ্নোত্তর :

সুণাতু মে আয়ে সংঘো! যদি সঙ্ঘস্স পত্তকলং অহং আয়স্মা আয়ায়ং (এখানে উত্তর ভিক্ষুণীর নাম বলতে হবে) বিনয়ং পুচ্ছেয়াং। [আর্যাসঙ্ঘ শুনুন! সঙ্ঘ যদি উপযুক্ত সময় প্রাপ্ত হয়েছি বলে মনে করেন, তাহলে আমি অমুক নামীয় আর্যাকে বিনয় সম্পর্কিত প্রশ্ন করতে পারি]

তৎপর অপর ভিক্ষুণী বললেন,-

সুণাতু মে আয়ে সঙ্ঘো! যদি সঙ্ঘস্স পত্তলং অহং আয়স্মা (এখানে প্রশ্নকারিনী নাম বলতে হবে) বিনয়ং পুট্ঠো বিস্সজ্জিয়াং। [অর্থাৎ সঙ্ঘ! আমার কথা শুনুন যদি সঙ্ঘ উপযুক্ত সময় প্রাপ্ত মনে করেন তাহলে আমি অমুক আর্যাকৃত বিনয়ের প্রশ্নে উত্তর প্রদান করতে পারি।

অতঃপর পাতিমোক্ষ আবৃত্তিকারিনী প্রশ্ন করবেন এবং অন্যজন উত্তর দেবেন।

পূর্বকরণীয়ের উপরে প্রশ্নোত্তর :

১ম প্রশ্ন : সম্মাজ্জনী পদীপো চ, উদকং আসনেন চ।

উপোসথস্স এতানি, “পুঙ্সকরণ”ন্তি বুচ্চতি ॥

ওকাস! সম্মাজ্জনী সম্মাজ্জন করণং কতং কিং?

অনুবাদ : সম্মার্জনীয় স্থান সমূহে সম্মার্জন করা হয়েছে কি?

উত্তর : সম্মাজ্জনং করণং নিট্ঠিতং?

[সম্মার্জন কৃত্য সমাধা হয়েছে।]

২নং প্রশ্ন : পদীপো চ পদীপং উজ্জলনং কতং কিং?

[প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের কাজ করা হয়েছে কি?]

উত্তর : ইদানি সুরিয়ালোকস্স অথিতায় পদীপ কিচ্চং নথি)

[এখন সূর্যালোক আছে হেতু, প্রদীপ জ্বালানোর কাজ নেই।

বিঃ দ্রঃ যদি অন্ধকার হেতু আলো জ্বালাতে হয়, তখন বলতে হবে- “পদীপ উজ্জলনং নিট্ঠিতং”।

৩য় প্রশ্ন : উদকং আসনেন চ, আসনেন সহ পানীয়

পরিভোজনীয় উদক ঠাপনং কতং কিং? [জল এবং বসার আসনাদির মধ্যে আসনাদি সহ ব্যবহার্য এবং পানীয় জল যথাস্থানে রাখা হয়েছে কি?]

উত্তর : আসনেন সহ পানীয় পরিভোজনীয় উদক ঠাপনং নিট্ঠিতং । [আসনাদি সহ পানীয় জল ব্যবহার্য জল যথাস্থানে রাখা হয়েছে ।]

৪র্থ প্রশ্ন : উপোসথস্স এতানি পুস্ককলন্তি বুচ্চতি কিং? [উপোসথ কালে এগুলোকে পূর্বকরণীয় বলার অর্থ কি?]

উত্তর : এতানি চত্তারি বত্তানি সম্মজ্জন করণাদীনি; সজ্জ সন্নিপাততো পঠমং কত্তবত্তা উপোসথস্স উপোসথ কম্মস্স পুস্ককরণন্তি বুচ্চতি পুস্ককরণানীতি অক্খাতানি । [এই চারি ব্রত তথা সম্মার্জন কৃত্যাদি উপোসথে সজ্জ সমবেত হওয়ার পূর্বে উপোসথকালীন করণীয় কর্তব্য হিসেবে করতে হয় বলে, পূর্ব করণীয় নামে আখ্যাত ।]

বিঃ দ্রঃ কিন্তু ছন্দ ও পরিশুদ্ধি গ্রহণযোগ্য অর্থাৎ রোগাক্রান্ত ও জ্বর-দুর্বলা ভিক্ষুণী উপোসথে আগমনে অক্ষম হলে, তাঁর নিকটে গিয়ে, আপত্তি দেশনার ন্যায় বসে বাহক ভিক্ষুণী ছন্দ ও পরিশুদ্ধি দানের অনুরোধে জানায়ে তিনবার বলবেন,- “ছন্দ মং আরোচে হি) ।” তখন রোগাক্রান্ত, দুর্বলা ভিক্ষুণীকে এরূপ বলতে হবে-
ছন্দদাতা : “ছন্দং দম্মিং, ছন্দং মং হর ।” এবং একই নিয়মে-
বাহক : “পরিসুদ্ধি” মং আরোচেহি ।”

পরিশুদ্ধি দাতা : “পরিসুদ্ধিং দম্মি, পরিসুদ্ধিং মে হর ।”

শুধুমাত্র পরিশুদ্ধি আহরণ’ দ্বারা সংঘের উপোসথ ও অন্যান্য বিনয় কর্ম সম্পাদন নিষ্কণ্টক হয় । অপরদিকে ‘পরিশুদ্ধি’ আহরণ দ্বারা সংঘের পরিশুদ্ধি এবং দাতা ভিক্ষুর উপোসথ কর্মমাত্র সম্পাদন করা সম্ভব হয়; কিন্তু অন্যান্য বিনয় কর্ম সম্পাদন হয় না । তাই পরিশুদ্ধি দানের সময়ে একই সাথে ছন্দ ও দান করা উচিত ।

পুষ্ককিচ্চানি (পূর্বকৃত্য সমূহ)

ছন্দ, পারিসুদ্ধি, উতুক্ষানং, ভিক্ষুনিগণনা চ ওবাদো ।

উপোসথস্স এতানি, “পুষ্ককিচ্চ”ন্তি বুচ্চতি ॥

৫ম প্রশ্ন : ছন্দপারিসুদ্ধি, ছন্দারহানং ভিক্ষুণীনং ছন্দপারিসুদ্ধি আহরণং কতং কি? (ছন্দ ও পরিশুদ্ধি গ্রহণ যোগ্য ভিক্ষুণী হতে ছন্দ ও পরিশুদ্ধি আহরণ করা হয়েছে কি?)

উত্তর : আম আয়ে! [হ্যাঁ আর্যে! (যদি তেমন ভিক্ষুণী না থাকেন তখন বলতে হবে- “ইদানি পন তাসং নথিতায় ছন্দারহানং কিচ্চং ইধ নথি ।” অর্থাৎ তেমন কোন ভিক্ষুণী নেই হেতু, ছন্দ আহরণ কৃত্য ও নিশ্চয়োজন ।)

৬ষ্ঠ প্রশ্ন : ‘উতুক্ষানং’- হেমন্তাদীনং তিগ্গং উত্থনং এত্তকং অতিক্কন্তং এত্তকং অবসিট্ঠন্তি এবং উতু-আচিক্খনং কতং কি? [‘ঋতু বিষয়ে’- হেমন্তাদি ঋতুর সংখ্যা তিনটি । তন্মধ্যে এই ঋতু অতিক্রান্ত এবং এই ঋতু অবশিষ্ট আছে, এভাবে ঋতু নির্ণয় করা হয়েছে কি?)

উত্তরঃ উত্থনীধ পন সাসনে হেমন্ত গিম্হ বস্সানং বসেন তীনি হোন্তি । অযং হেমন্ত ঋতু (যেই ঋতুতে উপোসথ তার নাম বলবে) । অস্মিং উত্থম্হি অট্ঠ উপোসথা । ইমিনা পক্খেন একো উপোসথো সম্পত্তো; একো উপোসথো অতিক্কন্তো (ইতিপূর্বে যত উপোসথ চলমান ঋতুতে অতিক্রান্ত হয়েছে সেই সংখ্যাটি উল্লেখ করতে হবে); ছ উপোসথা অবসিট্ঠা । [হেমন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা ভেদে বুদ্ধের সাসনে ঋতুর সংখ্যা তিনটি । বর্তমানে হেমন্ত ঋতু । এই ঋতুতে উপোসথ সংখ্যা ৮টি । বর্তমান পক্ষে এই উপোসথ এখন প্রাপ্ত হওয়া গেছে; এক উপোসথ অতিক্রান্ত হয়েছে; এবং আরো ছয়টি উপোসথ অবশিষ্ট আছে ।

৭ম প্রশ্ন : ভিক্ষুণী গণনা চ কতং কিং? (আজকের উপোসথে উপস্থিত ভিক্ষুণীদের সংখ্যা কত, তা গণনা করা হয়েছে কি?)

উত্তর : অস্মিং উপোসথগ্গে সন্নিপতিতানং ভিক্ষুণীনং গণনা

পি [এতকা] (উপস্থিত ভিক্ষুণীর সংখ্যা উলেখ করবে) ভিক্ষুণী হোন্তি । [এই উপোসথাগারে সমবেত ভিক্ষুণীর সংখ্যা (এত) ।]

৮ম প্রশ্ন : ‘ওবাদো’ ভিক্ষুতো ভিক্ষুণীনং ওবাদো গহিতো কিং? [ভিক্ষু হতে ভিক্ষুণীদের উপদেশ গ্রহণ করা হয়েছে কি?]

উত্তর : আম আয়ে! [হ্যাঁ আর্যে!]

৯ম প্রশ্ন : উপোসথস্স এতানি পুৰকিচ্ছন্তি বুচ্ছতি কিং?

[উপোসথে এ সকলকে পূর্বকৃত্য কেন বলা হয়?]

উত্তর : এতানি পঞ্চ কম্মানি ছন্দাহরণাদীনি পাতিমোক্ষং উদ্দেশ্যতো পঠমং কত্তবত্তা উপোসথস্স উপোসথ কম্মস্স পুৰকিচ্ছন্তি বুচ্ছন্তি, পুৰকিচ্ছানীতি অক্সাতানি । [ছন্দ আহরণাদি এই পঞ্চধর্ম পাতিমোক্ষ আবৃত্তির প্রথম ভাগেই উপোসথে উপোসথ কর্ম হিসেবে সমাপন করতে হয় বলে উপোসথে পূর্বকৃত্য নামে উক্ত হয়েছে ।]

উপোসথের উপযুক্ত সময়

উপোসথো যাবতিকা চ ভিক্ষুণীকম্মপ্লত্তা সভাগাপত্তিয়ো চ ন বিজ্জন্তি, বজ্জনীয়া চ পুগ্গলা তস্মিং ন হোন্তি, পত্তকলন্তি বুচ্ছতি ।

[(১) উপোসথে চতুদশী বা পঞ্চদশী তিথি প্রাপ্ত হওয়া (২) উপোসথে উপোসথ কর্ম সমাপনের জন্যে উপযুক্ত সংখ্যক ভিক্ষুণী উপস্থিত থাকা (৩) সভাগ-তথা একই সদৃশঃ আপত্তি গ্রস্ত ভিক্ষুণী না থাকা এবং (৪) বর্জনীয় পুদ্রাল হস্তপাশে না থাকা- এই চার লক্ষণ যুক্ত সময়কে উপোসথের উপযুক্ত কাল বলা হয় ।

১০ম প্রশ্ন : উপোসথে- তীসু উপোসথ-দিবসেসু; চতুদসী পণ্নরসী সামগ্গীসু । অজ্জুপোসথো কো উপোসথো?

[উপোসথের মধ্যে তিনটি উপোসথ দিবস । যথা- চতুদসী, পঞ্চদসী এবং সামগ্রিক উপোসথ । অদ্য সেই তিনের কোন উপোসথ?]

উত্তর : অজ্জুপোসথো পণ্নরসো (যখন যেই উপোসথ তার নাম) [অদ্য পঞ্চদসীর উপোসথ]

১১তম প্রশ্ন : যাবতিকা ভিক্ষু কন্মপ্লতা, যতকা ভিক্ষু তস্‌স উপোসথ কন্মস্‌স পত্তায়ত্তা, অনুরূপা সৰ্বত্তিমেণ পরিচ্ছেদেন চত্তরো ভিক্ষু পকতত্তা, সজ্জেন অনুক্খিত্তা; তে চ খো হত্থপাসং অবজহিত্তা একসীমায়ং ঠিতা কিং? [সজ্জ কৰ্ত্তক উৎক্ষিপ্ত দণ্ডপ্রাপ্ত নহেন এমন পরিশুদ্ধ (পকতত্তা) ভিক্ষুদের নিয়ে উপোসথকর্মের উপযুক্ত সংখ্যক, অর্থাৎ কমপক্ষে চারজন ভিক্ষুকে একই সীমায়, হস্তপাশে অবস্থান করছেন তো?

উত্তর : আম আয়ে! [হ্যাঁ আর্যে।]

১২ তম প্রশ্ন : সভাগাপত্তিয়ো চ ন বিজ্জত্তি কিং?

[সাদৃশ্য আপত্তি বিদ্যমান নেই বলতে কি বুঝা?]

উত্তর : বিকাল ভোজনাদি বথু সভাগাপত্তিয়ো চ ন বিজ্জত্তি। [মধ্যাহ্নের পরবর্তী ভোজন গ্রহণাদি একই আপত্তি গ্রস্ত ভিক্ষুণীর বিদ্যমানতা এখানে নেই।

বিঃ দ্রঃ এখানে যদি দুইজন ভিক্ষুণীও সমঅপরাধে অপরাধী হয়ে থাকেন; তাহলে আপত্তি দেশনার নিয়মে উভয় ভিক্ষুণী পরস্পরে আপত্তি দেসনা করে পরিশুদ্ধিতা অর্জন করতে হবে। যদি কোন ভিক্ষুণীরা তেমন সভাগ আপত্তি গ্রস্ত না-ও হয়ে থাকেন, তবুও উপোসথে পাতিমোক্ষ আবৃত্তির পূর্বে পরস্পরে আপত্তি দেসনা করে নেয়া উত্তম।

১৩ তম প্রশ্ন : বজ্জনীয়া চ পুগ্গলা অস্মিং ন হোত্তি কিং?

[বর্জনীয়া পুদাল এখানে নেই বলতে কি বুঝা?]

উত্তর : গহট্ঠ পণ্ডকাদয়ো একবীসতি বজ্জনীয়া পুগ্গলা হত্থপাসতো বহিকরণ বসেন বজ্জেতব্বা। তে অস্মিং ন হোত্তি। [গৃহীপণ্ডকাদি বশে একুশ প্রকার বর্জনীয় পুদাল হস্ত পাশ থেকে বের করে দিয়ে তা বর্জন করা কর্তব্য। এখানে তাহারা কেহ নাই।]

বিঃ দ্রঃ ভিক্ষুণী সজ্জের উপোসথাদি বিনয় কর্মে যেই একুশ প্রকার পুদালের যে কেহ হস্তপাশে থাকলে উক্ত বিনয়কর্ম সম্পাদন

করা নিষেধ, তা হলো-

১. গৃহী, ২. শিক্ষামনা (ছয়শীল রক্ষাকারিনী প্রব্রজ্যিতা), ৩. শ্রামণের, ৪. শ্রামণেরী, ৫. ভিক্ষুণীশীল পরিত্যক্তা ব্যক্তি, ৬. পারাজিকা প্রাপ্তা ৭. চৌরী ভিক্ষুণী, ৮. আপত্তি অদর্শন হেতু সঙ্ঘ কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত বা সাময়িক বর্জিতা ভিক্ষুণী, ৯. আপত্তি অপ্রতিকার হেতু বর্জিতা ভিক্ষুণী, ১০. পাপদৃষ্টি তথা মিথ্যাদৃষ্টি অপরিত্যাগ হেতু বর্জিতা ভিক্ষুণী, ১১. পণ্ডক বা নস্ত্রীক ভিক্ষুণী, ১২. ছদ্মবেশী বা নিজে নিজে ভিক্ষুণী পরিচয় দানকারিনী, ১৩. ভিক্ষুণী শীল ত্যাগ করে ভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকটে গিয়ে সন্যাস ধর্ম গ্রহণকারিনী, ১৪. তির্য্যগপ্রাণী, ১৫. মাতৃঘাতক, ১৬. পিতৃঘাতক, ১৭. অরহন্ত ঘাতক, ১৮. ভিক্ষুদূষক, ১৯. সঙ্ঘ ভেদক, ২০. বুদ্ধের দেহ হতে ক্রোধচিহ্নে রক্তপাতক, ২১. উভতোব্যঞ্জক (স্ত্রী ও পুরুষ লক্ষণ বিশিষ্ট) উপোসথ ও বিনয় কর্মে এই একুশ প্রকার ব্যক্তিকে বর্জনীয় পুদাল বলে।

১৪ তম প্রশ্ন : পত্তকলন্তি বুচ্চতি কিং? [উপযুক্ত সময় প্রাপ্তি বলতে কি বুঝায়?]

উত্তর : সঙ্ঘস্স উপোসথ কস্মে ইমেহি চতুহি লক্খেনেহি সঙ্ঘহিতং পত্তকলন্তি বুচ্চতি, পত্তকলবত্তন্তি অক্খাতং [সঙ্ঘের উপোসথ কর্মে এই চারি লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য সমন্বিত হওয়াকে উপোসথের উপযুক্ত সময় প্রাপ্তি বুঝায়। ইহারাই উপযুক্ত সময় প্রাপ্তি নামে আখ্যাত।

উত্তরদাতা ভিক্ষুণী কর্তৃক পাতিমোক্ষ আবৃত্তির প্রার্থনা :

পুষ্পকরণ, পুষ্পকিচ্চানি সমাপেত্বা, দেসিতাপত্তিকস্স সমগ্গস্স ভিক্ষুসস্স অনুমতিয়া পাতিমোক্ষং উদ্দিসিতুং আরাধনং করোমি। [পূর্বকরণীয়, পূর্বকৃত্য সমূহ সম্পাদন করে, আপত্তি দেসিত হয়ে সমগ্র ভিক্ষু সংঘের একমতে অনুমোদিত হয়ে আমি পাতিমোক্ষ আবৃত্তির জন্যে প্রার্থনা করছি।]

সাধু! সাধু! সাধু

পরিশিষ্ট - ৫

সংক্ষেপে পাতিমোক্ষ আবৃত্তি প্রণালী

পাতিমোক্ষ আবৃত্তিকারীর দৃষ্টিশক্তির অক্ষমতা, গ্রন্থের অভাব অথবা মুখস্থ আবৃত্তিকারী কিছু দূর আবৃত্তির পর ভুলে যাওয়া, সজ্জের অন্য কোন জরুরী কর্ম উপস্থিত হওয়া, উপোসথে সমবেত ভিক্ষুদের মধ্যে কোন জনের শারিরীক অক্ষমতা উপন্ন হওয়া; এ সকল অন্তরায় সম্পর্কে বিনয় গ্রন্থ ‘মহাবর্গ’ উলেখিত নিম্নোক্ত দশবিধ কারণের যে কোনটি উপস্থিত হলে পাতিমোক্ষ আবৃত্তি সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে। যথা-

১. রাজ অন্তরায় (রাজা কর্তৃক কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞা), ২. চোর অন্তরায় (চুরি বা লুণ্ঠনাদির আশংকা), ৩. অগ্নি অন্তরায় (বিপদজনক আগুন অথবা ধুম্রদ্বারা আক্রান্ত হওয়া), ৪. জল অন্তরায় (প্রবল ঝড়বৃষ্টির আশংকা), ৫. মনুষ্য অন্তরায় (মানুষের হৈ চৈ বা গান বাদ্যের দ্বারা সৃষ্ট ব্যাঘাত), ৬. অমনুষ্য উপদ্রব, ৭. হিংস্র জন্তুর অন্তরায়, ৮. সরীসৃপ অন্তরায় (সর্প ও বিষাক্ত কীট পতঙ্গের দংশন আশংকা), ৯. জীবন নাশের আশংকা, ১০. ব্রহ্মচর্য চ্যুতির আশংকা।

পূর্বোক্ত অন্তরায়ের যে কোনটি উপোসথে পাতিমোক্ষ আবৃত্তির সময়ে বিঘ্ন বা অন্তরায় হিসেবে গণ্য। তাই এদের যে কোনটি পাতিমোক্ষ আবৃত্তিকালে দেখা দিলে, সংক্ষেপে পাতিমোক্ষ আবৃত্তি বা উদ্দেশ সমাপ্ত করার বিধান আছে। উলেখ্য যে, পাতিমোক্ষ আবৃত্তিকে পাঁচটি উদ্দেশ বা আবৃত্তি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

১. নিদান উদ্দেশ, ২. পারাজিকা উদ্দেশ, ৩. সজ্জাদিসেস উদ্দেশ, ৪. অনিয়ত উদ্দেশ এবং ৫. বিস্তার উদ্দেশ (নিঃসঙ্গিয় পাচিভিয়, পটিদেসনীয়, সেখিয়, অধিকরণ সমথ)।

উপোসথ দিবসে পাতিমোক্ষ আবৃত্তি করার সময়ে নিদান উদ্দেশ থেকে শুরুকরে ক্রমান্বয়ে বিস্তার উদ্দেশ (সেখিয়া ও সপ্ত

অধিকরণ সমথ) পর্যন্ত সমাপ্ত করা কর্তব্য। যদি নিদান উদ্দেশ্য শেষ করে পারাজিকা উদ্দেশ্য শুরুর পর যে কোন পর্বে পূর্বোল্লিখিত অন্তরায়ের যে কোনটি উৎপন্ন হয়, তখন সংক্ষেপে পাতিমোক্ষ আবৃত্তি সমাপ্ত করা যায়। মনে রাখা দরকার, পূর্বকরণীয়, পূর্বকৃত্য এবং নিদান উদ্দেশ্য আবৃত্তি শেষ না করে, কিছুতেই সংক্ষিপ্ত ভাবে পাতিমোক্ষ আবৃত্তি শেষ করা উচিত নহে।

মনে করুন, উপোসথে পাতিমোক্ষ আবৃত্তি শুরু করে পূর্বকরণ, পূর্বকৃত্য আবৃত্তি চলা কালেই কোন অন্তরায় উপস্থিত হলো। এমতাবস্থায় ও যে করেই হোক ‘নিদানোদ্দেশ্য’ পর্যন্ত আবৃত্তি শেষ করতেই হবে। অতঃপর সংক্ষেপে পাতিমোক্ষ আবৃত্তি শেষ করতে নিম্নোক্ত ভাবে আবৃত্তি করতে হবে-

“উদ্দিট্ঠং খো অয়্যায়া নিদানং। সুতা খো পনায়্যায়া চত্তারো পারাজিকা ধম্মা। সুতা খো পনায়্যায়া তেরস সজ্জাদিসেস ধম্মা। সুতা খো পনায়্যায়া দ্বে অনিয়ত ধম্মা। সুতা খো পনায়্যায়া তিৎস নিস্সগ্গিয়া পাচিত্তিয় ধম্মা। সুতা খো পনায়্যায়া চত্তারো পটিদেসনীয়া পাচিত্তিয়া ধম্মা। সুতা খো পনায়্যায়া সেথিয়া ধম্মা। সুত খো পনায়্যায়া সত্ত অধিকরণ সমথ ধম্মা।

এতকং তস্স ভগবতো সুত্তাগতং, সুত্তপরিয়াপণ্ণং অন্বদ্ধমাসং উদ্দেশ্য আগচ্ছতি। তথ সৰ্বেহেব সমগ্গেহি সম্মোদমানেহি, অবিবাদমানেহি সিক্খিতব্বন্তি।”

সাধু! সাধু! সাধু!